



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2017

'নতুন শতাব্দীতে নিজের চলন এবং চেহারা দ্বারা ফরিস্তা স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করো '

আজ বাপদাদা নিজের পরমাত্ম পালনার অধিকারী বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। কত ভাগ্যবান যে স্বয়ং পরমাত্মার পালনায় জীবন যাপন করছে। দুনিয়ার লোকেরা বলে আমাদের পরমাত্মা পালনা দিচ্ছেন , কিন্তু তোমরা অল্প সংখ্যায় বিশিষ্ট আত্মারা প্র্যাক্টিকালে পালিত হচ্ছে। পরমাত্মা পালনা আছে , পরমাত্মা শ্রীমত আছে, সেই শ্রীমত অনুযায়ী চলছো , পালিত হচ্ছে। । তেমনই নিজেকে বিশেষ আত্মা অনুভব করো কি ? নিজের মহানতাকে জানো কি ? বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ আত্মারাই হল মহান আর ভবিষ্যতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ মহান। দ্বাপরে তোমাদের জড় চিত্র এতই মহান হয়, যে কেউ ঐ চিত্রের সামনে এসে দাঁড়াতেই মাথা নত করবে। এতই তোমাদের মহানতা আছে যে আজ দিন পর্যন্ত যদি কোনো আত্মাকে নকল দেবতায় পরিণত করে , লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে পরিণত করবে , শ্রীরাম রূপে পরিণত করবে , তো যতক্ষণ ঐ আত্মা দেবতা রূপে পাট্ট প্লে করে , তো ঐ আত্মাকে জেনেও যে এই হল সাধারণ মানুষ , কিন্তু যখন দেবতা রূপে পাট্ট প্লে করে তখন সেই সাধারণ আত্মাকেও মাথা নত করবে। তো তোমার রূপের মহানতা তো আছেই কিন্তু নামধারী আত্মাদেরও মহান ভাবে। তো এমন মহানতার অনুভব করো কি ? জানো , বোঝো বা ইমার্জ রূপে নিজেকে অনুভব করো কি ? কারণ মূখ্য আধারই হল অনুভব করা।

বাপদাদা সব বাচ্চাদেরকে অনুভবীমূর্ত করেন। শুধুমাত্র শুনে বা জেনে থাকে এমন নয়। অনুভবের প্রদর্শন প্রত্যেকের চেহারায় , চলন দ্বারা হয়ে যায়। চালচলন দ্বারা তার অবস্থার অনুমান করে নেওয়া যায়। তাহলে ভাবো আমাদের চলন কেমন ? ব্রাহ্মণ চলন আছে ? ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্বদা সম্পন্ন আত্মা। শক্তি সম্পন্ন , গুণ সম্পন্ন তো এমন চলন আছে ? তোমাদের চেহারায় দেখা দেয় কি যে এরা সাধারণ হয়েও অলৌকিক ? তোমাদের সবার দৃষ্টি , বৃত্তি , ভাইব্রেশন অলৌকিক অনুভব হয় কি ? যখন লাস্ট জন্ম পর্যন্ত তোমাদের দিব্যতা , মহানতা জড় চিত্র দ্বারাও অনুভব হয় , তো বর্তমান সময়ে চৈতন্য শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দ্বারা অনুভব হয় কি ? জড় চিত্র তো তোমাদেরই কিনা !

অমৃতবেলা থেকে প্রতিটি চলন চেক করো - আমাদের দৃষ্টি অলৌকিক আছে কি ? চেহারার পোজ সর্বদা আনন্দিত থাকে ? একরস , অলৌকিক থাকে বা সময় প্রতি সময় বদলাতে থাকে ? শুধু যোগে বসার সময়ে বা কোনো বিশেষ সেবার সময়ে অলৌকিক স্মৃতি বা বৃত্তি কি থাকে বা সাধারণ কাজ করার সময়ে চেহারা ও চলন বিশেষ কি থাকে ? কেউ তোমাদের দেখুক - কাজকর্মে খুব বিজি থাকা সত্ত্বেও , কোনও অস্থিরতার কথা সামনে থাকুক কিন্তু তোমাদের অলৌকিক ভাবে কি ? তো চেক করো যে চলন-বলন , চেহারা সাধারণ কাজেও ডিট্যাচ এবং প্রিয় অনুভব হয় কি ? কোনও সময়ে হঠাৎ কোনও আত্মা তোমাদের সামনে এসে গেলে তো তোমাদের ভাইব্রেশনে , চলন-বলনে এই রকম ভাববে যে এরা কি অলৌকিক ফরিস্তা ? কারণ আজকের দিন সঙ্গমের দিন , পুরানো বিদায় নিচ্ছে নতুনের আগমন হচ্ছে। তো বিশ্বের সামনে নবীনতা দেখা যাচ্ছে কি ? অন্তরে স্মরণ থাকে বা ভাবো কি , সে আলাদা কথা কিন্তু স্থাপনার সময়কে দেখো - কতোটা সময় স্থাপনার কার্যে পেরিয়েছে ? অতীতের সময় প্রমাণ বাকি কত সময় রয়েছে ? তো কি অনুভব হওয়া

উচিত ? বাপদাদা জানেন যে অনেক ভাল পুরুষার্থী আছে যারা পুরুষার্থ করছে , উড়ে চলেছে কিন্তু বাপদাদা এই ২১তম শতাব্দীতে নবীনতা দেখতে চাইছেন। সবাই খুব ভাল , সবাই বিশিষ্ট , সবাই মহান কিন্তু *বাবার* *প্রত্যক্ষতার* *আধার* *হল* *-* *সাধারণ* *করার* *সময়েও* *ফরিস্তা* *চলন-বলন* *হোক* *।* বাপদাদা এইরকম দেখতে চান না যে কথাটা এইরকমই ছিল , কাজটা এমনই ছিল , পরিস্থিতি এমন ছিল , সমস্যা এমনই ছিল, তাই সাধারণতা এসেছে। ফরিস্তা স্বরূপে অর্থাৎ স্মৃতি স্বরূপে রও , সাকার রূপে রও। শুধু বুঝে নেওয়া নয় , স্মৃতিতে নয় , স্বরূপে রও । এমন পরিবর্তন যে কোনো সময়ে , কোনো অবস্থায় অলৌকিক স্বরূপ অনুভব হোক। এমনই থাকো নাকি একটু পরিবর্তন হয় ? যেমন কথা তেমন স্বরূপ ধারণ কোরোনা । কথা তোমাদের কেন বদলাবে , তোমরা কথা বদলাও। শব্দ তোমাদের বদলাবে নাকি তোমরা শব্দ বদলে দেবে ? পরিবর্তন কাকে বলা হয় ? প্রাণ্টিকাল জীবনের উদাহরণটা কি ? যেমন সময় যেমন পরিস্থিতি তেমন স্বরূপ ধারণ করা এইসব তো সাধারণ লোকেদের স্বরূপ। কিন্তু ফরিস্তা অর্থাৎ যে পুরানো বা সাধারণ চলন-বলনের চেয়ে উর্ধ্ব রয়।

এখন তোমাদের টপিক রয়েছে কিনা - " সময়ের আহ্বান " । তো এখন সময়ের আহ্বান বিশেষ আত্মাদের জন্যে হল এইটিই যে এখন ফরিস্তা অর্থাৎ অলৌকিক জীবন স্বরূপে যেন দেখা দেয়। এইরকম কি হতে পারে ? টিচার্স বলো - হতে পারে ? কবে হবে ? হতে পারে তবেতো খুব ভালো কথা তাইনা , কবে হবে ? একবছর চাই , ২০০০ বর্ষ টি পূর্ণ হয়ে যাক ? যারা ভাবছে কিছু সময় লাগবে চলো এক বছর নয় , ৬ মাস , ৬ মাস নয়তো তিন মাস চাই ? এতে কেউ হাত তুলবেনা । তোমাদের শ্লোগানটি কি ? মনে আছে কি ? "এখন নয়তো কখনও নয়" । এই শ্লোগানটি কাদের ? ব্রাহ্মণদের নাকি দেবতাদের ? ব্রাহ্মণদেরই শ্লোগান তাইনা ! তো *এই* *নতুন* *শতাব্দীতে* *বাপদাদা* *এইটিই* *দেখতে* *চান* *যে* *যা* *হওয়ার* *হয়ে* *যাক* *কিন্তু* *অলৌকিকতা* *যেন* *কম* *না* *হয়* । এরজন্য শুধুমাত্র চারটি শব্দের অ্যাটেন্সন রাখতে হবে , সেটি কি ? সে কোনো নতুন কথা নয় , পুরানো কথা , শুধু রিভাইস করাছেন ।

একটি কথা হল - শুভচিন্তক । দ্বিতীয় কথা - শুভচিন্তন , তৃতীয় কথা শুভভাবনা , এই ভাবনা নয় যে সে বদলাবে তো আমি বদলাব। তার জন্যেও শুভভাবনা আর নিজের জন্যেও শুভভাবনা আর শুভ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি এবং স্বরূপ। শুধু একটি শুভ শব্দ স্মরণে রাখো , তাতে চারটি কথাই এসে যাবে। আমাদের শুধুমাত্র শুভ শব্দটি স্মরণে রাখতে হবে। এই কথা অনেকবারই তো শুনেছ এখন আরও স্বরূপে আনার অ্যাটেন্সন রাখতে হবে। বাপদাদা জানেন পরিবর্তন এদেরই হতে হবে। আরও যারা আসবে তারা সাকার রূপে তোমাদেরই দেখবে।

আজ বছরের শেষ দিন কিনা । তো বাপদাদা মেজরিটি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ বছরের রেকর্ড দেখছেন । কি দেখলেন ? মুখ্য একটি কারণ দেখলেন । বাপদাদা দেখলেন মেটানোর এবং সমায়িত করার শক্তি কম আছে । মেটানো হয় , উল্টো দেখা , শোনা , ভাবা , অতীতের বিষয়বস্তু মেটানো হয় কিন্তু যেমন তোমরা বলো কিনা এক হল কন্সাস দ্বিতীয় হল সাবকন্সাস । মেটানো হয় কিন্তু মনের প্লেট বলো , স্লেট বলো , কাগজ বলো , কিছুই বলো , পুরো মেটানো হয়না। কেন হয়না ? তার কারণ হল - সমায়িত করার শক্তি পাওয়ারফুল নয়। সময় অনুযায়ী সমায়িত করা হয় কিন্তু আবার সময় অসময়ে বেরিয়ে আসে তাই যে চারটি শব্দ বাপদাদা বলেছেন সর্বদা সেসব স্মরণে থাকেনা। যদি

মনের প্লেট বা কাগজ পুরো পরিষ্কার না হয়েছে আর তার উপরে তোমরা আরও কিছু ভাল লিখতে চাইলে স্পষ্ট হবে কি ? অর্থাৎ সর্বগুণ , সর্বশক্তি ধারণ করতে চাইলে সর্বদা ফুল পার্সেন্টেজে হবে কি ? একেবারে ক্লীন হবে , ক্লিয়ার হবে তবেই এই শক্তি সহজে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ হল এইটাই যে মেজরিটির প্লেট ক্লিয়ার ও ক্লীন নয়। একটু মাত্রায় অতীতের কথা অতীতের চলন, ব্যর্থ কথা ব্যর্থ চালচলন সুক্ষ্ম রূপে অবস্থান করে ফলে সময় অনুসারে সাকার রূপে দেখা দেয়। তো সময় অনুসারে প্রথমে চেক করো , নিজেকে চেক করো অন্যদের নয় কারণ অন্যদের চেক করা সহজ , নিজেকে চেক করা মুশকিল । তো চেক করো যে আমাদের মনের প্লেট ব্যর্থ থেকে এবং অতীত থেকে একেবারে পরিষ্কার হয়েছে কি ? সবচেয়ে সুক্ষ্ম রূপ হল ভাইব্রেশনের রূপে রয়ে যাওয়া । ফরিস্তা অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে ক্লীন এবং ক্লিয়ার । সমায়িত করার শক্তি দ্বারা নিগেটিভ কে পজিটিভ রূপে পরিবর্তন করে সমায়িত করো । নিগেটিভ সমায়িত না করে পজিটিভে পরিণত করে সমায়িত করো তবে নতুন শতাব্দীতে নবীনতা আসবে ।

দ্বিতীয় কি জিনিস দেখলেন বলব ? বলব নাকি ভারী ডোজ হয়ে যাবে ? যেমন বাপদাদা প্রথমেই বলেছেন যে যেমন করেই হোক না কেন আমি নিজের সঙ্গে পরমধাম নিয়েই যাব , সে মেরেই হোক বা ভালবেসেই হোক । অঙ্কানীদের মার দিয়ে তোমাদের ভালোবাসা দিয়ে। তেমনই বাপদাদা এখন ও বলেছেন যে যেমন করেই হোক দুনিয়ার সামনে মহান আত্মাদের ফরিস্তা রূপে প্রত্যক্ষ করতেই হবে। তো রেডি আছো কি ? বাপদাদা তো বলেই দিয়েছেন যেমন করেই হোক তৈরী হতেই হবে। না হলে নতুন দুনিয়া আসবে কিভাবে । আচ্ছা - দ্বিতীয় কথা কি দেখলেন?

বছরের শেষ কিনা । দেখো , বাপদাদা মেজরিটি শব্দ বলছেন , সর্ব বলছেন না মেজরিটি বলছেন। তো দ্বিতীয় কথাটি কি দেখলেন ? কারোর মধ্যে রয়্যাল রূপে আলবেলাপন দেখলেন। আলবেলাপনের একটি কারণ হল - " সব কিছু চলে "। কেননা সাকারে প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ দেখা অসম্ভব , সাকার ব্রহ্মাও সাকারে দেখতে পারেননি কিন্তু এখন অব্যক্ত রূপে যদি চাইবেন তো সকলের প্রতিটি কর্ম দেখতে পারেন। যে গায়ন আছে যে পরমাত্মার হাজার চোখ আছে , লক্ষ চোখ লক্ষ কান আছে । তিনি এখন নিরাকার এবং অব্যক্ত ব্রহ্মা দুজনকেই সাথে দেখতে পারেন। কেউ যতই লুকোবার চেষ্টা করুক , রয়্যালটির সঙ্গে লুকোয় , সাধারণ ভাবে নয়। তো আলবেলাপন হল একটা স্থূল রূপ , এক সুক্ষ্ম রূপ , শব্দ দুটিতেই একই রয়েছে " সব চলে , দেখা হয়েছে কি হয় ! কিছুই হয়না। এখন তো চলো , পরে দেখা যাবে! " এই হল আলবেলাপন যুক্ত সংকল্প । বাপদাদা চাইলে সবাইকে শোনাতেও পারেন কিন্তু তোমরা বলো কিনা একটু লজ্জা রাখো। তো বাপদাদাও লজ্জা রাখেন কিন্তু এই আলবেলাপন পুরুষার্থকে তীর হতে দেয়না। পাস উইথ অনার করতে পারবেন না। যেমন নিজেই ভাবে কিনা ' সব চলে " । তো রেজাল্টেও চলে যাবে কিন্তু উড়বেনা। তো শুনেছ দুটি কথা দেখেছ ! পরিবর্তনে কোনো না কোনো রূপে , প্রত্যেকে আলাদা আলাদা রূপে আলবেলাপন রয়েছে । তো বাপদাদা সেই সময় হাসেন , বাচ্চারা বলে দেখা যাবে কি হয়। তো বাপদাদা বলেন দেখে নিও কি হবে ! তো আজ এই কথা কেন শোনানো হচ্ছে ? কারণ চাও বা না চাও , জোর করেও তোমাদের তৈরী করতেই হবে আর তোমাদেরও তৈরী হতেই হবে। আজ একটু শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়েছে কারণ তোমরা প্ল্যান করছো যে এই করব এই করব কিন্তু কারণের নিবারণ নাহলে তো টেম্পোরারি হয়ে যাবে , তখন কোনো কথা উঠলে বলবে কথাটাই এমন ছিল কিনা ! কারণটা এমনই ছিল ! আমার হিসেব - নিকেসের জন্যে এমন

হতে হয়েছে। মঞ্জুর আছে কিনা ! টিচার মঞ্জুর আছে তো ? ফরেনার্স মঞ্জুর আছে তো ? বাপদাদা বলেন হতেই হবে। তারপর নতুন শতাব্দীতে বলবে পরিণত হয়েছে। এমনই আছে তো - খুব কম সময় নেওয়া উচিত। কিন্তু বাপদাদা এক বছর দিচ্ছেন তবেতো সহজ হবে কিনা। সময় নিয়ে করো। আরাম শব্দের অর্থ হল আ রাম অর্থাৎ এসো রাম অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করে পুরুষার্থ করো। ঐ ডানলপে আরাম করবেনা। বাপদাদার তোমাদের প্রতি স্নেহ রয়েছে অনেক নাকি তোমাদের ভালোবাসা বেশী রয়েছে বাবার প্রতি ? কার বেশী রয়েছে ? বাবার না তোমাদের ?

বাপদাদার তোমাদের উপরে নিশ্চয় রয়েছে যে তোমরা সব বাচ্চারা বাবার স্নেহের রিটার্নে অব্যক্ত ব্রহ্মাবাবা সম অবশ্যই তৈরী হবে। হবে তাইনা ? বাপদাদা ছেড়ে দেবেন না! ভালবাসা আছে কিনা ! স্নেহ ভালোবাসা থাকলে তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয়। তো ব্রহ্মাবাবার তোমাদের সঙ্গে স্নেহ রয়েছে। অপেক্ষায় থাকেন যে বাচ্চারা কখন আসে ! তো সমান হবে কিনা !

ব্রহ্মাবাবার এক রুহ-রিহান শোনাই। এখন ১৮ জানুয়ারী আসছে কিনা। তো ব্রহ্মাবাবা শিববাবাকে বলেন আপনি বাচ্চাদের ডেট ফিক্স করান, আমি কত অপেক্ষা করব ? এই ডেট ফিক্স করাও। তাহলে শিববাবা কি বলবেন ? মুচকি হাসেন। বাপদাদা তবুও বলেন বাচ্চারাই ডেট ফিক্স করবে, বাপদাদা করবেন না। ব্রহ্মাবাবা খুব স্মরণ করেন। তাহলে ডেট ফিক্স করা হবে ?

নতুন বছরে সমান স্বরূপ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করো। লক্ষ্য রাখো যে আমাদের ফরিস্তা স্বরূপ ধারণ করতেই হবে। এবারে পুরানো কথা শেষ করো। নিজের অনাদি এবং আদি সংস্কার ইমার্জ করো। স্মৃতিতে রাখো - চলতে ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে পুরানো সংস্কার পুরানো কথার সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই। বুঝলে। এই পরিবর্তনের সংকল্পকে জল দাও। যেমন বীজকে জলও চাই রোদ চাই তবেই ফল হয়। তো সংকল্পকে, বীজকে স্মরণের জল এবং রোদ দিতে থেকো। বারবার রিভাইস করো আমার বাপদাদার কাছে কি কথা দেওয়া আছে ! আচ্ছা ! চারিদিকের মহান আত্মারা সর্বদা পরিবর্তন শক্তিকে প্রতি কার্যে ব্যবহার করে যারা, বিশ্ব পরিবর্তক আত্মাদের সদা দৃঢ় নিশ্চয়ে প্রত্যক্ষ স্বরূপ প্রদর্শনকারী ব্রাহ্মণ রূপী ফরিস্তা আত্মাদের সদা একমাত্র বাবা আর কেউ নয়, বাবা সমান স্বরূপে পরিণত হবে এমন, বাপদাদার স্নেহের রিটার্ন দেবে এমন মহাবীর আত্মাদের বাপদাদার স্নেহ স্মরণ এবং নমস্কার।

বরদান : নিজের চলন এবং চেহারা দ্বারা ভাগ্যের রেখা প্রদর্শনকারী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব।

ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের এই অলৌকিক জন্ম অনাদি পিতা এবং আদি পিতা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। যার জন্মই হয়েছে ভাগ্যবিধাতা দ্বারা, সে কতই না ভাগ্যবান হয়েছে। নিজের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সর্বদা স্মৃতিতে রেখে আনন্দিত থাকো। চলন এবং চেহারা এই স্মৃতি স্বরূপ প্রত্যক্ষ রূপে নিজেরও অনুভব হোক এবং অন্যদেরও দৃষ্টিগোচর হোক। তোমাদের কপালে দুটি ক্রকুটির মধ্যখানে এই ভাগ্যের রেখা প্রজ্জ্বলিত দেখা যায় তবে বলা হবে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা।

শ্লোগান : যোগী তুমি আত্মা সে-ই হয় যে অন্তর্মুখী হয়ে লাইট-মাইট রূপের অনুভব করে।

সূচনা

আজ থেকে আমাদের সবার অতিপ্রিয় পিতাশ্রী ব্রহ্মাবাবার সম্পন্নতা আর সম্পূর্ণতার এই জানুয়ারী মাস আরম্ভ হচ্ছে । আমরা সব ব্রহ্মা বংশগণ এই মাসটিকে বিশেষ অব্যক্ত মাস , তপস্যা মাস রূপে পালন করি। তো প্রতিদিন বিশেষ মুরলী ক্লাসের পরে সবাই ১০ মিনিট তপস্যার রূপে জ্বালা স্বরূপে শক্তিশালী যোগাভ্যাস করবে এবং প্রকৃতি সহ সর্ব আত্মাদের শান্তি এবং শক্তির সকাশ প্রদানের সেবা করবে। এই লক্ষ্য নিয়ে প্রতিদিনের মুরলীর নীচে বিশেষ একটি পয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে , যা তপস্যায় তোমাদের বিশেষ সহযোগ দেবে এবং পুরো দিন কর্মযোগী হয়ে থাকতে সাহায্য করবে :-

তপস্বী মূর্ত হও

তপস্বী অর্থাৎ সর্বদা বাবার লগনে লাভলীন , প্রেমের সাগরে সমায়িত , জ্ঞান , আনন্দ , সুখ , শান্তির সাগরে সমায়িত থাকে যে তাকে তপস্বী মূর্ত বলা হয়। তো সবাই এই অনুভবে মগ্ন হয়ে যাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের বুলবুলি হয়ে নিজ সম পরিণত করার সেবা করো , নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো আমার স্মরণের যাত্রা সঠিক আছে তো "

প্রশ্ন -- কোন্ বিশেষ পুরুষার্থের আধারে বেগার টু প্রিন্স অর্থাৎ ভিক্ষুক থেকে রাজপুত্র হতে পারবে?

উত্তর -- বেগার টু প্রিন্স হতে বুদ্ধির লাইন ক্রিয়ার থাকা উচিত । একমাত্র বাবাকে ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে । এই শরীরটি আমার নয়। জীবিত অবস্থায় থেকে এমন পুরুষার্থ যারা করে তারা-ই হল বেগার , তাদেরই হল বানপ্রস্থ অবস্থা কারণ তাদের বুদ্ধিতে থাকে এখনতো বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরতে হবে তারপর সুখধামে আসতে হবে।

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে পড়াশোনাতে বিশেষ খেয়াল কোন্ কথাটিতে রাখতে হবে । সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ , সম্পূর্ণ নির্বিকারী , মর্যাদা পুরুষোত্তম , অহিংসা পরম ধর্ম স্বরূপ ধারণ করতে হবে। দেখতে হবে - আমাদের মধ্যে এইসব গুণ আছে ? যেমন স্বরূপ ধারণ করার লক্ষ্য থাকে সেইদিকেই মন যায় তাইনা । এই স্বরূপ ধারণ হবে কিভাবে ? পড়লে এবং পড়ালে । বেহদের বাবাকে সারাদিন কতক্ষণ স্মরণ করা হয়েছে , কতোজনকে পড়ানো হয়েছে ! সম্পূর্ণ এখনও কেউ হয়নি। তাও রয়েছে নম্বর অনুসারে পুরুষার্থী অনুযায়ী । বাবা এক একজন বাচ্চাদের উপরে দৃষ্টি রাখেন যে এই বাচ্চাটি কি করছে ! আমার জন্যে কি সার্ভিস করছে ! কতোজনের ভাগ্য উঁচু থেকে উঁচু করছে ? প্রত্যেকে নিজের অবস্থা এবং নিজের খুশীকে জানে। অতীন্দ্রিয় সুখের জীবন সবাইকেই নিজের অনুভব হয়। এই কথা তো বাচ্চাদের নিশ্চয় রয়েছে যে বাবার স্মরণ দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়া যায়। সহজ উপায় হলই স্মরণের যাত্রা । নিজের মনে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমাদের স্মরণের যাত্রা কি ঠিক আছে ? অন্যদের নিজ সমান পরিণত করেছি কি ? জ্ঞান বুলবুলি স্বরূপে পরিণত হয়েছি কি ? তোমরা ব্রাহ্মণরাই দৈবীগুণ ধারণ করে মানুষ থেকে দেবতা রূপে পরিণত হও। তোমরা ছাড়া কেউ দেবতা রূপে পরিণত হবেনা । তোমরাই দেবতা বংশের বংশধর হও। সেখানে তোমাদের দৈবী পরিবার রয়েছে । এখন তোমরা জানো যে আমরা দৈবী পরিবারের সদস্য হতে খুব পুরুষার্থ করছি। বাচ্চাদেরও উচিত কায়দায় পড়াশোনা করা উচিত । একদিনও অ্যাবসেন্ট হলে চলবেনা । যদি অসুস্থ-ও থাকো , বিছানায় পড়ে থাকো তবুও বুদ্ধিতে যেন শিববাবার স্মরণ থাকে। আত্মা জানে যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান , বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কত সহজ এই স্মরণের যাত্রা । এরজন্যেও প্র্যাক্টিস চাই । বুদ্ধিতে একমাত্র বাবার-ই স্মরণ থাকুক। বাবা এসেছেন , আমরা শান্তিধাম গিয়ে আবার সুখধামে আসবো । শেষ সময় পর্যন্ত এতোটাই পরিশ্রম করতে হবে যাতে একমাত্র শিববাবারই স্মরণ থাকে। অন্য সঙ্গ ছেড়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে হবে। মুখে কোনো জপ ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই অন্যদের নিজ সমান করতে পড়াতেও হবে। বাবা বলেন তোমাদের ঐ অবস্থায় পরিণত হতে হবে , যে সতোপ্রধান অবস্থায় তোমরা এখানে এসেছিলে , ঐ অবস্থায় ফিরে গিয়ে আবার সেই অবস্থায় সত্যযুগে আসতে হবে। কত সহজ। তোমরা ভক্তি মার্গে গাইতে যে আপনি যখন আসবেন তখন আমরা অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র আপনার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকব , এই বিষয়েই পরিশ্রম রয়েছে । পবিত্রতার কথাও হল মুখ্য । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন

হতে হবে। ঐ পদ্ম ফুলও জল থেকে ভূমি থেকে উপরেই থাকে। তোমরা চৈতন্য ফুলও ভূমি থেকে উপরে রয়েছ তো তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা পবিত্র থেকে একমাত্র আপনাকেই স্মরণ করব। যাতে শেষ সময়ে আপনি ছাড়া আর অন্য কেউ স্মরণে না আসে। কোনো অবগুনও যেন না থাকে। যে বাচ্চারা এই রূপ ধারণ করে তারা সর্বদা আনন্দে থাকে। এই প্র্যাক্টিস ভালরীতি করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে কখনও অবস্থা খুবই ক্ষীণ হয়ে যায়। মায়া দুর্বল করে দেয়। প্রত্যেককে নিজেকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা উচিত। আমরা বাবাকে স্মরণ করার সময়ে কতোটা আনন্দ অনুভব করি। বাবার সার্ভিসে কতোটা সময় দিয়ে থাকি। যে যেমনই হোক, বাচ্চারা তোমাদের সার্ভিস করতেই থাকতে হবে। পরীক্ষা করা হয় কে বর্সা প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছে! যেমন বিছের এই জ্ঞান থাকে - পাথর নাকি কোনো নরম বস্তু, তো পাথরে কখনোই কামড় দেবেনা। তোমাদের কাজই হল এই। তোমরা বেহদের বাবার স্টুডেন্ট কিনা। পড়াশোনার উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। শুরুতে বাচ্চারা মুরলী ছাড়া একদিনও থাকতে পারতো না, কত ব্যাকুল হয়ে থাকতো। (ক্লাসে বড় বোনেরা গান শোনালেন - তোমার মুরলীতে জাদু আছে) বাঁধেলিদের কিভাবে মুরলী পৌঁছানো হত! মুরলীতেই জাদু রয়েছে কিনা। কোন্ জাদু? বিশ্বের মালিক হওয়ার জাদু। এরচেয়ে বড় জাদু হয়না। তো ঐ সময়ে মুরলীর কত মূল্য ছিল তোমাদের কাছে। মুরলী পৌঁছে দিতে কত চেষ্টাই না করতে হত। এই ভেবে যে পড়াশোনা নাহলে বেচারাদের কি হাল হবে! এখানে বাবা জানেন অনেক বাচ্চারা এমন আছে যারা মুরলীতে পুরো ধ্যান দেয়না। মুরলীতো বাচ্চাদের রিফ্রেস করে। ভগবান যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন, তাঁর মুরলী না শুনলে ভগবান টিচার কি বলবেন। বাবার তো আশ্চর্য লাগে। চলতে চলতে মায়ার এমন তুফান লাগে যে মুরলী পড়া, ক্লাসে আসাই ছেড়ে দেয়। জ্ঞানকে ঘৃণা করা অর্থাৎ বাবাকে ঘৃণা করা। বাবাকে ঘৃণা করা অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহীকে ঘৃণা করা। মায়া একেবারেই নীচে নিয়ে যায়। বুদ্ধিকে একদম নষ্ট করে দেয়, যে কিছুই বোঝেনা। যদিও ভক্তিতো অনেক করে কিন্তু একেবারে অন্ধশ্রদ্ধা, অবুঝ হয়ে পড়েছে। বাবা নিজেই বলেন তোমরা কত যোগ্য ছিলে। এখন অযোগ্য হয়েছে। এখন আমি আবার এসেছি বাচ্চারা তোমাদের যোগ্য করতে সেইজন্য শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন এরজন্যে আর কিছুই করতে হবেনা শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর পড়াশোনা করো। স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা করে আর টিচারকেও স্মরণ করে। চরিত্রও শোধরাতে হবে। তোমাদের মুখ্য অক্কেট সামনে রয়েছে। তোমাদের এইরূপ হতে হবে, তাঁদের চরিত্র হল শ্রেষ্ঠ তবেই মানুষরা সারাদিন এই গান গায় - আপনারা হলেন সর্বগুন সম্পন্ন মানুষদের যতক্ষণ পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়না ততক্ষণ তারা অন্ধকারে রয়েছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ হল এইসময় অনাথ। তাদের সকলকে পিতার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা হলে বেহদের বাবার সন্তান কিনা। বাবা বলেন আমারে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। বাচ্চাদের যুক্তি বের করা উচিত যে সবাইকে সংবাদ কিভাবে দেওয়া যায়, খবরের কাগজ দ্বারা সবাই সংবাদ প্রাপ্ত করবে যে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। সব আত্মারাই প্রথমে পবিত্র ছিল এখন অপবিত্র হয়েছে। এখানে কোনো পবিত্র আত্মা থাকতে পারেনা। পবিত্র আত্মারা থাকে পবিত্র দুনিয়ায়। আত্মা পবিত্র হলে এই পুরানো পোশাক ত্যাগ করতেই হবে। এইরকম হতে পারেনা আত্মা হবে পবিত্র আর শরীর অপবিত্র তবেই বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজেকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান স্বরূপে পরিণত করতে হবে। প্রথম প্রথম যখন তোমরা এসেছিলে তখন পবিত্র ছিলে এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। আত্মা পবিত্র হয়ে পুনঃ পবিত্র দুনিয়ায় অর্থাৎ স্বর্গে যাবে। শান্তিধাম থেকে গর্ভমহলে আসবে। সেখানে দুঃখের নাম-গন্ধ থাকেনা। রাবণরাজ্য নেই। কিন্তু পুরুষার্থ করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হবে

, এরজন্যে হল এই পড়াশোনা । স্বর্গে তো সবাই যাবে। কিন্তু উঁচু পদ-প্রাপ্তির পুরুষার্থ করতে হবে। এই কথাতো জানো যে স্বর্গের স্থাপনা এবং নরকের বিনাশ হচ্ছে । শিবালয় স্থাপন হলে বেশ্যালয় শেষ হবে। শিবালয়ে তো আসতেই হবে। এই শরীর ছেড়ে কেউ সেখানে গিয়ে প্রিন্স প্রিন্সেস রূপে পরিণত হবে। কেউ প্রজারূপে পরিণত হবে। যাদের লাইন একেবারে ক্লিয়ার আছে , একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ স্মরণে নেই , তাদের বলা হয় সম্পূর্ণ বেগার । দেহটিও যেন স্মরণে না আসে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মরতে হবে। আমাদের এবারে নিজের বেহদের ঘরে ফিরতে হবে। নিজের ঘর ভুলে ছিলাম। এখন বাবা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বাবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন তোমরা হলে সবাই বানপ্রস্থী । এইসময় তোমাদের বানপ্রস্থ অবস্থা চলছে। এখন আমি এসেছি বানী থেকে দূরে অনেক দূরের সেই স্থানে নিয়ে যেতে । বানপ্রস্থে যাওয়ার জন্যে সব ভক্তগণ ভক্তি করে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন সবাই বানপ্রস্থ অবস্থায় কিভাবে যায় । তারা এই শব্দের মানে জানেনা শুধু নাম শুনেছে। যদিও দ্বাপর থেকে লৌকিক গুরুদের সাহায্যে অনেক পুরুষার্থ করে তারা কিন্তু ফিরে যেতে পারেনা । বাবা বলেন এখন সে ছোটই হোক বা বড়ই হোক সবারই হল বানপ্রস্থ অবস্থা। সত্যিকারের বানপ্রস্থ অবস্থা তো তোমাদের কেননা ফিরে যেতে হবে। বেহদের বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে । তাই বাচ্চাদের কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত । তোমরা জানো যে সবাইকে বাবা-ই মিষ্টি সাইলেন্স হোমে নিয়ে যান কারণ আত্মাদের এখন শান্তি চাই। এখানেতো শান্তি হতে পারেনা । শান্তিধামের মালিক তো একমাত্র বাবা , যখন মালিক আসবেন তখনই সবাইকে নিয়ে যাবেন। ভক্তি করে এসেছে শান্তিধামে যাওয়ার জন্যে । এমন কেউ নেই যে বলবে আমরা সুখধামে যাই। বাবা বলেন আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি তোমাদের সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব যদি আমার শ্রীমত অনুসারে চলবে তাহলে। সুখধামে যদি না যাও চলবে , শান্তিধামে তো নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কাউকেই ছেড়ে দেবনা । না যেতে চাইলে সাজা দিয়ে , মারধোর করেও নিয়ে যাব। যেমন বাচ্চাদের সাজা দেওয়া হয় কিনা। তোমাদেরও তেমনই ভাবে নিয়ে যাব কারণ ড্রামাতে এমন পার্টই আছে তাই নিজের জমাপুঁজী বাড়িয়ে নাও তাহলেই ভাল। পদ-মর্যাদাও ভাল প্রাপ্ত করবে। পরের দিকে যারা আসবে তারা কতখানি সুখ প্রাপ্ত করবে। বাবা বলেন তোমরা চাও বা না চাও তোমাদের শরীরে আগুন দিয়ে আত্মাদের নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আমার শ্রীমত অনুসারে চলে যদি সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ স্বরূপে পরিণত হবে তো উঁচু পদ-মর্যাদা প্রাপ্ত করবে কেননা আমাকে আহ্বান করা হয় এসো আমাদের ঘরে নিয়ে চলো অর্থাৎ মৃত্যু দাও। এইসব কথা তো সবাই জানে যে , মৃত্যু আসছে ই । ছিঃছিঃ কেউ এখানে থাকবেনা । বাবা বলেন আমি সবাইকে ছিঃছিঃ দুনিয়া থেকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। যে ভালরীতি পড়া করবে সে সুখধামে যাবে। সুখধাম বা স্বর্গ কোনো আকাশে নেই। তোমাদের স্মারিকা এই দিলবাড়া মন্দির রয়েছেই । আদিদেব বসে আছেন। বাপদাদা হলেন কিনা। ঐনার দেহেই বাবা বিরাজিত আছেন। তোমরা জানো এই স্থানে বাপ-দাদা দুইজনেই বসে আছেন। বাচ্চারা তোমরা দিলবাড়া মন্দিরে যাও তো এই কথা মনে রেখে যাও , ইনিই হলেন বাপদাদা । এইসময়ে তোমরা বাচ্চারা যে রাজযোগ শিখছো এই হল তারই প্রমাণ । মহারথী অশ্বরোহী সবাইতো আছে। এই দাদার ভেতরে বাবার প্রবেশ রয়েছে । তো ঐ হল জড় , ইনি হলেন চৈতন্য , মডেল দেখে এসেছ কিনা । দিলবাড়া মন্দির হল কত সুন্দর রমণীয় । কল্প-কল্প হুবহু এমনই মন্দির তৈরী হবে যা তোমরা গিয়ে দেখবে। তোমরা বলবে এইসব ভেঙে যাবে , তবে তৈরী হবে কিভাবে ? এই কথা ভাবা উচিত নয়। স্বর্গ এখন কোথায় আছে পরে স্বর্গের মহল প্রাসাদ সব হবে। এই পাহাড় ইত্যাদি

ভেঙে যাবে , আবার তৈরী হবে , আবু আবার তৈরী হবে। অনেকে এই বিষয়ে কনফিউজ হয়। বাবা বলেন কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার নেই। বলেন - দ্বারিকা সমুদ্রের নীচে তলিয়ে গেল আবার বেরিয়ে আসবে। যে জিনিস নীচে গেল সে জিনিস গেল , শেষ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে স্বর্গে আমরা নিজের মহল ইত্যাদি তৈরী করব। সেখানে সবকিছুই সতোপ্রধান নতুন জিনিস থাকবে। তোমরা সেখানকার ফল ইত্যাদি দেখে এসেছ। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জ্যোগ্রাফি রিপিট হয় তো স্বর্গও রিপিট হবে। এই কথাটিতে নিশ্চয় থাকা উচিত । কিন্তু কারো ভাগ্যে নেই তো বলবে এইটি কিভাবে হতে পারে । এত সব আবার হবে আর মহল ইত্যাদি তৈরী হবে!

তোমরা জানো সোমনাথের মন্দির লুট হয়েছে তবুও মন্দির তৈরী হবে। এই খেলাটি হল পূজ্য থেকে পূজারী , পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার । ব্রাহ্মণ , দেবতা , ঋত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র এই হল চক্র । বাচ্চারা তোমরা হলে পদ্মগুণ ভাগ্যশালী । তোমাদের পদতলে পদ্মের চিহ্ন অংকিত হয়ে যায়। তোমরা জানো আমাদের পদতলে পদ্ম আছে অর্থাৎ পড়াশোনার আধারে প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম চিহ্নিত আছে। যত পড়বে তত উঁচু পদ মর্যাদার অধিকারী হবে। সত্যযুগ হল গোল্ডেন এইজ । সেখানকার ধরনীও হয় খুব সুন্দর । কত সুন্দর মহল থাকে। প্রত্যেকটি জিনিস সতোপ্রধান হয়। দেখা মাত্রই চোখ জুড়িয়ে যায়। এমনই রাজধানীর তোমরা মালিক হও তো কত ভাল রীতি পুরুষার্থ করা উচিত । পুরুষার্থ দ্বারা-ই প্রারম্ভ নির্মাণ হয়। বাচ্চাদের তো বুদ্ধিতে জ্ঞান রয়েছে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে , লৌকিক সম্বন্ধে মমত মেটাতে হবে শুধুমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

আম্বা - মিষ্টি মিষ্টি সিকীলাধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) বাবার স্মরণে থেকে সর্বদা আনন্দিত থাকতে হবে । কখনও মন খারাপ করবেনা । অসুস্থ অবস্থায়ও মুরলী নিশ্চয়ই শুনতেও হবে এবং পড়তেও হবে।

২) পড়াশোনার দ্বারা পদে পদে পদ্মগুণ ধন জমা করতে হবে অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

বরদান --: পরমাত্ম শ্রীমতের আধারে প্রতিটি পদক্ষেপকারী অবিনাশী বর্সার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী ভব।

ব্যাখ্যা :

সঙ্গমযুগে তোমাদের মতন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের যে পরমাত্ম শ্রীমত প্রাপ্ত হচ্ছে - এই শ্রীমত-ই হল শ্রেষ্ঠ পালনা। শ্রীমত ছাড়া অর্থাৎ পরমাত্ম পালনা ছাড়া একটি পদক্ষেপও নেওয়া অসম্ভব । এমন শ্রেষ্ঠ পালনা সত্যযুগেও প্রাপ্ত হবেনা । এখন প্রত্যক্ষ অনুভবের আধারে বলা যে আমাদের পালনহারী হলেন স্বয়ং ভগবান । এই নেশা সর্বদা ইমার্জ থাকলে নিজেকে বেহদের খাজানায় ভরপুর অবিনাশী বর্সার অধিকারী অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী অনুভব করবে।

স্লোগান --: সুপুত্র সন্তান সে-ই হয় যে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং যোগী হয়ে স্নেহের রিটার্ন দেয়।

তপস্বী মূর্ত হও :-

তপস্যা অর্থাৎ স্মরণের লগনে মগ্ন হয়ে , বিশেষ মন-বুদ্ধির একাগ্রতার আধারে অব্যক্ত বতনের যাত্রা করো । চলতে ফিরতে ভোজন গ্রহণ করতে করতে একের স্মরণে থাকা , একের সঙ্গে ভোজন গ্রহণ করাও হল তপস্যা ।

" মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে সম্পূর্ণ বর্ষা নেবার জন্য বিকারের দান অবশ্যই করতে হবে , তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে , মাঙ্গা , বাবা যখন বলো তখন তার যোগ্য তো হতেই হবে ।"

প্রশ্ন :- আস্তিক বাচ্চারা কোন্ কথার কারণে নাস্তিক হয়ে যায় ?

উত্তর :- দেহ - অভিমানের কারণে, যারা বলে যে আমরা সব কিছু জানি । পুরানো চাল - চলন যারা ত্যাগ করে না । জ্ঞানের গুলি লাগার পরও যারা মায়ার গুলি খেতে থাকে । "আমি আত্মা , আমাকে দেহী - অভিমানী হতে হবে" , এই কথা ভোলার কারণে আস্তিক হওয়া বাচ্চারাও নাস্তিক হয়ে যায় । তারা ঈশ্বরের কোল ছেড়ে মৃত্যুর দিকে চলে যায় ।

গীত :- আজ নয় তো কাল এই মেঘ কেটেই যাবে

ওম্ শান্তি । ওটাও দুনিয়ার ঘড়ি আর এ হলো অসীমের (বেহদের) ঘড়ি । ওখানেও কোয়ার্টার , হাফ আর ফুল দেখানো হয়েছে , এখানেও এমনই দেখানো হয়েছে । ঘড়িতে চারটি ভাগ আছে । প্রতি ভাগে ১৫ মিনিট করে দেওয়া আছে । এমনই এখানেও তোমরা এক থেকে শুরু করবে । এতে অর্ধেক কল্প হলো দিন আর অর্ধেক কল্প হলো রাত । তোমরা যখন ম্যাপে দেখো - তখন নর্থ পোলে ৬ মাস রাত দেখানো হয় তখন অবশ্যই সাউথ পোলে ৬ মাস দিন হবে । এখানেও অর্ধেক কল্প ব্রহ্মার দিন আর অর্ধেক কল্প ব্রহ্মার রাত । দুনিয়ার মানুষ এই কথা জানে না যে এ হলো নাটকের একটা চর , যাকে কল্প বৃক্ষও বলা হয় , এর আয়ুই বা কতখানি । এর নামই হলো কল্প বৃক্ষ , এতো দীর্ঘায়ু বড় গাছ তো কোথাও থাকে না তাই এর তুলনা একমাত্র বট গাছের সঙ্গে করা হয় । এই গাছের গোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় , কিন্তু ঝাড় দাঁড়িয়ে থাকে , তাই এই গায়ন আছে যে , এক পা ভেঙ্গে গেলেও বাকি তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে । দুনিয়াতে এই কথা কেউই জানে না যে অর্ধেক কল্প দিন আর অর্ধেক কল্প রাত অথবা অর্ধেক কল্প জ্ঞান আর অর্ধেক কল্প ভক্তি । দুনিয়ার মানুষ কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক বলতে পারে না কারণ তারা সত্যযুগকে অনেক সময় দিয়ে দিয়েছে । এর কোনো হিসাবই থাকে না । মানুষ আস্তিক আর নাস্তিক এই অক্ষরের মানেও বোঝে না । সৃষ্টির অর্ধেক কল্প আস্তিক থাকে আর অর্ধেক কল্প নাস্তিক থাকে । এই আস্তিকতার বর্ষা বাবার থেকেই পাওয়া যায় । কেউই জানে না যে শিবরাত্রি কখন হয় । সময় তো একটা থাকবেই কারণ বাবা এসেই রাতকে দিন বানান । বাবাকে এসেই ভক্তির ফল দান করে ভক্তি ছাড়াতে হয় । পরমপিতা পরমাত্মাকে তো অবশ্যই আসতে হয় । মানুষ ডাকতে থাকে হে পতিত - পাবন এসো । পতিত - পাবন কে এই কথা অনেকে জানে না তাই তাদের নাস্তিক বলা হয় । যারা জানে , তাদের মধ্যেও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে বাবাকে জানতে পারে । এখানে যারা থাকে তারাও সঠিক ভাবে না জানার কারণে " আশ্চর্যবত্ শুনন্তি , কথন্তি আর ভাগন্তি " হয়ে যায় । বাবার সর্বপ্রথম নির্দেশই হলো - "পবিত্রতার । " এমন অনেক সেন্টার আছে যেখানে বিকারী মানুষরা অমৃত পান করতে যায় , কিন্তু ধারণা কিছুই করতে পারে না । বিকারও ছাড়তে পারে না । যে অমৃত ছেড়ে বিষ পান করে তাকে ভস্মাসুর বলা হয় । কাম চিতায় বসে তারা ভস্ম হয়ে যায় , দেবতা হতে পারে না । সবার প্রথমে বিকারকে দান

করে দিতে হবে । বিকারের দান করলেই বাবা , মাম্মা বলে ডাকার উপযুক্ত হবে । ক্রোধও কিন্তু কম নয় । ক্রোধে এসে প্রথমে মানুষ গালি দেয় , তারপর মারতেও শুরু করে । আবার একজন আর একজনের খুনও করে দেয় । কাগজে এমন খবর অনেকই ছাপা হয় । বাবার থেকে বর্সা নিতে গেলে যেই বিকারের দ্বারা তোমাদের দুর্গতি হয়েছে তাকে অবশ্যই আগে দান করতে হবে । বাবা বলেন যে , তোমাদের অশরীরী হয়েই যেতে হবে তাই এই দেহ - ভান ত্যাগ করো । কত সময় ধরে তোমরা দেহ - অভিমানী রয়েছো । সত্যযুগে তোমরাই আত্ম - অভিমানী ছিলে । তোমরা জানো যে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । সেখানে কোনো মায়া থাকে না তাই দুঃখের কোনো কথাই থাকে না । আর এখানে কোনো বড় মানুষের অসুখ হলে সেটাও কাগজে ছাপা হয়ে যায় । কতো মানুষ তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে । তোমরা দেখো , এইসময় পোপের কতো সম্মান । কিন্তু এখন প্রায় সকলেই নাস্তিক । গড ফাদারকে না জানলে তাকে তো নাস্তিকই বলা হবে । কোনো বাবার যদি ৫ - ৭টি সন্তান হয় তাহলে বাচ্চারা কি বলবে আমাদের বাবা সর্বব্যাপী । এই ভগবান বাবাও বলেন আমিই হলাম রচয়িতা আর এ হলো আমার রচনা । তাই এই রচনায় রচয়িতা কেমন করে ব্যপক হবেন । এ কত সহজ কথা । তবুও মানুষ বুঝতে পারে না তাই বাবা বোঝান যে প্রথমে নাস্তিক থেকে আস্তিক বানাও যাতে তারা বলতে পারে যে পরমপিতা পরমাত্মাই আমাদের বাবা , তার থেকেই আমাদের বর্সা বা সম্পত্তি নিতে হবে । কন্যাদানেও যে পয়সা দেওয়া হয় তাকেও বর্সা (পণ) বলা হয় । সুখের বর্সা কে দেন আর দুঃখের বর্সা কে দেয় এও মানুষ জানে না । ভারতবাসীরা স্বর্গকেই ভুলে গেছে । তারা নাম নিয়েও বলে যে , অমুকে অমুকে স্বর্গে গেছে কিন্তু তবুও তারা বুঝতেই পারে না । বাবা বলেন এরা সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন । তারা এই গানও করে যে হে পতিত - পাবন এসো, কিন্তু নিজেদের পতিত বলে মনে করে না । বাবা বলেন প্রথমে অশ্ব (ভগবান) এর উপর বোঝাও । পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ । যখন তারা বলবে আমরা জানি না , তখন বলো , বাবাকে তোমরা জানো না ! তোমাদের লৌকিক বাবা তো এই শরীরের রচয়িতা আর পরমপিতা পরমাত্মা তো আত্মাদের বাবা । তাহলে তোমরা কি সেই বাবাকে জানো না ? এ কতো সহজ কথা । কিন্তু এই সহজ কথাও বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে না । না হলে তারাও সার্ভিস করতে লেগে যাবে । পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গেই বা কি সম্বন্ধ ? শিববাবা হলেন পরমপিতা আর এই ব্রহ্মা বাবা হলেন প্রজাপিতা । প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানে থাকবেন তাই না ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছো কি ? নিরাকার পরমাত্মা কেমন করে এই সৃষ্টির রচনা করেছিলেন ? প্রজাপিতা হলেন সাকার , তাঁর সন্তান বি . কে-রা তো অবশ্যই থাকবে । বাচ্চারাই বাবার এই বর্সার যোগ্য হবে । কিন্তু খুব ভালো ভালো বাচ্চারা যুক্তি দিয়েও বুঝতে পারে না । নতুন নতুন কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন তবুও বাচ্চারা নিজেদের পুরোনো চাল চলনেই চলতে থাকে । নতুন ধারণা ধারণই করে না । তাদের দেহ - অভিমান থেকেই যায় । তারা বলে আমরা সবকিছুই জানি কিন্তু প্রথম কথা (দেহ - অভিমান) না জানার কারণেই বাবার সাথে বিচ্ছেদ আসে । তখন তারা আস্তিক থেকে নাস্তিক হয়ে যায় । ভগবানের কোলে এসে আবার মৃত্যুর দিকে চলে যায় । বাবা , মাম্মা বলেও দেখো তারা কিভাবে মৃত্যুর দিকে যায় । মায়া বা দেহ - অভিমানের গুলি খেলেই তারা মৃত্যু বরণ করে । এ হলো জ্ঞানের গুলি আর ওটা হলো মায়ার গুলি । মায়া এমন গুলি লাগায় যে এখানে আসাও তারা ছেড়ে দেয় । তোমাদের পাণ্ডবদের যুদ্ধ এই মায়ার সঙ্গেই । বাবা বলেন যে আমাকে জ্ঞান সাগর বলা হয় । জ্ঞান সাগর থেকে কি জ্ঞানের গঙ্গা বেরোবে নাকি শুধুই জল ? ভক্তিতে গঙ্গার চিত্রও দেবী হিসাবে দেখানো হয় । তবুও বুদ্ধিতে আসে না ইনি কে ? দেবী - দেবতারা কাউকেই অমৃত পান করাতে

পারে না । সবসময় যজ্ঞ কিন্তু ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচনা করা হয় । যজ্ঞতে তাহলে এই লড়াইয়ের কথা কোথা থেকে আসবে ? সচেতন বাচ্চারাই এই কথা বুঝতে পারে । যারা বুদ্ধ হয় তারাই ভুলে যায় । স্কুলেও নম্বর অনুসারে ভাগ্যের অধিকারী হয় । স্কুলে ১২ মাস বসে থাকলেও যদি পড়ায় মনোযোগ না দেওয়া হয় তাহলে সেই পড়া তৈরী হয় না । বাবা তো আত্মাদেরই পড়ান । লৌকিক শিক্ষক তো মানুষকে পড়িয়ে থাকেন । বাবা বলেন যে , হে আত্মা , তুমি কি শুনছো ? আর কেউই আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারে না । বাবা বলেন, ভাগ্যবান তারারা বুঝতে পারছে ? আমি তোমাদের পড়াই । আত্মাই সবকিছু করে এবং করায় । " করণকরাবনহার " আত্মাও এবং পরমাত্মাও । যেমন কোনো আত্মা অন্য আত্মাকে দিয়ে কিছু করায় তেমনই পরমাত্মা বাবাও আত্মাদের দিয়ে করান । বাবা বলেন আমি তোমাদের আত্মাদের দিয়ে ভালো কাজ করিয়ে থাকি । সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । প্রথমে এই প্রশ্ন করো যে উঁনি হলেন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা , আর ইনি হলেন তোমাদের লৌকিক পিতা । আত্মা এবং শরীর তো আলাদা । শরীরের পিতা হলেন লৌকিক পিতা , আর আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । উঁনি হলেন বড় বাবা । সমস্ত ভক্তরা ওনাকেই স্মরণ করে । তিনিই হলেন সবার পতিত - পাবন । আজকাল আবার অনেক গুরু আছেন যারা নিজেদের নাম জগত্গুরু রেখে দেন । জগত্আত্মাও অনেক আছেন । এরা সবই হলো মিথ্যা । এই মিথ্যার মধ্যে থেকে সত্যি খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল । এরা সব বড় বড় নাম রেখে বসে আছে । কিন্তু সত্যি তো লুকানো যায় না । বলা হয় - যেখানে সত্য সেখানে আত্মা নাচ করতে থাকে । তাই নাচ করতেই থাকো । নাচ তো খুবই বিখ্যাত । তোমরা আস্তিক হয়ে গেলে সব ধারণা করতে পারবে তখন তোমরা স্বর্গে নাচ করতে পারবে । দেবতারাই নাচ করবে । এই পতিত দুনিয়া হলো নরক । তাই এই নরককে স্বর্গ বা পবিত্র দুনিয়া , এ তো গুরু বা সাধু লোকেরা বানাতে পারবে না । একে বলা হয় কুষ্ঠী পাক নরক । স্বর্গকে শিবালয় বলা হয় । প্রথমে তো এই কথা লিখিয়ে নাও যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের বাবা , তিনিই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রাহ্মণদের রচনা করেন । তাহলে আমরা হলাম শিব বাবার পৌত্র অর্থাৎ নাতি । বাৰ্শাও তিনিই দেন । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ব্রহ্মার দ্বারা দিয়ে থাকেন । প্রথমে তিনি ব্রহ্মাকে তাঁর পরিচয় দেন বা তাঁর সাথে মিলিত হন , তারপরে তাঁর মুখ বংশাবলীর সাথে মিলিত হন । স্কুলেও যারা পিছনের দিকে থাকে তারাও পড়াশোনা খুব ভালোভাবে করলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে । এখানেও খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে । যারা অন্যকে নিজেদের সমান বানাতে পারে না , নিশ্চই তাদের মধ্যে কিছু কমতি আছে তাই তাদের ধারণাও হয় না । কাম বিকার যদি সামান্যতমও থাকে তাহলেও ধারণা করা মুশকিল হবে । তোমরা লেখো যে এই কামের তুফান খুব বিরক্ত করে । একেবারে বেতাল বানিয়ে দেয় । বাবা বলেন , বাচ্চারা কাম হলো মহাশত্রু , একে যোগবলের দ্বারা জয় করো । আগের কল্পেও তোমরাই এই কামকে জিতেছিলে । তোমরা বাবার কোলে বসে আছো । এরপরে তোমরা রাজকীয় ঘরানায় যাবে । কেবলমাত্র একজন্ম পবিত্র থাকলেই তোমরা উচ্চ পদ পেতে পারবে । পবিত্র না থাকতে পারলে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় । মৃত্যু কিন্তু সামনেই উপস্থিত । কতই না দুর্ঘটনা হতে থাকে । রজোপ্রধান থাকা অবস্থায়ও এতো মৃত্যু হয় না । এখন তো অনেক পাম্প । আগে এতো মেশিন ইত্যাদি ছিলো না । আগে লড়াই তো কোনো স্টীমার বা এরোপ্লেন দিয়ে হতো না । এইসব তো এখন বেরিয়েছে । এগুলো তো আগে ছিলো না । প্রথমে সত্যযুগে থাকলে সঙ্গমেও তা থাকা উচিত । যেই সুখ তোমরা আবার স্বর্গেই পাবে । যারা এরোপ্লেন বানাতে তারাও ওখানে থাকবে । অনেকেই প্রজাতে আসবে । এই সংস্কার নিয়ে যাবে এবং সেখানে গিয়ে বানাতে । এখন এগুলো বিনাশের জন্য বানানো হয় পরে তা আবার সুখের কাজে আসবে । ওখানে তো সবকিছুই ঠিকঠাক হবে । মায়ার পাম্পই এই

বিনাশ হবে । বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে । ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে , এতে সম্পূর্ণ পুরোনো দুনিয়া স্বাধা হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণদের দ্বারাই এই যজ্ঞ রচনা করা হয় আর এর ফলও ব্রাহ্মণরাই পায় । ব্রাহ্মণরাই দেবতা বর্ণ হয়ে থাকে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ বানিয়ে থাকেন । এই ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হয় । কতো সোজা কথা , কিন্তু বাচ্চাদের দেখে আশ্চর্য লাগে যে এতো সহজ কথাও কোনো কোনো বাচ্চা ধারণ করতে পারে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সর্বদা সত্যতা বজায় রাখতে হবে । বিকারকে একবার দান করে আবার ভস্মাসুর হওয়া যাবে না । পবিত্রতার নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে ।

২) বিকারের সূক্ষ্ম নেশাকেও যোগবলের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পড়া খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং অন্যকে পড়তে হবে ।

বরদান :- সদ্ধুর দ্বারা প্রাপ্ত করা মহামন্ত্রের চাবি দিয়েই সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন হও ।

সদ্ধুর দ্বারা নবজন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহামন্ত্র মিলেছে - " পবিত্র হও - যোগী হও "। এই মহামন্ত্রই হলো সর্ব প্রাপ্তির চাবি । যদি পবিত্রতা না থাকে , যোগী জীবন না থাকে তাহলে অধিকারী হওয়া স্বত্তেও অধিকারের অনুভূতি করতে পারবে না , তাই এই মহামন্ত্রই হলো সর্ব সম্পত্তি অনুভবের চাবিকাঠি । সদ্ধুর দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের ফলে যে মহামন্ত্রের চাবি পেয়েছো তাকে স্মৃতিতে রেখে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হও ।

স্লোগান :- এই সংগঠনেই তোমরা নিরাপদ , তাই এই সংগঠনের মহত্বকে জেনে মহান হও ।



তপস্বী মূর্ত হও



যেমন ব্রহ্মা বাবার সংস্কারে , প্রতি সংকল্পে এই থাকতো যে বেহদের কল্যাণ কেমন করে হবে ! এমনই বেহদের কল্যাণ ভাবনা রেখে তপস্বী মূর্ত হও । প্রতি সেকেন্ড তোমাদের তপস্যা স্বরূপ , তপস্বী মূর্ত স্বরূপ হোক । নিজের চেহারা এবং চরিত্রে ত্যাগ , তপস্যা আর সেবা সাকার রূপে প্রত্যক্ষ করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই কাঁটার জঙ্গলকে দৈবী ফুলের বাগিচায় পরিণত করতে হবে , নতুন দুনিয়ার নির্মাণ করতে হবে"

প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে কোন সেবা করো যা অন্য কেউ করেনা ?

উত্তরঃ - তোমরা বাবার সাথে সাথে সারা বিশ্বে সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করার সেবা করো যা কেউ করতে পারেনা । তোমরা এখন নতুন দুনিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর লাগাচ্ছ সুতরাং, পুরনো এই দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে । দৈবী ফুলের বাগিচা বানানোর , কাঁটার জঙ্গল শেষ করার কাজ বাবারই ।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । যখন কোনও সাধু সন্ত বা বিদ্বান ব্যক্তি ভাষণ করেন তখন প্রথমে কাউকে না কাউকে নমস্কার জানান । কেউ শিবায় নমঃ বলে , কেউ কৃষ্ণ নমঃ বলে , কেউ গণেশ নমঃও বলো যতই হোক , নমস্কার তো উচ্চ থেকেও উচ্চতর এক বাবাকেই করা উচিত । তোমরা বাচ্চারা জানো উঁচু থেকে আরও উঁচুতে এক ভগবান , তাঁর নাম শিব । গাওয়াও হয় শিবায় নমঃ । শিবকে সবসময় বাবা বলে ডাকা হয় । শিববাবা সর্বপ্রথম রচনা করেন । রচয়িতা এক , বাস্তবে রচনাও এক । বাবাকে রচয়িতা আর দুনিয়াকে রচনা বলা হয় । যে দুনিয়া বাবা রচনা করেন তা নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া ; সুতরাং , তিনি অবশ্যই পুরনো দুনিয়ায় আসেন , এইজন্য বাবাকে পতিত-পাবন বলা হয় । সাধারণতঃ দুনিয়ার মানুষ মাগ্রেই , বিশেষতঃ ভারতবাসী একমাত্র বাবাকে স্মরণ করে এই বলে- হে পতিত -পাবন ! এসো, যখন সবাই দুঃখী আর পতিত হয় তখনই বাবাকে ডাকে কিন্তু তারা জানেনা কখন তারা দুঃখী হয়েছে আর কবে থেকে বাবাকে স্মরণ করছে । বাবা এখানে বসে আছেন এবং বোঝাচ্ছেন । আগেও বুঝিয়েছিলেন - "ওহে বাচ্চারা ! তোমরা তোমাদের সুখ -দুঃখের জন্ম জানোনা । আমি , জ্ঞানের সাগর , জ্ঞানসম্পন্ন এক আমি , এখানে বসে তোমাদের বোঝাই" । শিববাবা বলেন , আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ , আমাকে পতিত -পাবন বলেও ডাকা হয় । সুতরাং , নিশ্চয়ই একটা পতিত দুনিয়া আর একটা পবিত্র দুনিয়া আছে । পবিত্র দুনিয়াকে স্বর্গ অথবা বাগিচা বলা হয় এবং দুনিয়া যখন পতিত হয় তাকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । আর তখনই শুরু হয়ে যায় মায়ার রাজত্ব এবং অগুনতি মানুষের ভীড় । যারা এখানে আসে তাদের যে কোনও কাউকে বোঝাও যে , আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে ভারত ভগবানের বাগিচা ছিলো । মানুষ সুখী ছিলো । নতুন দুনিয়ায় শুধু ভারত ছিলো অন্য কোনও খণ্ডের নামগন্ধও ছিলো না । নতুন ভারতে নতুন দিল্লিও ছিলো , যাকে পরীস্তান বলা হতো । আর তখন ভারত ছিলো হীরকসম , যাকে সুখধাম নামে জানা যেত । এখন ভারত পুরনো হয়েছে এবং তাকেই দুঃখধাম বলা হয় । বাবা বোঝাচ্ছেন , এখন দিল্লিতে নব নির্মাণ প্রদর্শনী করছে মানুষকে বোঝানোর জন্য যে , এই বিশ্ব কি করে নতুন বিশ্বে পরিণত হবে । ছবি সামনে রেখে কেউই বোঝাতে পারবেনা আর কেউ বিশ্ব নব নির্মাণ প্রদর্শনও করতে পারবে না । এটাই প্রথমবার যেখানে বসে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা এইসব বুঝিয়ে দেন । ভারত যখন নতুন ছিলো তখন সবাই সুখী ছিলো । লক্ষ্মী নারায়ণ রাজত্ব করতেন । বিষ্ণুপুরী নতুন দুনিয়া ছিলো । পরমপিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়া নির্মাণ করেন , সেইজন্য তিনি একাই এর ভিত্তি স্থাপন করেন ।

ভারতের মানুষ , যারা তাদের নিজেদের পতিত ব্রষ্টাচারী বলে তারা নতুন বিশ্বের নির্মাণ করতে পারেনা । তোমরা জানো সেইসব মানুষ কোন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে । বাবা বলেন , আমি স্বর্গের , নতুন দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করি । পুরনো দুনিয়ার বিনাশ তো তাই হতেই হবে । এই দুনিয়া কাঁটার । মানুষ যেন সব কাঁটা । একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে । ভারত আল্লাহর বাগিচা ছিলো । ভগবান স্থাপন করেছিলেন । তারা বলেও শিবায় নমঃ । কিভাবে শিববাবা স্থাপন করেছেন ? তিনি সত্যি করেই ব্রহ্মা দ্বারা আল্লাহর বাগিচা , দৈবী ফুলের বাগিচা স্থাপন করেছেন । তিনি কাঁটার জঙ্গল পরিবর্তন করে দৈবী রাজ্য স্থাপন করবেন । তিনি তোমাদের বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন । এখানেও বাচ্চারা বাবাকে আমন্ত্রণ জানায় - বাবা এসো এবং দেখ আমরা ছবি ব্যবহার করে বোঝাচ্ছি কিভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে । তুমি এসো , এইসব কিছু দেখ এবং আমাদের শ্রীমত্ দাও । তারা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে । এটা খুব সহজ এই ছবির দ্বারা কাউকে বোঝানো । উপরে পরমপিতা পরমাত্মার ছবি । তারা বলে নমঃ শিবায় , তিনিই সর্বোচ্চ । তিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন । নতুন ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । সুতরাং , উচ্চ থেকেও উচ্চ , পরমপিতা পরমাত্মা , তিনি আবার সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানীর স্থাপনা করেন - ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের মাধ্যমে । তাঁরা সত্যযুগের আদিতে ছিলো , সুতরাং , তিনি অবশ্যই কলিযুগের অন্তেই স্থাপনা করেছিলেন এবং এখন আবার একবার করছেন সঙ্গমযুগে । বাস্তবে সকল আত্মা শিবের সন্তান এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান । সকল আত্মায় সমগ্র পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । প্রথম পার্টধারী তাঁরা , যাঁরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় । পুনর্জন্ম নেওয়ার পদ্ধতি শুরুর থেকে চলে আসছে । তোমরা প্রথমে সতঃপ্রধান তারপরে সতঃ, রজঃ এবং তমঃ অবস্থার মধ্যে দিয়ে তোমাদের পার্ট সম্পূর্ণ করো । যখন তোমরা সতঃপ্রধান ছিলে তখন সূর্যবংশী লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিলো এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে । তারপরে তোমরা ১৪ কলায় এসেছ । এই দুই যুগকে বলা হয়ে থাকে ফুলের বাগিচা । সেটা ছিল সুখধাম । এর ব্যাখ্যা ছবির সাহায্যে বোঝানো খুব সহজ । একদম উপরে শিববাবা , যাঁর মাধ্যমে বিশ্ব নব - নির্মাণ হচ্ছে । শিববাবা ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকরকে রচনা করেছেন । বাচ্চাদের এইসব বোঝাতে হবে কিভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হয় । এখন কতসব ধর্ম , শুধু দেবী -দেবতা ধর্মই নেই , তা' প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । যাঁরা দেবী -দেবতা ধর্মের ছিলেন তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলতেন কেননা সত্যযুগে সকলেই পবিত্র ছিলেন , এখন তাঁরাই পতিত হয়েছেন । বাবার নামই পতিত-পাবন । তোমাদের কে অপবিত্র বানায় ? একমাত্র বাবা এই সবকিছু বুঝিয়ে দেন , তোমাদের বাচ্চাদের এবং পরে তোমাদের অন্যান্য ভাই বোনেরা বুঝিয়ে দেন । রাবণ যাকে প্রতি বছর জ্বালানো হয় সেই রাবণ তোমাদের পতিত বানায় , রাবণের কোনও আকার নেই; গুপ্ত । রাবণের যে মূর্তি দেখানো হয় তা' স্ত্রীর পাঁচ বিকারের , আর পাঁচ বিকার পুরুষের । ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু রাবণ , যে ভারতকে মূল্যহীন কড়িতুল্য বানায় । আমার নির্দেশানুসারে এখন রাবণকে জয় করতে হবে । এই সময় সবাই পতিত হয়ে গেছে । এই কারণে পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত্ চাই । শ্রীমত্ ভগবানের । ভগবান উবাচঃ , ওহে বাচ্চারা , আত্মারা , তোমরা সবসময় দেহ অভিমানী হয়ে থেকেছ । এখন দেহী -অভিমানী হও । তোমরা আত্মারা অমর । তোমরাই শরীর ছাড়া আর শরীর নাও । বাবা বলেন , হে ব্রহ্মা তুমি নিজেকে জানোনা । তোমার জন্যই গাওয়া হয়েছে - অর্ধকল্প ব্রহ্মার দিন , অর্ধকল্প ব্রহ্মার রাত । তোমরা বাচ্চারা এইসব বুঝেছ তাই তো প্রদর্শনী প্রস্তুত করছ । এখন এই ছবির দ্বারা বোঝাও - ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা এখন পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে তাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছে । এটা বলা হয় - যখন জ্ঞান সূর্য প্রকাশ হয় তখন অন্ধকার দূরীভূত হয় । সেই সূর্যের কথা নয় । আমি , জ্ঞান সূর্য, এই সময় জ্ঞান

বর্ষা করছি , যার থেকে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছ । বর্ষার জল কাউকে পবিত্র বানাতে না । আমাকে পতিত -পাবন বলে । একমাত্র আমার কাছে জ্ঞান আছে কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র আর পবিত্র থেকে পতিত হয় । নতুন দুনিয়াকে পবিত্র এবং পুরনো দুনিয়াকে পতিত বলা হয়ে থাকে । রাবণ পতিত বানায় । রাবণকে শয়তান আর রামকে ভগবান বলা হয় । ইনি সেই রাম নন যিনি সীতার সাথে থাকেন । তোমাদের বাচ্চাদেরও এই স্থাপনা আর বিনাশের রহস্য বোঝাতে হবে । এইজন্যই বিশ্ব নব নির্মাণ প্রদর্শনী । কোনও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়নি যে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মাধ্যমে সুখধাম স্থাপন করেন । রাবণ তাকে দুঃখধাম বানায় । বাবা আসেন এবং এই দুঃখধামকে সুখধামে পরিণত করেন । অর্ধকল্প সুখ আর অর্ধকল্প দুঃখ । সত্যযুগ , ত্রেতা দিন এবং দ্বাপর , কলিযুগ রাত । মানুষ রাতে অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠোঁকর খেতে থাকে । ভগবানকে খুঁজতে গিয়েই তারা ধাক্কা খায় কেননা তাঁকে পাওয়ার রাস্তা তাদের অজানা । এই সবই ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে । অর্ধকল্প জ্ঞান , অর্ধকল্প ভক্তি । জ্ঞানের সাগর , জ্ঞান সূর্য পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়ে থাকে । ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয় । এতে প্রমাণ হয় ভারতই শিবের জন্মভূমি । আমাকে অপবিত্র দুনিয়ায় আসতেই হয় । আর একমাত্র তখনই আমি অপবিত্রকে পবিত্র করি । লক্ষ্মী নারায়ণ , যাঁরা পূজা পাওয়ার সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরাই পূজারী হয়েছেন । যাঁরা পূজ্য ছিলেন , তাঁরাই পরে পূজারী হয়েছেন । সেই লক্ষ্মী নারায়ণের আত্মা যাদের ৮৪ জন্মের ভোগ ভুগতে হবে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম -রূপে ভোগ ভুগতে হবে । সুতরাং , এই ব্রহ্মা যিনি স্থাপনা করেন তিনিই আবার পালনা দেন । এখন সেই আত্মা পতিত হয়েছে সেইজন্য আবার ওনার শরীরে এসে ওনার নাম রাখি ব্রহ্মা । সর্বপ্রথম এই কথা বোঝাতে হবে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কি সম্বন্ধ ? তারা অবশ্যই বলবে তিনি বাবা । তিনি সব আত্মার পিতা । তোমরা সকলেই শিব পিতার সন্তান । এই সময় তোমরা সবাই ভক্ত । তোমরা সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করো । ভক্তরা বলে , হে ভগবান আমাদের ভক্তির ফল দাও ! আমরা দুঃখী ; জীবনমুক্তি দাও । সাধুরাও সাধনা করে মুক্তি এবং জীবন মুক্তি লাভ করতে । এই সময়ে সবাই ডাকে , তুমি এসো এবং পতিতদের পবিত্র করো । বাবা নির্দেশ দেন , কিভাবে তোমরা বোঝাবে । আমরা আত্মারা শান্তিধামের অধিবাসী । এখন এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিয়ে অবশ্যই নিজেদের পার্ট প্লে করতে হবে এবং আমাদের বিভিন্ন জাতি -বর্ণের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি নাটকের পার্ট প্লে করতে হবে । এই ড্রামা অবিনাশী , পূর্বনির্ধারিত এবং তা' চক্রাকারে ঘুরতে থাকে । সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘোরে তাও তোমাদের জানতে হবে । পতিত -পাবন এক , রচয়িতা এক , দুনিয়াও এক । তোমরা জিজ্ঞেস করো , কিভাবে আমরা পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়েছি ? কারণ তোমরা রাবণের আসুরিক মতে চলতে চলতে তোমাদের মধ্যে ৫ বিকার এসে যায় । ৫ বিকারকেই রাবণের মত বলা হয়ে থাকে , এইজন্য রাবণকে পোড়ানো হয় কিন্তু রাবণ পোড়েনা । এখন বাবা বলছেন , বাচ্চারা ! তোমাদের রাবণকে জয় করতে হবে , যারা জিতবে তারা রামরাজ্যের মালিক হবে । এটাই অন্তিম জন্ম অর্থাৎ সৃষ্টির অন্ত , চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । সৃষ্টির আদিও বাবা করেন এবং শেষের বিনাশও বাবা করেন । বাবা বলেন , আমি নতুন দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করি আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশও করাই । গাওয়া হয়েছে - ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা , কিন্তু ব্রহ্মা একা নন । ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের দ্বারাও ভারতকে দৈবী ফুলের বাগানে পরিণত করি । এখন তা' কাঁটার জঙ্গল । যাতে আগুন লাগবে । তোমাদের জাগরণ হয়েছে কিন্তু বাকি মানুষ ! তারা এখনও শুয়ে আছে । এখানে দুঃখ আর অশান্তি । বাচ্চাদের সর্বদা নিজের শান্তিধাম , সুইট হোমের স্মরণ করতে হয় । তারপরে তোমরা মিষ্টি রাজস্বের উত্তরাধিকার লাভ করো । এই রাবণ রাজ্যকে ক্রমশঃ ভুলতে থাকো । ভারত , পরীক্ষান ছিলো এখন কবরস্থানে পরিণত হয়েছে কিন্তু আবারও ভারত

পরিস্থানে পরিবর্তিত হবে। এই হল চক্র। নতুন বিশ্ব যখন তৈরী হয়ে যাবে তখন পুরনো দুনিয়ায় আগুন লাগতেই হবে। এখন তোমরা নিজেদের নতুন দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করো। তারপরে সেখানে গিয়ে হীরে জহরতের মহল বানাবে। এখন তো সেখানে শুধুই ঝুপড়ি। প্রতি কল্পে পতিত দুনিয়া আবার পবিত্র হয় আর পবিত্র দুনিয়া পতিত হয়। ধীরে ধীরে তোমরা পতিত হও। নতুন মহল তাতাতাডি তৈরী হয়, পুরনো হতে সময় লাগে। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা নতুন বিশ্বের মলিক হয়ে যাবে। এখন তোমরা ১৬ কলায় পূর্ণ এবং তারপরে ১৪ কলা আর তারও পরে ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকবে। এখন কলিযুগে ৯ কলা। ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়েছে। ভারতকে ঘিরেই রচিত হয়েছে সৃষ্টির এই খেলা। রাবণের কাছে যারা হেরে যাবে তারা সবকিছু থেকে হেরে যাবে। তোমরা এখন শ্রীমত্ অনুসরণে জয়লাভ করবে। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ - স্নেহ আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) শ্রীমত্ অনুসরণ করে ভারতকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে। রাবণের মত ছেড়ে এক বাবার শ্রীমতে চলতে হবে।

২) এই দুঃখধাম ভুলে নিজের সুইট হোম, শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত করে নিতে হবে।

বরদান:- যথার্থ স্মরণ আর সেবার ডবল লকের দ্বারা নির্বিঘ্ন থেকে অনুভবী ভব

মায়া আসার যত দরজা আছে তাতে স্মরণ আর সেবার ডবল লক লাগাও। যদি স্মরণে স্থিত হতে এবং সেবা করার সময় মায়া আসে তবে নিশ্চয়ই স্মরণে বা সেবায় গাফিলতি আছে। যথার্থ সেবা সেটাই যাতে কোনও স্বার্থ থাকেনা। যদি নিঃস্বার্থ সেবা না হয় তবে বুঝতে হবে লক টিলে আছে আর স্মরণেও তো শক্তিশালী হওয়া চাই। এইরকম ডবল লক হলে তবে বাধামুক্ত হয়ে নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে এবং কেন, কি প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে অনুভবী অবস্থায় স্থিত হতে পারবে।

শ্লোগান:- স্নেহ আর শক্তির সমতাই সফলতার অনুভূতি করায়।

তপস্বী মূর্ত হও

প্রত্যেকে এই সংকল্প নাও যে শান্তির, শক্তির কিরণ ছড়িয়ে দিতে হবে, তপস্বী মূর্ত হয়ে থাকতে হবে। এখন একে অপরকে বাণী দ্বারা সাবধান করার পরিবর্তে মনসা শুভ ভাবনা দ্বারা পরস্পরের সহযোগী হয়ে এগিয়ে চলো এবং এগিয়ে নিয়ে চলো।

" মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর হল রাবণের সম্পত্তি , এই শরীররূপী রাবণকে দান করে অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে , তাই এই শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করো । "

প্রশ্ন :- সমগ্র সৃষ্টিকে শান্তি আর সুখের দান দেবার বিধি কি ?

উত্তর :- সকাল সকাল উঠে অশরীরী হয়ে বাবার স্মরণে বসতে হবে , এই হলো বিশ্বকে শান্তির দান দেবার বিধি, আর স্বদর্শন চক্রে ঘোরানো - এ হল সুখের দান দেবার বিধি । জ্ঞান আর যোগের দ্বারাই তোমরা চিরকালের সুস্থ আর সম্পত্তিবান হতে পারো । এই সৃষ্টিও তখন নতুন হয়ে যায় ।

গীত :- আমাকে তোমার স্মরণে নিয়ে নাও রাম

ওম্ শান্তি । ভক্তেরা ভক্তিমাগে এই গান গায় যে হে রাম তোমার স্মরণে নিয়ে যাও । ইংরাজীতে বলা হয় আমাকে অ্যাসাইলাম (asylum, আশ্রয়স্থান) দাও । হিন্দী শব্দ হল স্মরণাগতি । ভক্তরা গাইতে থাকে কেননা এ হলো রাবণরাজ্য । রাবণকে জ্বালানো হয় তাই এই কথা সিদ্ধ হয় যে এ হলো রাবণ রাজ্য । এর অর্থও কেউ বোঝে না । রাবণের বিনাশ করার জন্য মানুষ দশহরা উৎসব করে । এও এক নমুনা । এখনই সঙ্গম যুগ তাই এই সময়ই সবাই রামের স্মরণে যায় আর রাবণের বিনাশ করে । অতীতে যা যা ঘটে গেছে তারই নাটক বানানো হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এখন রাবণের জেল থেকে বেরিয়ে রামের আশ্রয়ে এসেছি । রাম রাজ্যে কখনো রাবণ রাজ্য থাকে না আবার রাবণ রাজ্যে রামের রাজ্য থাকতে পারে না । এই গায়নও আছে যে অর্ধেক কল্প রামরাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগকে রাম রাজ্য বলা হয় । সঙ্গম যুগে যারা রামের স্মরণ নিয়েছে , তারাই রাম রাজ্যে গিয়েছে । তোমরা জানো যে তোমরা এখন রামের স্মরণে আছো । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এক দ্বীপের মতো , যার চারিদিকে জল । মধ্যখানে দ্বীপ । বড় বড় দ্বীপের মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপও আছে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে সম্পূর্ণ দুনিয়ায় এখন রাবণ রাজ্য । এই রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয় ? বোঝানো হয় যে এটা অর্ধেক - অর্ধেক সময় । রাম রাজ্যে সুখ থাকে অর্থাৎ এইসময় ব্রহ্মার দিন আর রাবণ রাজ্য হলো দুঃখের সময় অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত । অর্ধেক কল্প আলো আর অর্ধেক কল্প হলো অন্ধকার । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে ভক্তির নাম - নিশানা থাকবে না । তারপর দ্বাপর আর কলিযুগের অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তিমাগ চলতে থাকে । ভক্তি দুই প্রকারের । দ্বাপরের প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি থাকে । কলিযুগে ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায় । এখন দেখো মানুষ কুমীর , মাছ সকলকেই ভক্তি করে থাকে । মানুষের বুদ্ধি সত্বপ্রধান , সত্ব , রজো , তমো হতেই হবে । এই স্টেজ দিয়ে যেতেই হবে । বাবা বোঝান যে তোমাদের এখন রাম অথবা শিববাবা দত্তক নিয়েছেন । ঈশ্বরকে বাবা বলা হয় । যখন তিনি বাবা তখন বাবাকে সর্বব্যাপী বলা - এ কোথায় শুনেছো ? মানুষ বলবে অমুক শাস্ত্রে ব্যাস ভগবান লিখেছিলেন । বাবা বোঝান যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের কোনো লাভই হয় নি । সঙ্গতি দেবার জন্য অবশ্যই কাউকে চাই । তিনি অবশ্যই দ্বিতীয় অন্য একজন হবেন । সঙ্গতি দেন কেবল গড ফাদার । এ হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । এই সঙ্গমের সময় দিনে বা রাতে গোনা যায় না । এ হলো ছোটো সঙ্গম যুগ যখন দুনিয়ার বদল হয় । আয়রন যুগ

বদলে স্বর্ণ যুগ হয়ে যায় । রাবণ রাজ্যের বদল হয়ে রামরাজ্য হয়ে যায়, যেই রাম রাজ্যের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । তাই এই ধরনের গান খুব দরকারী । এ হলো একধরনের শ্লোক যার অর্থ করা হয় । রামের স্মরণে গেলে তোমরা সুখ অর্থাৎ রামরাজ্যে আসবে । একটা গল্পও আছে তোমরা আগে সুখ চাও না দুঃখ ? বলে সুখ , কারণ সুখের সময় যমদূত নিতে আসে না । কিন্তু মানুষ অর্থ কিছুই বোঝে না । বাবা বসে খুব ভালো করে বুঝিয়ে বলেন । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের দেবী দেবতা কূল খুবই উঁচু ছিলো । প্রথমে ব্রাহ্মণকূল তৈরী হয় , তারপর তারাই দেবতা হয় , তারপর তারাই ঋত্রিয় , বৈশ্য এবং শূদ্র হয় । তোমরা জানো যে আমরাই এই বর্ণ পার করে এসেছি । এখন এসে ব্রাহ্মণ হয়েছি । এই বিরাট রূপ একদম ঠিক । বর্ণ এখানে সিদ্ধ হয়ে যায় । ৪৪ জন্ম কিন্তু এক সত্যযুগে নেওয়া হয় না । এই বর্ণ ঘুরতে থাকে । এই নাটকের চক্র সম্পূর্ণ হলো অর্থাৎ ৪৪ জন্ম সম্পূর্ণ হলো । এই চক্র তো সম্পূর্ণ করতেই হবে তাই দেখানো হয় - দৈবী বর্ণে এতটা সময় , ঋত্রিয়তে এতটা সময় । আগে এই কথা জানাই ছিল না । কখনো শাস্ত্রে এই কথা শোনা যায় নি যে এমন বর্ণে আসতে হবে আমাদের । তোমরা জানো যে ৪৪ জন্ম কারা নেয় । আত্মা আর পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা আছে এই কথা সিদ্ধ করে বলতে হবে । প্রথমে দেবী - দেবতারাই এই ভারতেই ছিলো । তখন ভারতে স্বর্ণযুগ ছিলো । সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না তাই চক্রকে তো ঘুরতেই হবে । মানুষকে পুনর্জন্ম নিতেই হবে । চক্রের উপর বোঝানো খুবই সহজ । বাবা নির্দেশ দেন , তোমরা প্রদর্শনীতে এমনভাবে বোঝাবে । এইসময় আমাদের যখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে তখন বাবা বলছেন এ হলো পুরোনো দুনিয়া । এই পুরোনো দুনিয়া বা পুরোনো শরীরের যে সকল সম্বন্ধী আছে তাদের বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করো । বুদ্ধি দিয়ে নতুন ঘরের আহ্বান করতে হয় । এ হলো বেহদের সন্ন্যাস । দেহের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো দুনিয়ার যা যা সম্বন্ধ আছে সব ভুলতে হবে । বাবা বলেন যে নিজেকে দেহী অর্থাৎ আত্মা ভাবো । তোমরা আসলে সকলেই মুক্তিধামের নিবাসী । সমস্ত ধর্মের লোকেদেরই বাবা বলেন এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । সকলেই তো মুক্তির কথা স্মরণ করে । এখন সবাই নিজের ঘরে চলো । যেখান থেকে তোমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে আবার সেই অশরীরী অবস্থায় ফিরে যেতে হবে । শরীরকে নিয়ে তো যাওয়া যাবে না । যখন অশরীরী অবস্থায় এসেছো তখন অশরীরী অবস্থায়ই যেতে হবে । শুধু কবে আসবে আর কবে যাবে এই চক্র বুঝতে হবে । বরাবর সত্যযুগে প্রথমে দেবী - দেবতা ধর্মের লোকেরা আসে তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে পর পর আসতে থাকে । যখন মূলবতন থেকে সকলেই চলে আসে তখন আবার যাওয়ার পালা শুরু হয়ে যায় । সেখানে তো আত্মারাই যাবে , এই শরীর তো রাবণের সম্পত্তি তাই রাবণকেই দিয়ে যেতে হবে । এই সমস্তকিছু এখানেই বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা সবাই অশরীরী হয়েই চলো । বাবা বলেন আমি তোমাদের নিতে এসেছি । বাবা কত সহজ করে বোঝান, তবুও তোমাদের ধারণায় আনতে হবে । তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে । তোমরা বাবার কাছে গ্যারান্টি করো যে - বাবা আমরা শুনে তারপর অন্যদের শোনাবো । যাদের এই অভ্যাস থাকবে তারাই শোনাতে পারবে । তোমরা জানো যে আমাদের এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে । যোগে বসে শান্তি আর সুখের দান এই পৃথিবীকে দিতে হবে তাই বাবা বলেন রাত্রে উঠে যোগে বসো আর সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে দান দাও । সকাল - সকাল অশরীরী হয়ে যখন তোমরা বসো , তখন কেবলমাত্র ভারতকে নয় , তার সঙ্গে সমস্ত সৃষ্টিকে যোগের দ্বারা শান্তির দান দাও । তারপর চক্রের জ্ঞান স্মরণ করতে করতে তোমরা সুখের দান দাও । সুখ আসে ধনের দ্বারা । তাই সকালে উঠে বাবার স্মরণে বসো । বাবা , ব্যস তোমার কাছে এই এসেছি । এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । তাই ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো , কারণ তোমাদের শান্তি আর সুখের দান দিতে হবে । যোগ আর জ্ঞানের দ্বারা তোমরা স্বাস্থ্য আর সম্পদ

পাবে । যখন আমরা চিরকালের সুস্থ শরীর পাই তখন এই সৃষ্টি নতুন হয়ে যায় । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে মানুষ স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদশালী থাকেন । কলিযুগে মানুষ অসুস্থ এবং ধনহীন হয় । এখন আমরা স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদশালী হচ্ছি । এরপর অর্ধেক কল্প ধরে আমাদেরই রাজ্য চলবে । বুদ্ধিতে যখন আমাদের এই জ্ঞান থাকবে তখন আমরা খুশী থাকতে পারবে । এইকথা মানুষকে লিখে দাও যে ২৫০০ বছরের জন্য চিরসুস্থ এবং সম্পদশালী হতে হলে এই ঈশ্বরীয় নেচার কিওর সেন্টারে এসো । কিন্তু এই কথা সেই লিখবে যার জ্ঞান থাকবে । এমন নয় যে আমরা সেন্টার খুললাম আর অন্য কেউ এসে সার্ভিস করলো । যে খুলবে তাকে নিজেকে সার্ভিস করতে হবে । সমস্ত ঝগড়া এই পবিত্রতার উপরই চলতে থাকে । মানুষ বিষ না পেলেই অত্যাচার করে । এখন হলো সঙ্গম যুগ । তাই বুদ্ধিতে শান্তিধাম আর সুখধামকেই স্মরণ করতে হবে । এখন দুখধামে আছে তাই তো সুখধামকে স্মরণ করে । তাইতো মানুষ গাইতে থাকে - দুখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ করে না এ হলো পতিত দুনিয়া । এই দুনিয়ার নিয়ম বলে যে এই কলিযুগের শেষে সকলকে পতিত হতে হবে । যতক্ষণ না সঙ্গম আসে , রামরাজ্যের স্থাপনা হয় , রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয় না । এখন বিনাশের জন্য সব তৈরী হচ্ছে । রাবণ রাজ্যের সমাপ্তি হবেই । বাকি সব পুজোই পুতুলখেলা । কত পুতুল পুজো করা হয় , একে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা । ভারতে যতো ছবি বানানো হয় , অন্য কোথাও এতো ছবি বানানো হয় না । ভারতে দেবী - দেবতার অনেক চিত্র আছে । এই গায়ন আছে যে ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । দিনকে কেন বড় করা হয়েছে । এও বোঝার কথা । প্রথমে হয় অব্যভিচারী ভক্তি পরে হয় ব্যভিচারী ভক্তি । প্রথমে ১৬ কলা , তারপর ১৪ কলা , অন্তে কিছু কলা থেকে যায় কিন্তু এখন কোনো কলাই নেই । এখন তো তমোপ্রধান দুনিয়া । তমো কলিযুগের শুরু থেকে আরম্ভ হয় তারপর শেষে বলা হয় তমোপ্রধান । এখন এই দুনিয়া জর্জরিভূত অবস্থা হয়ে গেছে । পুরোনো জিনিসে নিজে থেকেই সব আগুন ধরে যাবে । যেমন বটের জঙ্গলে নিজে থেকেই আগুন লেগে যায় তেমনই এখানেও আগুন লাগবে । সামান্যকিছু নিজেদের মধ্যে হলেও আগুন লেগে যাবে । ঘরে কোনো ছোটো কথা নিয়েও ঝগড়া লেগে যাবে । নিজেদের বন্ধুর মধ্যেও সামান্য কথা নিয়ে শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে যায় , একজন অন্যজনের গলা কাটার জন্য উঠে পড়ে লাগে । ক্রোধও কম নয় । একজন অপরজনকে মারার জন্য কত আয়োজন করে । এই হলো নাটক । খৃষ্টানদের মধ্যে দুজন বড় মানুষ যখন মিলে যায় তখন তারা যে কোনো কিছু করতে পারে । পোপ হলেন খৃষ্টানদের প্রধান , তাঁকে প্রচুর সম্মান দেওয়া হয় । কিন্তু তার কথাও কেউ শোনে না । এখানেও যে বাচ্চারা বাবাকে মানে না তারা বিনাশী পদ পায় । বাবার শ্রীমতে চলা উচিত । শ্রীমত ভগবত গীতা ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্রে শ্রীমত নেই । শ্রী হলো শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ , যে কখনোই পুনর্জন্মে আসে না । মানুষ পুনর্জন্ম নেয় । বিদ্বান মানুষ জন্ম - মরণ রহিত গীতাতে পুরো ৮৪ জন্ম যিনি নিয়েছেন তাঁর নাম দিয়ে দিয়েছে । বাস্তবে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর , পবিত্রতার সাগর , পতিত - পাবন এই গায়ন আছে । তিনিই বাচ্চাদের বরদান দেন । তাঁর বদলে কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে । প্রথমে হয় শিব জয়ন্তী তারপর হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী । শিববাবা আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে , তাই সবার প্রথমে বাবার জন্ম হয় তারপর বাচ্চাদের জন্ম । আগে বাবার জন্মের মাধ্যমেই বাচ্চা কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিলো । তবে সে তো কেবল একজনই হবে না । দৈবী সম্প্রদায় বলা হয় না ? তাই শাস্ত্রে কত ভুল কথা বলা হয়েছে । কোনো একজন যদি এই কথা বুঝতে পারে তাহলে অনেক জিজ্ঞাসু বের হয়ে পড়বে । সবার মুখই ফ্যাকাশে হয়ে যাবে । মানুষ কতো বড় ভুলের মধ্যে থাকে তাই বাবাকেই আসতে হয় । কাউকে বোঝাতেও কিছু সময় লাগে । প্রথমে তো সবাইকে এই নিশ্চয় করাও যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ? তখন বুঝতে পারবে , ভগবান হলেন বাবা । ভগবানকে ভগবানের পদে তো

তোমরা রাখো। সবাই কি করে এক রকম হবে। মানুষ বলে সবই ভগবানের লীলা। তিনি এক রূপ ছেড়ে অন্য রূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরমাত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণই করেন না। এই বাপদাদা দুজনেই কনসাইন্ড থাকেন আর বাচ্চাদের বোঝান। বাপদাদার অর্থও অনেকে জানে না বা তাদের বুদ্ধি তে নেই। "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব".....এই কথা মানুষ বলে। তারা যখন গড ফাদার বলে তাহলে তো মা-ও চাই। কিন্তু এই কথা কারোরই বুদ্ধিতে আসে না। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে কখন বাবার স্মরণ নেওয়া হয়? যখন রাবণ রাজ্য শেষ হয় তখনই রাম আসেন। রামের স্মরণ নিলেই সন্নতি পাওয়া যায়। মানুষ বলে যে রামরাজ্য আসুক। তারা সূর্যবংশী রাজ্য সম্বন্ধে জানেই না। বলে রামরাজ্য, নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত হবে, সে তো এখনই হচ্ছে। অবশ্যই তা হবে। এই নাটক তো চলতেই হবে। এই পড়া হলো মানুষ থেকে দেবতা হবার পড়া। মানুষ কিন্তু কাউকেই দেবতা বানাতে পারে না। বাবা এসেই মানুষকে দেবতা বানান কারণ একমাত্র তিনিই স্বর্গ স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণদের মালার গায়ন হয় না। বৈজয়ন্তী মালা হলো বিষ্ণুর। এ হলো রাজকীয় ঘরানা যা এখন আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে। আগে ছিলো রাবণের আসুরী ঘরানা। রাবণকে অসুর বলা হয়। এই কংস আর জরাসন্ধের নাম এখনকার জনাই সিদ্ধ। জন্ম - জন্মান্তর তোমাদের সাকার থেকেই বর্সা মিলে থাকে। কেবলমাত্র এই সময়ই তোমরা নিরাকার বাবার থেকে বর্সা পাও। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

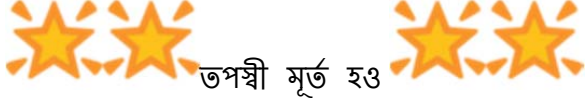
১) দেহের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো এই দুনিয়ার সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে নিজেকে দেহী (আত্মা) ভাবতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা তোমাদের নতুন ঘরের আহ্বান করতে হবে।

২) সকাল সকাল উঠে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শান্তি আর সুখের দান করতে হবে।

বরদান :- সর্বদা উৎসাহে থেকে নিরাশাবাদীদের আশাবাদী বানিয়ে সত্যিকারের সেবাবাদী হও।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সবসময় উৎসাহের সাথে জীবনে উড়তে থাকা এবং অন্যকে ওড়াতে থাকা, তাদের কাছে কখনোই নিরাশা আসতে পারে না কারণ তাদের কাজই হলো - " নিরাশাবাদীদের আশাবাদী বানানো। " এটাই হল সত্যিকারের সেবা। সত্যিকারের সেবাবাদীদের উৎসাহ কখনোই কম হয় না। উৎসাহ থাকলেই জীবনে বেঁচে থাকার মজা থাকবে। যেমন শরীরে শ্বাস - প্রশ্বাস যদি সঠিকভাবে প্রবাহিত হয়, তাহলেই শরীর সুস্থ মানা হয়। এমনই ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থই হল উৎসাহ, নিরাশা নয়।

স্লোগান :- যা ঘটে গেছে তাকে অতীত করে দাও আর সেই অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকো।



যেমন স্কুল অগ্নি বা তার প্রকাশ অথবা গরম হাওয়া দূর থেকেই নজরে আসে বা অনুভব করা যায় ঠিক তেমনই তোমাদের তপস্যা বা ত্যাগের ঝলক দূর থেকেই যেন অন্যকে আকৃষ্ট করে । প্রতিটা কর্মে যদি ত্যাগ আর তপস্যা নজরে আসে তাহলেই সেবাতে সফলতা পেতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দাদা হলেন এক অভূতপূর্ব পোস্ট অফিস, এঁনার দ্বারা তোমরা শিববার ডাইরেকশান প্রাপ্ত করো ।"

প্রশ্ন :- বাবা বাচ্চাদের কোন্ ব্যাপারে সাবধান করেন, এবং কেন ?

উত্তর :- বাবা বলেন বাচ্চারা সাবধান থাকো --- মায়ার কাছ থেকে অধিক আঘাত পেয়ো না। যদি মায়ার আঘাত পেতে থাকো তাহলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে আর পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়ে তারপর যদি মায়ার আঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে সেই মৃত্যু সব থেকে খারাপ হয় । যখন মায়া কোনো বাচ্চাদের দিয়ে বিপরীত কর্ম করায়, তখন বাবার খুব কষ্ট হয় সেই জন্য বাবা সাবধান করেন ।

গীত:- তোমাকে আহ্বান করতে মন চায়

ওম্ শান্তি । বাবাকে তখনই ডাকা হয় যখন মানুষ দুঃখী হয়, দুঃখী হয় বিকারী হয়ে যাওয়ার জন্য। দুঃখী কিসের কারণে হয়? এটাও তমোপ্রধান মানুষ জানে না । দুঃখী হয় পাঁচ বিকার রূপী রাবণের জন্য । আচ্ছা, সেই রাজ্য কতদিন ধরে চলে? নিশ্চয়ই দুনিয়ার অন্তিম কাল অবধি রাজত্ব চলবে । এখন হলো রাবণ রাজ্য । রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্য এই সব নাম তো খুব বিখ্যাত । রাবণ রাজ্য তো ভারতেই জানা আছে । দেখা যায় যে শত্রুও ভারতের মধ্যে আছে । ভারতের পতন রাবণ করিয়েছে । যবে থেকে দেবতা বাম মার্গে গেছেন অর্থাৎ বিকারী হয়েছেন। দুনিয়া এটা তো জানে না --- ভারত যে নির্বিকারী ছিলো, তারপর বিকারী কেমন করে হয়ে গেলো? ভারতের মহিমা বর্ণনা করা আছে। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো, এখন পতিত হয়ে গেছে। যখন থেকে পতিত হওয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকে ভক্ত পূজারী হয়েছে। তখন থেকেই ভগবানকে স্মরণ করে আসছে । এটা বোঝানো হয়েছে যে কল্পের সঙ্গমে যুগে যুগে বাবা আসেন। কল্পের তো চার যুগ হয়, পঞ্চম সঙ্গমযুগের কথা কেউ জানে না ।অনেকে এটাকে সঙ্গমযুগ বলে মনে করে। বলা হয় যুগ যুগ ধরে তো কত সঙ্গম হয়ে চলেছে । সত্যযুগ থেকে ত্রেতা, ত্রেতা থেকে দ্বাপর, দ্বাপর থেকে কলিযুগ । কিন্তু বাবা বলেন কল্পের সঙ্গমযুগে বাবাকে আসতেই হবে । এটাকে কল্যাণাকারী পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়, যেখানে মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায় । কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসে । সত্যযুগের পরে আবার কি হয়? ত্রেতাযুগ আসে । সূর্যবংশী লক্ষ্মী নারায়ণের যে রাজত্ব ছিলো সেইটা আবার চন্দ্রবংশী হয়ে যায় । ত্রেতাযুগে রামরাজ্য, সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব । লক্ষ্মী নারায়ণের পরে রাম সীতার রাজত্ব আসে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগের মাঝে নিশ্চয়ই সঙ্গম আসে । তারপরে এর পরে ইব্রাহিম আসেন, উনি হলেন অন্য দিকে, ওনার এখানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই । দ্বাপরে তো অনেক কিছুই হয়,। ইসলামী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইত্যাদি । খ্রিস্টান ধর্ম দুই হাজার বছর আগে স্থাপনা হয়েছে । কেউ কেউ তো একটু আধটু হিসাব মেলাতে বসে । এখন সঙ্গমের পরে সত্যযুগে যেতে হবে । এই সবার হিস্টি জিওগ্রাফী বুদ্ধিতে থাকা দরকার । বলাও হয় যে উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন ভগবান । ওনাকে "স্বমেব মাতাশ্চ পিতা" বলা হয় । এই হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবানের মহিমা । তোমরা মাতা পিতা কাকে বলো? কেউ জানে না । আজকাল যে কেউ মূর্তির সামনে গিয়ে বলে যে -- তুমি মাতা তুমি পিতা.... তাহলে মাতা পিতা কাকে

বলবে? লক্ষ্মী নারায়ণকে? ব্রহ্মা সরস্বতীকে? শংকর পার্বতীকে? এই সব তো যুগ্ম রূপে দেখানো হয়েছে । তাহলে মাতা পিতা কাকে বলা হবে? যদি পরমাত্মা ফাদার হয় তাহলে নিশ্চয়ই মাদার নিশ্চয়ই দরকার । এটা তো জানা নেই যে মাতা কাকে বলা হবে? এই সব হলো গুহ্য কথা। ক্রিয়েটর থাকলে পরে ফিমেলও দরকার । মহিমা তো একজনেরই করবে, তাই না। এমনও না যে কখনো ব্রহ্মার করবে, কখনো বিষ্ণুর করবে, কখনো শংকরের করবে । না, মহিমা তো একজনেরই করা হবে । গানও আছে পতিত পাবন এসো, উনি নিশ্চয়ই অন্তিম কালে আসবেন। যুগে যুগে কেন আসবেন? পতিত তো হয়ই অন্ত কালে । পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেন বাবা, তাহলে ওঁনাকে নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ায় আসতে হবে তবেই না এসে পবিত্র বানাবেন । ওখানে বসে তো বানাবেন না । সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া, কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া । পুরোনো দুনিয়াকে নতুন বানানো হলো বাবার কাজ। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর সাথে সাথে পুরোনো দুনিয়ায় বিনাশ । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কিসের হয় ? বিষ্ণুপুরীর কি? ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণের দ্বারা স্থাপনা হয় । ব্রাহ্মণের দ্বারা যন্ত্রের রচনা করা হয় সেই জন্য নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের পড়ান। তোমার লেখো যে , বাবা তো ব্রহ্মা আর ব্রহ্মা মুখ বংশধর ব্রাহ্মণদের রাজযোগের পড়া শেখান । ওখানে আবার সরস্বতীও এসে গেছেন । এই ব্রাহ্মণ কুল অভূতপূর্ব । ভাই বোন কখনো বিয়ে করতে পারবে না । যখন কেউ আসে তখন ওনার পরিচয়ে জিজ্ঞেস করা হয় পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? পিতা তো বলাই হয়, তাহলে উনি হলেন বাবা, আর তিনি হলেন দাদা, বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় ওনার থেকে, যিনি জ্ঞানের সাগর, অসীমের (বেহদের) বাবা । বর্সা দেন ব্রহ্মার দ্বারা । এই হলো ঈশ্বরীয় কোল । তারপর পাওয়া যায় দৈবী কোল । এটা বোঝা সহজ । চার যুগের হিসাব একদম ঠিকঠাক । পাবন থেকে পতিত হবে । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা তারপর ১২ কলায় আসতে হবে ।

তোমাদের সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার সাথে নতুন কারোর পরিচয় হলে সে কিছু বুঝতে পারে না কেননা উনি হলেন অভূতপূর্ব (wonder), বাপদাদা কন্সাইন্ড হয়ে আছেন । বাচ্চারা বারে বারে ভুল করে যে আমরা কার সঙ্গে কথা বলছি! বুদ্ধিতে শিববাবা খালি স্মরণে থাকা উচিত । আমরা তো শিববাবার কাছে যাই । তোমরা এই বাবাকে স্মরণ করো কেন? শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ভাবো যখন ফোটা তুলবে তখনও বুদ্ধি যেন শিববাবার সাথেই থাকে, আর মনে থাকে যেন ইনি বাপদাদা দুজনেই এক সাথে আছেন । শিববাবা আছেন তাই তো ইনি দাদাও আছেন । বাপদাদা এক সাথে ফোটা তোলেন । শিববাবার কাছে এই দাদা মিলিত হতে আসেন । তাই ইনি হয়ে গেলেন পোস্ট অফিস । এনার থেকে শিববাবার ডাইরেকশান নিতে হবে । এই হলো খুবই অভূতপূর্ব কথা । ভগবান তখনই আসেন যখন দুনিয়া পুরানো হয়ে যায় । দ্বাপর থেকে দুনিয়া পুরোনো হতে শুরু করে । অন্তিমে পুরো দুনিয়া পতিত হয়ে যায় । চিত্রের দ্বারা বোঝাতে হবে । সত্যযুগ, ত্রেতাকে স্বর্গ, প্যারাডাইস বলা হয়। । নতুন দুনিয়া তো সর্বদাই থাকবে না । দুনিয়া যখন অর্ধেক সময় পার করে তখন তাকে পুরোনো বলা হয় । প্রত্যেকটা জিনিসের লাইফ অর্ধেক পুরোনো, অর্ধেক নতুন হয়ে থাকে । কিন্তু এই সময়ে তো শরীরের কোনো ভরসা নেই । এতো অর্ধ কল্পের পুরো হিসাব, এতে কোনো পরিবর্তন হবে না । সময়ের আগে কিছু বদলাতে পারবে না, আর কোনো বস্তু তো মধ্যই ভেঙেচুরে যেতে পারে । কিন্তু এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আগে পরে হতে পারবে না । বাড়ি ঘর তো যে কোনো সময়ে ভেঙে যেতে পারে, তার কিছু ঠিক নেই । এই চক্র অনাদি অবিনাশী । নিজের সময় অনুযায়ী চলে । পুরোনো দুনিয়ার একদম সঠিক লাইফ থাকে । অর্ধ কল্প রামরাজ্য, অর্ধ কল্প রাবণ রাজ্য, কম বেশি

হতে পারবে না । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরো ত্রিলোকীর ব্যাপার ঢুকে গেছে । তোমরা ত্রিলোকের মালিকের দ্বারা জ্ঞান নিচ্ছে । তোমাদের পদ মর্যাদা এখন অনেক উচ্চ হয়ে আছে । এই সময়ে তোমরা ত্রিলোকের নাথ হয়েছে কেননা তোমরা তিন লোকের জ্ঞান পেয়েছ। সাক্ষাৎকার করো মূলবতন, সূক্ষ্মবতনে , স্থূলবতনের, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এইসবের জ্ঞান পুরো পরিচয় আছে । বাবা ত্রিলোকের নাথ, তিনলোকের জ্ঞাতা । তোমাদের জ্ঞান দান করেন তাই তোমরাও মাষ্টার ত্রিলোকীনাথ হয়েছে। যে জ্ঞান বাবার আছে সেইসব এখন তোমাদেরও আছে , পুরুষার্থ অনুযায়ী ক্রম অনুসারে হবে । তারপর সত্যযুগে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে । ওখানে তোমাদের ত্রিলোকের নাথ বলা হবে না । লক্ষ্মী নারায়ণের ত্রিলোকের জ্ঞান নেই । সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান থাকে না । তোমরা নলেজফুল বাবার -- গডের সন্তান । উনি পড়িয়ে তোমাদের নিজের মতন গড়ে তোলেন । তোমরা জানো যে তোমরা আবার বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে। এখান যা কিছু অতীত হয়ে গেছে সেই নলেজও তোমাদের আছে । মানুষ হদের (সসীমের) হিস্ট্রি জিওগ্রাফী জানে, তোমাদের তো বেহদের (অসীমের) হিস্ট্রি জিওগ্রাফী বুদ্ধিতে আছে । ওদের তো বাহুবলের লড়াই জানা আছে। যোগবলের লড়াই কেউ জানে না । তোমরা জানো যে যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । শেখাবেন তো বাবা, যিনি ত্রিলোকের নাথ । এই সময় তোমাদের পদ মর্যাদা অনেক উঁচুতে আছে । তোমরা নলেজফুল বাবার বাচ্চা মাষ্টার নলেজফুল । এটা তো তোমরা জানো যে উনি কতটা জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর রূপে বিদ্যমান । ওনাকে বলা হয় সৎ- চিং - আনন্দ স্বরূপ । এই সময় আনন্দ তোমরা অনুভব করছে কেননা আগে তোমরা দুঃখী ছিলে । তোমরা বুঝতে পারছে সুখ আর দুঃখ কি । লক্ষ্মী নারায়ণ তো এইসব কথা জানেন না। ওনারা তো কেবল বাদশাহী করেন । সেটাই হলো ওনাদের প্রালঙ্কা । তোমরাও স্বর্গে গিয়ে রাজত্ব করবে । ওখানে খুব সুন্দর মহল বানাবে । ওখানে চিল্লার কোনো ব্যাপার থাকবে না । এসব কথা বুদ্ধিতে স্থায়ী ভাবে থাকলে পরে খুশীর পারদ উপরে উঠে যাবে । তুফান তো অনেক রকমের আসবে, সম্পূর্ণ তো কেউ হয় না । বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের অনেক দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে । ওরা অমরনাথ যাত্রায় যায় কিন্তু তাদের তো আবার নামাও খুব জরুরী । তোমরা বাবার কাছে যাবে তারপর নতুন দুনিয়ায় সত্যযুগে যাবে তারপর নামা শুরু হবে । আমাদের হলো বেহদের যাত্রা । প্রথমে বাবার কাছে আরাম করে থাকবে তারপর রাজধানীতে রাজত্ব করে তারপর এক এক জন্ম করে নীচে নামতে থাকবে। একে চক্র বলা বা উত্থান আর পতন বলা, ব্যাপারটা একই । নীচ হতে উপরে যাবে তারপর আবার নীচে নামা আরম্ভ হবে । এই সমস্ত ব্যাপারে যারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে আর বোঝাতেও পারে । এই সব তো বাবা জানতেন । যদি এদের কোনো গুরু থাকতো তাহলে সেই গুরুর অনেক অনুগামী থাকতো । এমনও তো হতে পারে না যে একজনই অনুগামী থাকবে । শান্ত্রে আছে ভগবানুবাচ, হে! অর্জুন, একটাই নাম লিখে দিয়েছে । ভগবান অর্জুনের রথে বসে আর কেবল অর্জুনই শোনেন , আর কেউ তো ওখানে থাকবে নিশ্চয়ই, সঞ্জয়ও তো আছেন । এই বেহদের স্কুল একই বার খুলে থাকে । ওই স্কুল তো প্রথম থেকেই চলে আসছে, যেমন রাজা তেমন ভাষা । ওখানে সত্যযুগেও তো স্কুলে যেতে হয়, তাই না । ভাষা, রুজি রোজগার ইত্যাদি সব শিখবে । ওখানে সব কিছু ভালোই হয় । সবথেকে ভালো যা কিছু সেই সব স্বর্গেই হয় । তারপর সে সব কিছু পুরানো হয়ে যায় । সর্ব শ্রেষ্ঠ জিনিস দেবতাদের প্রাপ্ত হয় । এখানে কি প্রাপ্ত হবে? অনুভব করতে পারো যে নতুন দুনিয়ায় সব কিছু নতুন প্রাপ্ত হবে । এই সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে । এখন আমরা সঙ্গমে আছি, আমাদের জন্য এখন দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। "ড্রামা অনুযায়ী আমি আবার এসেছি -- তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র

দেবী দেবতা বানাতে ।" এই চক্র পুনরাবৃত্ত হতে থাকে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ তৈরী হয়েছে । ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের রচনা হয়েছে । ব্রাহ্মণই দেবতা হবেন এই জন্যই বিরাট রূপের চিত্র খুব প্রয়োজন, যার থেকে প্রমাণ হয় ব্রহ্মার মুখের বংশধর ব্রাহ্মণই দেবতা হবেন । বৃদ্ধি হতে থাকবে বংশের । দেবতা আবার ঋত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র হবেন । এই সঙ্গমযুগ খুব বিখ্যাত । আত্মা পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল ধরে..... আরোহী কলা তারপর অবরোহী কলা আসে.... এই সব বোঝার বিষয় । প্রথমে ঈশ্বরীয় সন্তান তারপর দেবতার সন্তান, তারপর একটু একটু করে কমতে থাকে । তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা কাকে বলা হয়। নিশ্চয়ই বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে । যখন দুনিয়ার দুঃখ ঘুচে যাবে তখন বিষ্ণুপুরী হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণদের দুঃখ ঘুচে যায়, সুখ প্রাপ্ত হয় । এটা তো সেকেন্ডের ব্যপার। লৌকিক বাবার কোল থেকে বেরিয়ে পারলৌকিক বাবার কোলে এসে পড়েছো, এতো খুব আনন্দের কথা ।

এটাই হল সবথেকে বড় পরীক্ষা । রাজাদের রাজা হয়ে যাবে । রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারবেন না । এই চিত্রটা খুব ভালো । এমন কে আছে যে বলবে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই । এমন ধরনের নাস্তিক কথা বলা উচিত নয় । মায়া চলতে চলতে বাচ্চাদের দ্বারা বিপরীত কর্ম করিয়ে দেয়। বাচ্চাদের প্রতি বাবার খুব সহানুভূতি থাকে । তারপর বোঝান — সাবধান থাকো । অধিক আঘাত যেন না আসে, তাহলে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে না । মায়া তো খুব জোরে থাপ্পড় মারে যাতে প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে । মৃত্যু হলে পরে তো জন্মদিন পালন করতে পারবে না । সবাই বলবে যে বাচ্চার মৃত্যু হয়ে গেছে । ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়ে তারপর যদি মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু সব থেকে খারাপ হয় । কোনো কথা ঠিক না লাগলে ছেড়ে দাও । সংশয় থাকলে ছেড়ে দাও । বাবা বলেন "মনমনাভব", আমাকে স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও । আত্মা —

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন মাস্টার নলেজফুল হতে হবে । জ্ঞানের স্মরণ করে অপার আনন্দে থাকতে হবে । আনন্দের অনুভব করতে হবে ।

২) অনেক প্রকারের তুফানের মধ্যে থেকেও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে । মায়ার আঘাত থেকে বাঁচতে গেলে অনেক অনেক সাবধান থাকতে হবে ।

বরদান :- *যথার্থ চার্ট দ্বারা প্রত্যেক সাবজেক্টে সম্পূর্ণ পাশ মার্কস নেবার জন্য আঞ্জাকারী ভবঃ*

যথার্থ চার্টের অর্থ হলো প্রত্যেক সাবজেক্টে উন্নতির আর পরিবর্তনের অনুভব করা । ব্রাহ্মণ জীবনে প্রকৃতি, ব্যক্তি অথবা মায়ার দ্বারা পরিস্থিতি তো আসবেই কিন্তু স্ব-স্থিতির শক্তি পরিস্থিতির প্রভাব কে সমাপ্ত করে দেয়, আর পরিস্থিতির মনোরম দৃশ্যের অনুভব হয় । সংকল্পে যেন নড়বড়ে না হয়

।এমন বিধিপূর্বক চাটের দ্বারা বুদ্ধির অনুভব করলে পরে আঙুরাকারী বাঙারার সম্পূর্ণ পাশ মার্কস প্রাপ্ত করে ।

স্লোগান :- *ছোট ছোট কথায় মন যেন ভারী না হয়ে যায়, এর জন্য মনোনিবেশ করো ।
সন্দেহের শিকার হয়ো না* ।

তপস্বী মূর্ত হও

নিজের মস্তক(কপালে) অর্থাৎ বুদ্ধির স্মৃতি বা দৃষ্টি দ্বারা আত্মিক স্বরূপই যেন দেখা যায় ।
জ্রুটিটির মধ্যে যেন দিব্য নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে আছে । প্রত্যেক আত্মার প্রতি কল্যাণের সংকল্প বা
ভাবনা থাকে, অন্য কোনো ভাবনা উৎপন্ন না হয় ।

*"মিষ্টি বাচ্চারা - ভালবেসে মুরলি শোনো আর শোনাও, নিজের ঝুলি জ্ঞান রঞ্জে ভরপুর করে
নিতে পারলে তবে ভবিষ্যতে রাজ্য অধিকারী হবে* "

প্রশ্নঃ - শিববাবাকে কেন ভোলানাথ বলা হয়েছে ?

*উত্তরঃ - কারণ শিববাবা এক সেকেন্ডে বাচ্চাদের সব ক্ষতিসমূহ ঠিক করে দেন। বলা হয়ে
থাকে রাজা জনক এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন। এটা একজন রাজা জনকের কথা নয় ;
বাবা তোমাদের সকলকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দেন। ভারতের সবকিছু তিনি ঠিক করে দেন যা
কিছু ক্ষতি হয়েছে। তিনি সর্বদা দুঃখী বাচ্চাদের সুখী করেন। এইজন্য তাঁকে সকলে ভোলানাথ বলে
স্মরণ করে* ।

গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম কেউ নয়

ওম্ শক্তি । *ভোলানাথ বাবা সবার আগে তাঁর বাচ্চাদের প্রতি এই নির্দেশ দেন , ভোলানাথের স্মরণে
স্থিত হও । মানুষকে ভোলা বলা যায়না । একমাত্র শিববাবাই ভোলানাথ । এমনকি শংকরকেও
ভোলানাথ বলা যায়না । একমাত্র তিনি, যিনি ঘটে যাওয়া সব ভুলকে ঠিক করেন অর্থাৎ দুঃখকে
সুখে পরিণত করেন সেই একেই ভোলানাথ বলা যায়* । ভারতের মানুষের সবকিছু বিনষ্ট হয়ে
গেছে । সুতরাং, সেই একেশ্বর যিনি ভারতের সব ভুলকে ঠিক করেন তিনি তো ভারতেই আসবেন !
তিনি সেকেন্ডে দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করার উপায় বলে দেন । জনককেও যুক্তি
বুঝিয়েছিলেন । এরকম নয় যে কেবল একজনেরই দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হয় । যদি জনকের জন্য
সবকিছু ঠিক হয়ে থাকে এবং তিনি জীবনমুক্তি পেয়ে থাকেন , তবে নিশ্চিতভাবে একটা রাজস্বও
ছিলো ! তাঁর সাথে অনেকের জীবনমুক্তিও হয়েছিলো ! ভারতবাসী মনে করে ভারত জীবনমুক্ত ছিল
। স্বর্গকে জীবনমুক্ত বলা হয়ে থাকে । আর নরককে বলা হয়ে থাকে জীবনবন্ধ । এই হলো রাজযোগ ।
একমাত্র রাজযোগের মাধ্যমে রাজস্বের স্থাপনা হয় । এটা কোনও এক জনকের কথা নয় । ভগবান
রাজযোগ শিখিয়েছেন এবং রাজস্বও দিয়েছেন । তোমরা দেখতে পাচ্ছ বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণ কিভাবে
তাঁদের রাজ্য লাভ করছেন ! এখন কলিযুগ । প্রজার পর প্রজার রাজ্য স্থাপন হয়েছে । এই হলো
পঞ্চায়েত রাজস্ব । এরপরে সত্যযুগ । তোমরা জানো যে লক্ষ্মী নারায়ণ পূর্ব জন্মে এমন কর্তব্য
করেছিলেন যার জন্য তাঁরা সূর্যবংশীয় রাজস্ব লাভ করেছিলেন । তারপরের রাজস্বকাল ছিল
চন্দ্রবংশীয় । রাজস্ব হস্তান্তরিত হয় । তোমরা জানো গীতা সর্বোত্তম ধর্মশাস্ত্র, যার থেকে তিন ধর্মের
স্থাপন হয় । অন্যান্য সব ধর্মের এক এক শাস্ত্র । সঙ্গমযুগেও এক শাস্ত্র এবং মহিমাও সেই এক শাস্ত্রের,
গীতার । যার থেকে সকলের সদগতি প্রাপ্ত হয় । সুতরাং, শুধুমাত্র তিনি, সেই একেশ্বর সদগতি দেন ।
গীতায় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞেরই বর্ণনা আছে, যার দ্বারা পুরনো নরকের বিনাশ আর স্বর্গের স্থাপনা হয় ।
এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই । বাবা বুঝিয়েছেন - সর্বাগ্রে বাবার পরিচয় দিতে হবে
যে, যিনি বিশ্বে স্বর্গ স্থাপনা করবেন তিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক এবং তিনি সকলের পিতা । পরে
লক্ষ্মী নারায়ণ বিশ্বের মালিক হবেন । তাঁদের নিশ্চয়ই শিববাবা রাজ্য দিয়েছেন । এখন কলিযুগ ;
ভারত কড়িতুল্য । ভারতের ধারদেনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আর সেই কারণে সরকার সোনা কেনার
চেষ্টা করে যাচ্ছে । তবে ভারত কিভাবে হীরে সমান হলো । লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গরাজ্য লাভ করেছিলেন

, তাই না ! তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমাদের অপমান সহ্য করতেই হবে । অন্য দেশের লোকেরা তাঁদের মহিমা করে । তারা জানে দেবতারা প্রাচীন ভরতের মালিক ছিলেন । তোমরা বাচ্চারা এখন সবকিছু বাস্তবে দেখছ, তোমাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বিশাল তাদেরই খুশি হবে । বিশাল বুদ্ধি তারাই যারা নিজেরা ধারণ করে অন্যকে ধারণ করতে উত্সাহিত করে । এরকম ভেবোনা, সংসঙ্গ ইত্যাদির ওখানে ৫-১০ হাজার লোক যায়, এখানে অত আসেই না ! নিশ্চিতভাবে ভক্তি ক্রমাগত বর্ধিত হবে । সেখান থেকে এই চারা উদ্ভূত হবে । যারা কল্পপূর্বে এইসব জিনিস বুঝেছিল তারা এখন বুঝবে । সাধারণতঃ লোক ধর্মীয় কথা শোনায় আর শোনে যারা তারা শুনে ঘরে চলে যায় ; ব্যস্ এই পর্যন্ত ! এখানে কত মেহনত করতে হয় । পবিত্রতার ক্ষেত্রেই কত হাঙ্গামা হয় ! গভর্নমেন্ট কিছু করতে পারে না । এই পাণ্ডব গভর্নমেন্ট গুপ্ত ; নাম 'আন্ডারগ্রাউন্ড সেনা' । তোমরা, শক্তিসেনারা গুপ্ত । কেউ তোমাদের বুঝতে পারে না । তোমরা অহিংসাত্মক শক্তি সেনা । এর অর্থ কারও কাছে বোধগম্য নয় । এমনকি তারা গীতার কোনও শব্দের অর্থ বোঝেনা । বাবা নিজে বলছেন এই নলেজ প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । এমনকি লক্ষ্মী নারায়ণের মধ্যেও এই জ্ঞান থাকেনা । যখন জ্ঞান শুনিয়ে আমি রাজধানী স্থাপন করি, সেই সময়ে কারও বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকেনা । এই বাবাও গীতা ইত্যাদি পড়তেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিতে এইসব কথা ছিল না । এখন দেখ ক্রমাগত কত সেন্টার খুলছে ! বাস্তবে, পবিত্রতার বিরুদ্ধে কত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে । আগেও এই বাধা এসেছে । ওই গীতা পাঠশালায় যেখানে গীতা পাঠ করে শোনানো হয় সেখানে বাধার প্রশ্নই ওঠেনা । এখানে তোমরা ব্রহ্মাকুমার -কুমারী তৈরী হও । এই সমস্ত কথা গীতায় উল্লেখ করা নেই । এই শব্দ গীতাতেও নেই । এখানে কিছু কিছু বিষয় বুঝে নিতে হবে । সমগ্র মানুষ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী ; শুধুমাত্র ভারতবাসী নয় । সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান , তাঁকে অ্যাডাম বলে । তারা জানে যে , সমগ্র মানব জাতির তিনিই হলেন মাথা, যিনি মানবধর্ম স্থাপন করেছেন । এটা এরকম নয় যে সৃষ্টি বিদ্যমান ছিলো না এবং ব্রহ্মা তখন সৃষ্টি রচনা করেছেন আর তারপর তাঁর মুখ থেকে মানুষ রচিত হয়েছে ; না, যদি একজন মানুষও না থাকত তবে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী মানুষ রচনাও হতনা । না হতো ব্রহ্মামুখ রচনা আর না হতো ব্রহ্মার শারীরিক রচনা । সমস্ত দুনিয়া সৃষ্টি , তারই চারা লাগানো হয়ে থাকে । এই নতুন নতুন বিষয় বুঝতে হবে । এইসব অন্য কারও বুদ্ধিতে ধারণ হতে সময় লাগে । কেউ একমাসের মধ্যেই খুব সচেতনতার সাথে এই জ্ঞান ধারণ করে নেয় । উদাহরণস্বরূপ, ব্যাঙ্গালোরের বাচ্চা অঙ্গনা, তাকে এই জ্ঞান কত উত্সাহিত করেছে ; জ্ঞানের মাদকতায় মত্ত ছিল । এখানে ২০ বছর আছে এমন অনেকেরই এই উত্সাহ হয়নি । সে খুশিতে নাচত । এটা অবশ্যই অতীব খুশির যখন কিনা তুমি ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে । ভগবান এসে মায়ার থেকে রক্ষা করেন । তারপরে স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করেন । বাবা খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন । আমি এই সাধারণ তনের মাধ্যমে আবার তোমাদের বাচ্চাদের সেই সহজ রাজযোগ এবং সৃষ্টিচক্রের আদি -মধ্য - অন্তের জ্ঞান প্রদান করি । তোমরা মানুষকে বলতে পারো - এসো আমরা তোমাদের সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্তের ইতিহাস বর্ণন করব, কিভাবে আবার সত্যযুগ ফিরে আসবে । শেখানোর জন্যে অবশ্যই একজনের প্রয়োজন । তিনি আমাদের শেখালে তবে তো আমরা বোঝাতে পারব । যারা গীতা পাঠ করে শোনায় , তোমরা তাদের থেকে অনেক শুলেছ । সেখানে অনেক লেকচার হতে থাকে । কিন্তু তারা যেহেতু এই ধর্মের নয় সেই কারণে এদিকের আকর্ষণও থাকেনা । যখন তোমাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে তখন ধীরে ধীরে ঝাড়ের বৃদ্ধি হবে । তোমরা জানো যে, ভারত কিভাবে দারিদ্র-পীড়িত হয়েছে । কত লোক খিদে ত্যাগ মরে গেছে । তারা অত্যন্ত দুঃখী ; তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে

তুমি এসো এবং দুঃখ থেকে আমাদের উদ্ধার করো। তোমরা বাচ্চারা জানো, বিশ্বে কখন সুখ-সৃষ্টি স্থাপনা হবে। এখানে *তোমাদের বাচ্চাদের ঝুলি জ্ঞানরত্নে ভরে উঠছে। আগে সকলে শুনতো এবং শুনাতো, ঝুলি ভরে ওঠার কোনও প্রশ্ন ছিলনা। কেবলমাত্র তোমাদের ঝুলিই এখন ভরছে। যারা টেপ শুনবে বা মুরলি পড়বে অথবা মুরলি শুনবে তাদেরও ঝুলি ভরছে। তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা, তোমরা প্রত্যেকে ভারতের ঝুলি ভরছ। ভারত অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠবে। যেমনই হোক যারা তাদের ঝুলি ভরে নিচ্ছে তারাই রাজত্ব করবে*। ভারত ছিলো সোনার পাখী আবারও তাই হবে। সবাই সুখী হবে। ভারতে কত কোটি কোটি মানুষ। সেখানে এত মানুষ থাকবেনা। যাদের ঝুলি ভরছে তারা রাজ্য ভাগ্য লাভ করবে। কি ঘটবে তাই ভেবে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকতে পারেনা। এই লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখ! এঁরা সত্যযুগের মালিক ছিলেন। স্বর্গের রচয়িতা শিববাবা আর এঁরা, লক্ষ্মী নারায়ণ, সত্যযুগের মালিক। তাঁরা নিশ্চয়ই আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন। তাঁদের পূর্ব জন্ম অবশ্যই সঙ্গমযুগ ছিলো। সঙ্গমযুগ কল্যাণকারী কারণ বিশ্ব পরিবর্তন সঙ্গমযুগেই হয়ে থাকে। সুতরাং, জ্ঞান অবশ্যই কলিযুগ আর সত্যযুগের অন্তর্বর্তী সময়ে, সঙ্গমযুগে দেওয়া হয়েছিলো। তিনি এখন আবার একবার তোমাদের সেই জ্ঞান প্রদান করছেন। এরপরে কেউ কেউ বলে, কিভাবে নিরাকার পরমাত্মা এসে রাজযোগ শেখাবেন? অতএব, তোমরা তাদের সামনে ত্রিমূর্তির ছবি প্রদর্শন করো। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা . . . তবে যিনি স্থাপনা করবেন তিনিই পালনও করবেন। উদাহরণস্বরূপ, ক্রাইস্ট তাঁর ধর্ম স্থাপন করেছিলেন এবং তারপরে তা পালন করতে তাঁকে নিশ্চয়ই পোপ হতে হয়েছিলো। তাঁরা কেউ ঘরে ফিরে যেতে পারেননা। তাঁদের অবশ্যই পালনা দিতে হয়। পুনর্জন্মের চক্রে আসতেই হয়, তা নাহলে সৃষ্টির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এখনও পর্যন্ত সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে প্রথম রাজত্ব ছিলো দেবী- দেবতাদের, তাঁদের সংখ্যা অবশ্যই সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত। তবে, খ্রিস্টিয়ানদের জনসংখ্যা কেন বেশী? তবে লাখ লাখ বছরেরও কোনও প্রশ্ন থাকতে পারেনা। এইসব ব্যাপার তারাই বুঝবে যারা তোমাদের ঘরানার। এই জ্ঞানের তীর অন্যদের বিদ্ধ করবেনা। বাবা বলেন, যাকেই নিয়ে এসো তাদের জ্ঞানবাণ লাগাও। যদি সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কুলের হয় তবে তীর লাগবে। *শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে - লড়াইয়ে যাদবরা এবং কৌরবরা মারা গিয়েছিলো, পাঁচ পাণ্ডব থেকে গিয়েছিলো; তারা হিমালয়ে চলে যায় এবং সেখানে গলে মারা যায়। তা কখনই সম্ভব নয়। এটা বলা হয়ে থাকে, যারা আত্মঘাতী হয় তারা মহাপাপী। আত্মার কখনও ঘাত হয়না। আত্মা গিয়ে তার শরীরকে ঘাত বা বিনাশ করে। এরকম হওয়া অসম্ভব যে, পান্ডবদের, যাদের পরমাত্মা শ্রীমত্ দিয়েছিলেন তারা পাহাড়ের ওপরে গিয়ে গলে মরে যাবে! আত্মা, তারা তো পাঁচ পান্ডব ছিলো বাকি আর পান্ডবরা কোথায় গেল? তারা সেনা দেখায়নি। তোমরা জানো বিনাশ কিভাবে হবে। তোমরা দেখবেও। তোমাদের বাচ্চাদের অনেক সাক্ষাত্কার হবে*। শুরুতে তোমাদের অনেক সাক্ষাত্কার হতো। তোমরা কখনও লক্ষ্মীকে কখনও নারায়ণকে আহ্বান করতে। কত সাক্ষাত্কার হতো। পরে অন্তিম সময়ে যখন চরম দুর্দশার হাহাকারে চারিদিক মথিত হবে তোমাদের আবার সাক্ষাত্কার হবে। যখন হাঙ্গামা হবে তোমরা বাচ্চারা এখানে এসে একত্রে থাকবে এইজন্য মধুবনে কত কত বিল্ডিং বানানো হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা তখন সাক্ষাত্কার দ্বারা উত্সাহিত হবে। যতই হোক এটা তোমাদের মাসীর ঘরে যাওয়া নয় যে প্রত্যেকে এখানে চলে আসতে পারবে। একমাত্র শ্রীমত্ অনুসরণকারী বাচ্চারা, বাবার সহযোগী, তারাই আসবে। পান্ডবদের গলে যাওয়ার কথাই যদি হতো তবে বিল্ডিং কেন বানানো হবে? যদি কোনও কথায় তোমরা বিভ্রান্ত হও তবে বিশিষ্ট, অনন্য বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করতে পারো। তা নয়তো এই ব্রহ্মাবাবা বসে আছেন। যদি ইনি বলতে না পারেন তবে বড় বাবা (শিববাবা) এখানেই বসে আছেন। তোমাদের

বলা হয়েছে যে, এখনও অনেক কিছু আছে যা বুঝে নিতে হবে। সারা চক্রের রহস্য বাবা বোঝাতে থাকেন। কত পয়েন্টস বেরিয়ে আসতে থাকে। এখনও কিছু সময় রয়েছে তাই অবশ্যই বোঝাতে হবে। *যাই হোক মানুষকে প্রথমে এই মূল কথা লেখাতে হবে। তাদের রক্ত দিয়ে অর্থাৎ অন্তর্মনের নির্যাস দিয়ে লেখাতে হবে, পরমপিতার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, সেই পরমপিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। এরকম নয় যে লিখলেই তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে*। তারা বলবে, আমরা তো এমনিই লিখেছি। কারও প্রতি বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বলা ভগবানুবাচ। আমরা শিববাবাকে ভগবান মানি। তিনি জ্ঞানের সাগর, সত্য-চিত্ত। তাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। সুতরাং, তিনি নিশ্চয়ই সধারণ তনের আধার নেবেন! সেইজন্য সর্বপ্রথম বাবা বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো। দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো তবে বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমরা আমার কাছে চলে আসবে এবং চক্রকে স্মরণ করে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। বাবা কত মধুর, আর দেখ! কিভাবে আমাদের মধুর করে তুলছেন। সত্যযুগের নিশান, আবারও অবশ্যই রিপিট হবে। কলিযুগও আছে। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছ। বিনাশ সামনে উপস্থিত, আর অন্য প্রমাণের কি প্রয়োজন? আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার মতো তৈরী হতে হবে। ভগবান এসে আমাদের মায়ার থেকে রক্ষা করেন, এই খুশিতে থাকা উচিত।

২) কোনওপ্রকার কথায় বিভ্রান্ত হয়োনা। সুপুত্র বাচ্চা হয়ে বাবার পুরোপুরি সহযোগী হতে হবে।

বরদান:- শুদ্ধিকরণের বিধি দ্বারা স্তম্ভকে মজবুত বানানোর কারিগর সর্বদা বিজয়ী ও নির্বিল্ল ভব

যেমন কোনও কাজ করার আগে শুদ্ধির বিধি প্রয়োগ করো তেমনই যখন কোনও স্থানে কোনও বিশেষ সেবা শুরু করবে বা চলতে চলতে সেবায় কোনও বিল্ল উত্পন্ন হবে তবে প্রথমেই সংগঠিতভাবে চতুর্দিকে বিশেষ সময়ে একসাথে যোগ দান দাও। সব আত্মাদের একটাই শুদ্ধ সংকল্প থাকুক - বিজয়ী। এই হলো শুদ্ধির বিধি, এর থেকে সকলে বিজয়ী বা নির্বিল্ল হয়ে যাবে এবং স্তম্ভ মজবুত হবে।

স্লোগান: যথার্থ কর্মের প্রত্যক্ষফল হলো খুশি আর শক্তির প্রাপ্তি।

তপস্বী মূর্ত হও

যেমন তপস্বী আসনে বসেন, ঠিক সেভাবেই আপনিও নিজের একরস আত্মার স্থিতির আসনে বিরাজমান হয়ে তপস্যা করুন। আপনার প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় থেকে দেহ-অভিমানের ত্যাগ এবং আত্ম-অভিমানীর প্রত্যক্ষ রূপ প্রতীয়মান হবে।

" স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের আসন - কর্মাভীত স্টেজ "

আজ বাপদাদা রাজ্য সভা দেখছেন। প্রতিটি বাচ্চা স্বরাজ্য অধিকারী নিজের নম্বর অনুসারে কর্মাভীত স্টেজের রাজসিংহাসনের অধিকারী। বর্তমানে সঙ্গমযুগী স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের আসন বলো বা সিংহাসন বলো, ঐ হল কর্মাভীত স্টেজ। কর্মাভীত অর্থাৎ কর্ম করেও কর্মের বন্ধন থেকে অতীত। কর্মের বশে বশীভূত নয় কিন্তু কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা প্রতিটি কর্ম সম্পন্নকারী অধিকারী স্বরূপের নেশায় অবস্থিত আত্মা। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার নম্বর অনুসারে রাজ্য অধিকারের হিসেবে ক্রমানুযায়ী সভা দেখছেন। আসনও নম্বর অনুসারে এবং অধিকারও নম্বর অনুসারে। কেউ হল সর্ব অধিকারী এবং কেউ হল অধিকারী। যেমন ভবিষ্যতের বিশ্ব মহারাজা এবং মহারাজা -- এর মধ্যে তফাত রয়েছে। তেমনই এখানেও সর্ব কর্মেন্দ্রীয়ের অধিকারী অর্থাৎ সর্ব কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত - একেই বলা হয় সর্ব অধিকারী। আর অন্যরা সর্ব অধিকারী নয়, শুধু অধিকারী। তো দুটি নম্বরের আসনধারী সভা মন্ডল দেখছেন। প্রত্যেক রাজ্য অধিকারীর কপালে খুবই সুন্দর রঙীন মানিক চমকাচ্ছে। এই মানিক হল দিব্য গুণের। যত দিব্য গুণধারী হয়ে উঠবে মানিকের চমক কপালে দৃশ্যমান হবে। কারো বেশী কারো আবার কম আছে। চমকও সবার নিজের আলাদা রয়েছে। নিজের এমন রাজ্যসভার রাজ্য-অধিকারীর চিত্র নলেজের দর্পণে দেখতে পাও কি? সবার কাছে দর্পণ আছে তো? কর্মাভীত চিত্র দেখতে পাও তাইনা? দেখছো কি নিজের চিত্র? কতখানি সুন্দর এই রাজ্যসভা। কর্মাভীত স্টেজের আসন হল কতোটা শ্রেষ্ঠ আসন। এই স্টেজের অধিকারী আত্মারা অর্থাৎ আসনধারী আত্মারা বিশ্বের সামনে ইষ্ট দেবের রূপে প্রত্যক্ষ হবে। স্বরাজ্য অধিকারী সভা অর্থাৎ ইষ্ট দেবতার সভা। *সবাই নিজেদের এমন ইষ্ট দেব আত্মা ভাবো কি? এমন পরম পবিত্র, সর্বের জন্যে দয়াশীল, সর্বের জন্যে মাস্টার বরদাতা, সর্বের জন্যে মাস্টার রুহানী স্নেহের সাগর, সর্বের জন্যে শুভভাবনার সাগর, এমন পূজ্য ইষ্ট দেবতা হলে তোমরা। সব ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে এইসব সংস্কার সমাযিত রয়েছে। কিন্তু ইমার্জ রূপে এখনও কম আছে। এখন এই ইষ্ট দেব রূপের সংস্কার ইমার্জ করো*। বর্ণনা করার সাথে স্মৃতি স্বরূপ সে-ই সমর্থ স্বরূপ হয়ে স্টেজে এসো। এই বছরে সর্ব আত্মারা যেন এই অনুভূতি করে যে যাদের আমরা খুঁজেছি, যে আত্মাদের আমরা চেয়েছি, যে আত্মাদের কাছে আমরা নিজেদের আশা রেখেছি, এরাই হল সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা। সবার মুখে বা সবার মনে যেন এই কথাই থাকে, যে এরাই হল তারা। যেন এমন অনুভব করে যে এদের সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া। যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে এদের দ্বারা-ই প্রাপ্ত হয়েছে। এরাই হল মাস্টার, গাইড, অ্যাঞ্জেল, ম্যাসেঞ্জার। ব্যাস্, এরাই তারা, এরাই - এই ধ্বনি সবার অন্তরে যেন বেজে ওঠে। এই দুটি শব্দের ধ্বনি যেন থাকে - " এরাই হল তারা, ওরাই হল তারা "। পেয়েছি - পেয়েছি এই খুশীতে তালি দেবে। এমন অনুভব করাও। এমন অনুভূতি করাতে বিশেষ অষ্ট শক্তি স্বরূপ, অলংকারী স্বরূপ প্রয়োজন। কিন্তু শক্তি স্বরূপা মা-এর স্বরূপে হতে হবে। আজকাল শুধুমাত্র শক্তি স্বরূপের দ্বারাও সন্তুষ্ট হবেনা বরং শক্তি স্বরূপা মাঁ। যাঁর প্রেমময় পালনার আধারে বাবার প্রতিটি বাচ্চা খুশীর দোলায় দুলবে, তখন বর্সার অধিকারী হতে পারবে। বাবার সঙ্গে মিলনের যোগ্য করে তুলতে তোমরা নিমিত্ত শক্তি রূপে এমন পবিত্র প্রেম আর নিজের প্রাপ্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠ পালনা দাও, যোগ্য করো অর্থাৎ যোগী রূপে পরিণত

করো । মাস্টার রচয়িতা রূপ ধারণ করতে পারো তো সবাই । অল্পকালের প্রাপ্তি করাতে যে নামধারী মহান আত্মারা রয়েছে , তারাও প্রেম সহ অনেক রচনা করেন কিন্তু পালনা করতে পারেননা তাই ফলোয়ার্স তৈরী হয় কিন্তু পালনা দিয়ে বড় করে বাবার সাফ্যাতকার করিয়ে অর্থাৎ বাবার অধিকারী যোগ্য আত্মা করে তোলা , এই কাজটি করতে পারেননা তাই ফলোয়ার্স রূপে থেকে যায় , সন্তান রূপে নয়। বাবার বর্সার অধিকারী হয়না। তেমনভাবেই তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাও খুব তাড়াতাড়ি রচনা করে নাও অর্থাৎ নিমিত্ত হও কিন্তু প্রেম পূর্ণ পালনা দিয়ে ঐ আত্মাদের অবিনাশী বর্সার অধিকারী করা , এই সেবায় অনেক কম যোগ্য আত্মারা রয়েছে । *যেমন লৌকিক জীবনে মা সন্তানের পালনা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করে যাতে সে সদা যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে । সর্বদা যাতে সুস্থ থাকে সম্প্রতিবান থাকে। তেমনই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা জগৎমাতা হয়ে এক দুইজন আত্মার মা নয় , জগতের মা , বেহদের মা হয়ে , মন থেকে এমন শক্তিশালী করো যে সর্বদা আত্মারা যেন নিজেদের বিঘ্ন-বিনাশক , শক্তি সম্পন্ন হেল্দি এবং ওয়েল্দি অনুভব করে। এখন এইরকম পালনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে* । এমন পালনাকারী সংখ্যায় অনেক কম আছে। পরিবারের অর্থই হল প্রেম আর পালনার অনুভূতি করা । আত্মারা এইরকম পালনার জন্যে ব্যাকুল রয়েছে । তো বুঝলে - এই বছরে কি করতে হবে ?

*সবার মুখে যেন এই কথাই থাকে যে আমাদের কাছে আত্মীয়দের আমরা পেয়েছি। প্রথমে রিলেশনের অনুভূতি করাও তাহলেই কানেকশন সহজেই ক্রিয়েট হয়ে যাবে। " আমাদের আপনজন - দেব আমরা পেয়েছি " , এমন অনুভূতির টেউ চারিদিকে ছড়িয়ে যাক। তবেই মুখে মুখে এই কথাই থাকবে - যাঁকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছিল তাঁকে পাওয়া হয়েছে। যেমন বাবাকে বিভিন্ন সম্বন্ধের আধারে তোমরা অধিকারী আত্মারা অনুভব করো । তেমনই কষ্টে থাকা আত্মারাও যেন এই অনুভব করে যে যা কিছু পাওনা ছিল , যা কিছু প্রাপ্য ছিল , এঁাদের দ্বারা-ই প্রাপ্ত হবে । তারপর নাম অনেক রকমের বলবে । এমন বায়ুমন্ডলের নির্মাণ করো। মা- ও সন্তানকে পিতার পরিচয় স্বয়ং দেয়। মা নিজেই পিতার সঙ্গে সন্তানের পরিচয় করায়। শুধুমাত্র নিজের সঙ্গে যুক্ত না করে পিতার সঙ্গে অর্থাৎ শিববাবার সঙ্গে কানেকশন জুড়ে দিতে হবে। *শুধু মা- মা করে এমন সন্তান তৈরী করবে না। বরং বাবা-বাবা করা শেখাবে*। বর্সার অধিকারী করে তুলবে। বুঝলে।

যেমন বাবার জন্যে সবার মুখে একটাই কথা থাকে - " আমার বাবা " । তেমনই তোমাদের মতন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জন্যে এই ভাবনা-ই যেন থাকে , যেন অনুভব হয় , যে এই আত্মা হল আমার মা। একেই বলে বেহদের পালনা। প্রত্যেকের জন্যে যেন আপনজনের অনুভূতি হয়। প্রত্যেকে যেন ভাবে এরা হল আমাদের শুভচিন্তক , সহযোগী সেবার সাথী। একেই বলে পিতার সমান স্বরূপ । এই স্থিতিকেই বলা হয় কর্মাতীত স্টেজের রাজসিংহাসনে আসীন । সেবার কর্মের বন্ধনেও কখনও যেন বাঁধা হয়ে যেওনা । আমার স্থান , আমার সেবা , আমাদের স্টুডেন্ট , আমাদের সহযোগী আত্মারা , এইসবও হল সেবার কর্মের বন্ধন । এই কর্মবন্ধন থেকেও কর্মাতীত। তো বুঝেছ - এই বছরে কি করণীয় ? কর্মাতীত হতে হবে এবং "ইনিই হলেন সেই , ইনিই হলেন সবকিছু " এই অনুভব করিয়ে আত্মাদের কাছে আনো। ঠিকানায় আনতে হবে। নিজের বিষয়ে আর সেবার বিষয়েও শোনানো হয়েছে। আত্মা - সবার সংকল্প ছিল কিনা যে এখন কি করতে হবে? কিসের টেউ ছড়িয়ে দিতে হবে । আত্মা ।

এমন স্বরাজ্য অধিকারী , কর্মাভীত স্টেজের রাজসিংহাসনে আসীন , সকলকে কাছে অনুভবকারী , বেহদের প্রেমপূর্ণ পালনা দাতা স্বরূপ , এমন ইষ্ট দেব আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

শক্তি সেনাকে দেখে বাবা আনন্দিত হচ্ছেন। শক্তির সর্বদা বাবার সাথী তাই গায়নও আছে শিবশক্তি । শক্তির সাথে বাবারও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে , তাহলে কস্বাইন্ড হলে তাইনা । শক্তি শিব থেকে পৃথক নয় , শিব শক্তি থেকে পৃথক নয়। এমন কস্বাইন্ড । এক একজন হলে জগৎজিত , কম নয়। সম্পূর্ণ জগতের উপর বিজয় লাভ করো। জগতের উপরে রাজত্ব করবে তো নাকি ! ঐ সেনাতে সৈন্যদল থাকে , দুই দল , চারটি দল। এখানে হল বেহদ । বেহদের বাবার সেনা আর বেহদের উপরে বিজয়লাভ । বাপদাদারও আনন্দ হয় , এক একটি বাচ্চা হল বেহদের মালিক, হদের নয় ।

সব বাচ্চারাই বাবার কথা বলার মুখ তাইনা ? বাবার মুখ অর্থাৎ মুখ দ্বারা বাবার পরিচয় দাতা স্বরূপ তাইজন্যই তো গো-মুখের গায়ন রয়েছে । সর্বদা মুখে যেন বাবা-বাবা শব্দটি থাকে , তাহলেই তো মুখের গুরুত্বও বেড়ে গেল কিনা।

বাপদাদা সব বাচ্চাদের বাবার ঘরের এবং বাবার নিজের শৃঙ্গার বলেন, তাহলে বাবার ঘরের শৃঙ্গার যাচ্ছে , অন্যদের শৃঙ্গার করাতে। কতোজনের শৃঙ্গার করে আনবে ? এক- এককে বাবার সামনে ফুলের তোড়া আনতে হবে। সব রক্ত গুলিই অমূল্য কারণ বাবাকে জেনে যাওয়া আর বাবার কাছে সবকিছুই প্রাপ্ত করা। তো সদা নিজেকে এমন খুশীতে রাখবে আর সবাইকেই এই খুশীর দান করবে। আচ্ছা ।

সঙ্গমযুগ হলই চলার এবং চালানোর যুগ। কোনও কথায় থামবেনা । চলাতেই নিজের এবং সর্বের কল্যাণ নিহিত আছে। সঙ্গমে বাপদাদা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছেন কারণ এইসময়েই বাবা বাচ্চাদের সামনে হাজির থাকেন। স্মরণ করলে আর তিনি হাজির হয়ে যান। দেখেও দেখবেনা , শুনেও শুনবেনা , বাবার শুনে শুনে চলতে থাকো । আচ্ছা ।

লন্ডন গ্রুপের সঙ্গে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার (৮ - ১ - ৮২)

আজ বিশেষ লন্ডন নিবাসী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলনের খাতিরে এসেছেন । এমনিতে সবাই হল বাপদাদার সদা প্রিয় , সবাইকেই বিশেষ মিলনের চান্স প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু আজ হল নিমিত্ত লন্ডন নিবাসীদের সঙ্গে মিলনের প্রোগ্রাম । লন্ডন নিবাসী বাচ্চারা সেবার বিষয়ে হৃদয় ও প্রাণ , নিষ্ঠ ও প্রেম দ্বারা নিজের সহযোগ দিয়েছে আর দিতেই থাকবে। নিজের উড়ন্ত স্থিতির অর্থাৎ উড়ন্ত কলার প্রতি ভালো অ্যাটেনশন আছে। নম্বর অনুযায়ী তো রয়েছেই । তবুও পুরুষার্থের গতি ভালই আছে। (একটি পাখি ক্লাসে উড়ে এল) সবাই ওড়া দেখে খুশী হচ্ছে। এমনভাবেই নিজের উড়ন্ত কলা কতোটা প্রিয় হবে। যখন উড়ছে তখন হলে ফ্রী , স্বাধীন । আর উড়ন্ত স্থিতির পরিবর্তে যখন নীচে এসে যাও তখনই বন্ধনে জড়িয়ে যাও। উড়ন্ত কলা অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত , যোগযুক্ত । তাহলে লন্ডন নিবাসী কি ভাবে ? উড়ন্ত কলা রয়েছে তো ? নীচে এসে যাওনা তো ? যদি নীচে এসেও পড়ো তাও নীচে অবস্থিত আত্মাদের উপরে নিয়ে যেতে , অন্য কারণে নয়। যারা নীচের স্টেজে স্থিত রয়েছে তাদের সাহস এবং উল্লাস প্রদান করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সেবার জন্যে নীচে এসে

উপরে ফিরে যাওয়ার প্র্যাক্টিস আছে কি ? কি ভাবছো ? লন্ডন নিবাসী গ্রুপ হল সর্বদা সদা দেহ এবং দেহের দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে ডিট্যাচ এবং সর্বদা বাবার প্রিয় । একেই বলা হয় পদ্ম ফুলের মতন হওয়া। সেবায় মগ্ন থেকেও ডিট্যাচ এবং প্রিয় হয়ে থাকা। তাহলে ডিট্যাচ এবং লাভলী গ্রুপ তো নাকি ? লন্ডনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবাকেন্দ্র গুলির সম্বন্ধ রয়েছে । তাহলে লন্ডন নিবাসী এই সেবার বৃক্ষের ফাউন্ডেশন হল কিনা। ফাউন্ডেশন দুর্বল হলে সম্পূর্ণ বৃক্ষ দুর্বল হয়ে যাবে তাই ফাউন্ডেশনকে সর্বদা নিজের উপরে সেবার দায়িত্ব সহ অ্যাটেনশন রাখতে হবে। এমনিভেই প্রত্যেকের উপরে নিজের এবং বিশ্বের সেবার দায়িত্ব রয়েছেই । সেইদিন শোনানো হয়েছিল যে সবাই হল দায়িত্বশীল মুকুটধারী । তবুও আজ লন্ডন নিবাসী বাচ্চাদের বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়ানো হচ্ছে । এই দায়িত্বের মুকুট সর্বদা ডবল লাইট স্বরূপ প্রদান করে। ভারী মুকুট নয় । সবারকন্মের ভার মিটিয়ে দেয়। অনুভবী তো হয়েইছো যখন তন-মন-ধন , মন্সা-বাচা-কর্মণা সর্বরূপেই সেবাধারী হয়ে সেবায় বিজি থাকো তো সহজেই মায়াজিত , জগৎজিত হয়ে যাও। দেহের ভান স্বতঃই , সহজেই ভুলে থাকতে পারো , পরিশ্রম করতে হয়না। অনুভব আছে কি ? সেবার সময়ে বাবা এবং সেবা ছাড়া আর কিছুই মাথায় থাকেনা। খুশীতে নাচতেই থাকো। তাহলে এই দায়িত্বের মুকুট হল হাঙ্কা তাইনা ? অর্থাৎ হাঙ্কা অনুভব করায় এমন মুকুট তাই বাপদাদা সব বাচ্চাদের রুহানী সেবাধারী নামের টাইটেল-টি বিশেষ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন । বাপদাদাও রুহানী সেবাধারী হয়ে সেবা করতে আসেন। তো যেই রূপ বাবার সেই স্বরূপটি বাচ্চাদের । তাহলে সবাই ডবল বিদেশী মুকুটধারী হয়েছ তো তাইনা ? বাবা সমান সর্বদা রুহানী সেবাধারী । চোখ খুলতেই , মিলনের উৎসব পালন করে সেবার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছ। সুপ্রভাত দিয়ে সেবা আরম্ভ হয় আর শুভরাত্রি পর্যন্ত সেবা আর সেবা চলে। যেমন নিরন্তর যোগী , তেমনই নিরন্তর রুহানী সেবাধারী । *সেই সেবা কর্ম দ্বারা করো তবু কর্ম দ্বারা আত্মাদেরকে রুহানী শক্তি প্রদান করো কারণ কর্মের সাথে মন্সা সেবাও করছো। তো কর্মণা সেবার দ্বারাও রুহানী সেবা - ই করো। ভোজন তৈরী করার সময়ে রুহানীয়তের(রুহ-এর নিয়ং = আত্মার স্বভাব বা স্বধর্মে স্থিত) শক্তি ভোজনে ভরে দাও ফলে ভোজন ব্রহ্মা-ভোজনে পরিণত হয়ে যায় , শুদ্ধ অল্পের ভোজনে পরিবর্তিত হয়। প্রসাদের রূপে পরিণত হয়। তো স্থূল সেবায়ও রুহানী সেবা ভরা রয়েছে । এমন নিরন্তর সেবাধারী , নিরন্তর মায়াজিত স্বরূপে , বিঘ্ন-বিনাশক রূপে পরিণত হয়*। তাহলে লন্ডন নিবাসীরা হল কে ? নিরন্তর সেবাধারী । লন্ডনে মায়া আসে নাকি মায়াকেও লন্ডন ভালো লাগে ? আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদান : নিমিত্ত ভাবের অভ্যাস দ্বারা নিজের এবং সকলের উন্নতি করে , এমন নেয়ারে এবং পেয়ারে (ডিট্যাচ ও লাভলী) ভব ।

ব্যখ্যা : নিমিত্ত হওয়ার পাট সর্বদা নেয়ারা পেয়ারা অর্থাৎ ডিট্যাচ এবং প্রিয় রূপে পরিণত করে। যদি নিমিত্ত ভাবের অভ্যাস স্বতঃতই এবং সহজ হয় তবে নিজের উন্নতি এবং সকলের উন্নতি প্রতিটি পদক্ষেপে সমাযিত রয়েছে । ঐ আত্মাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ধরনীতে নয় কিন্তু স্টেজের উপরে রয়েছে । নিমিত্ত আত্মাদের সর্বদা এই স্মৃতি স্বরূপে থাকে যে তারা বিশ্বের সামনে বাবার সমান উদাহরণ স্বরূপে রয়েছে ।

শ্লোগান : সুখদাতার সন্তান সর্বদা সুখের ঝুলায় ঝুলতে থাকো , দুঃখের প্রবাহে এসো না ।

*তপস্বী মূর্ত হও :

নিজের তপস্বী স্বরূপ দ্বারা নিজের পুরানো অবশেষ রূপী বিকর্ম গুলি ভস্ম করো , তারই সঙ্গে প্রতিটি আল্মার তমোগুণী সংস্কার এবং প্রকৃতির তমোগুণ ভস্ম করতে সকাশ প্রদানের সেবা করো। যেমন চিত্রে শংকরের তপস্বী স্বরূপ দেখান হয়েছে , তেমনই একরস স্থিতির আসনে বিরাজিত হয়ে নিজের তপস্বী রূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখাও* ।

" মিষ্টি বাচ্চারা -- কার্য ব্যবহারে ব্যস্ত থেকেও বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে রাখবে , এই হল সত্যিকারের যাত্রা , এই যাত্রায় কখনও ক্লান্ত হবে না "

প্রশ্ন -- ব্রাহ্মণ জীবনে উন্নতির জন্যে কোন্ শক্তির প্রয়োজন ?

উত্তর -- অনেক আত্মাদের আশীর্বাদের শক্তিই হল উন্নতির সাধন। যত অনেকের কল্যাণ করবে , বাবার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান-রত্নগুলি যত দান করবে তত অনেক আত্মাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন যে , বাচ্চারা ধন থাকলে সেন্টার খোলো । হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খোলো। তাতে যাদের কল্যাণ হবে তাদেরই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে।

গান : রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না

ওম্ শান্তি । গানের অর্থ তো বাচ্চাদের নিজে থেকেই বুদ্ধিতে আসা উচিত । এখন আমরা সবাই হলাম রুহানী যাত্রী । ভগবান বাবার কাছে আত্মাদের যেতে হবে। এমন বলা হবেনা যে জীবাত্মারা (দেহ সহ আত্মা) ফিরে যাবে। জীব আত্মাদের এই দেহ ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। মানুষ মরলে বলা হয় অমুক বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে। কিন্তু তোমরা জানো - ভাল বা খারাপ সংস্কার অনুযায়ী পুনর্জন্ম নিতে হয়। খারাপ সংস্কারের জন্যে তোমাদের মাথায় পাপের বোঝা রয়েছে । সে এই জন্মের হোক বা জন্ম-জন্মান্তরের হোক । সেইসব এখন তোমাদের যোগবলের দ্বারা ভস্ম করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা - একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। কাম চিতায় বসে পাপাত্মায় পরিণত হয়েছে এবং এই যোগ অগ্নি দ্বারা নির্মিত পাপের বোঝা ভস্ম হয়। তো ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানে যে আমরা হলাম যাত্রী । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে , ধান্না ইত্যাদি করে আমাদের বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে থাকে যেন আমরা যাত্রায় রয়েছি। এই যাত্রায় ক্লান্ত হবেনা , অনেক পুরুষার্থের প্রয়োজন রয়েছে । জ্ঞান তো হল খুবই সহজ। প্রাচীন ভারতের যোগের খুব মহিমা আছে। কিন্তু ঐ গীতাপাঠীরা কখনও এই কথা বলেনা যে শিববাবা যোগ শেখান। গীতায় দেখানো হয়েছে একমাত্র অর্জুনকে কৃষ্ণ বসে জ্ঞান শুনিয়েছেন । এমন তো কোনো কথা নেই। এইতো হল মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে এবং পান্ডব সেনা রয়েছে নিশ্চয়ই , পান্ডবদের সেনা জ্ঞান প্রাপ্ত করে আর পান্ডবপতি জ্ঞান দান করেন। মানুষদের এইসব জানা নেই। *ভবিষ্যতে অনেকে বলবে বরাবর গীতার ভগবান পাঁচ হাজার বছর পূর্বে জ্ঞান দিয়েছেন । কিন্তু এই কথা জানা নেই কে দিয়েছেন। কল্পের আয়ুও জানা নেই। নিজের নিজের মতামত দিতেই থাকে - গান্ধী গীতা , ট্যাগোর(রবীন্দ্রনাথ) গীতার ভেতরে নাম লেখা থাকে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ অর্জুনের প্রতি। লড়াইও দেখান হয়। কিন্তু লড়াইয়ের কথাই নেই। এখানে তোমার হল যোগবলের কথা। তারা নাম দিয়েছে লড়াইয়ের । যেমন চন্দ্রবংশী রামকে বাণ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে জ্ঞান বাণের কথা বলা হয়েছে। সে ফেল করেছে তাই চিহ্ন দেওয়া হয়েছে* । তো ত্রেতাযুগী রাম-সীতার চিত্র দিতে হবে। বংশ হয় কিনা। সূর্য্যবংশী , চন্দ্রবংশী । *গীতায় এমন কথা লেখা নেই যে ভগবান গীতা শুনিয়ে সূর্য্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করেছেন*। এইরূপ তো নিশ্চয়ই আছে আদি সনাতন

দেবীদেবতা ধর্মের শাস্ত্র , তারা হিন্দু বলে দেয়। নিজেকে দেবীদেবতা ধর্মের পরিচয় দিতে পারেনা কারণ অপবিত্র হয়েছে । এই যে বলা হয় মিথ্যে মায়া , মিথ্যে কায়া ... সে তো একেবারেই ঠিক কথা। মিথ্যা খন্ডে মিথ্যেই থাকবে। সত্যখন্ডে আছে সত্য। যিনি সত্যখন্ড স্থাপন করেন তিনিই সত্য বলেন। ভারত যে পূজ্য ছিল এখন পূজারী হয়েছে । পূজ্য যারা হয়ে চলে গেছে , তাঁদেরই পূজো করছে। যে পূজ্য বংশ ছিল তারা-ই এখন পূজারী তাই গাওয়া হয় নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী । পূজ্য ডিনায়েস্টি ছিল , এখন কলিয়ুগে আছে পূজারী , শুদ্র ডিনায়েস্টি । সূর্য্যবংশী কুল , চন্দ্রবংশী কুল। তোমাদের বোঝানো হয় যে ভারত এমন ছিল। চিত্র তো আছে তাইনা । সত্যযুগে ভারত ধন সম্পন্ন ছিল। *এই বেহদের হিন্দী-জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। এই বর্ণও বোঝাতে হবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ উঁচুর চেয়ে উঁচু , একেই বলা হয় নতুন উচ্চ বর্ণ । বিবাহ ইত্যাদির সময়েও কুল দেখা হয় কিনা। তো তোমাদের কুল অনেক উঁচুতে । যদিও ঐ ব্রাহ্মণ তো দুনিয়াতে অনেক আছে কিন্তু সঙ্গমে ব্রাহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ কুল হয়*। তারা এইসব জানেনা , এই কথা তো হল নতুন তাইনা । মানুষ ভাবে এদের বোধহয় কোনো নতুন গীতা আছে। এই কথাতো তোমরা জানো যে বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । আমরা সে-ই দেবতায় পরিণত হচ্ছি । আমরা রাজস্ব স্থাপন করছি, এমন কেউ বলতে পারেনা। তারা তো যারা পাস্ট হয়ে গেছে তাদের কাহিনী বসে শোনায়। এখানে আমরা গীতার মহিমা করি। তো মানুষ ভাবে এরা গীতাকে মানে। তোমরা জানো ঐ হল ভক্তি মার্গের গীতা। কিন্তু যিনি গীতা শুনিয়েছেন , তাঁর কাছে তোমরা এখন ডাইরেক্ট শুনছ। বানর সেনাও বিখ্যাত রয়েছে । * চিত্রও দেখান হয় হিয়ার নো ইভিল , সী নো ইভিল এখন বানরদের তো এই কথা বলা হবেনা । নিশ্চয়ই মানুষদের জন্যই বলা হবে। যদিও চেহারা মানুষের মতন কিন্তু চরিত্র হল বানরের মতন *তাই হিউমান বানরদের বলা হয় - খারাপ কিছু শুনো না , কান বন্ধ করে নাও*।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে এই হল পুরানো শরীর কিছু না কিছু হতেই থাকে। কারো স্ত্রী মারা গেলে বলা হয় পুরানো জুতো গেল , নতুন কেনা যাবে। শিববারা তো পুরানো জুতো-ই চাই। নতুন জুতো অর্থাৎ নতুন দেহে তো আসবেন না । যে সব নতুন ছিল সেইসবই এখন পুরানো হয়েছে। বাবা বলেন এক নম্বরে ইনিই ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। যে নম্বরওয়ান পবিত্র , সর্বগুণ সম্পন্ন তাকেই পতিত হতে হয় , তারপরেই পবিত্র হয়। ৮৪ জন্মের হিসেব রয়েছে কিনা । নিজেই পূজ্য ... সে-ই শ্রী নারায়ণ যখন নিজেই পূজারী হয় তখন বসে নারায়ণের পূজো করে। আশ্চর্য কিনা। পরের জন্ম গুলিতেও লক্ষ্মীনারায়ণের পূজো করতেন। কিন্তু দেখা যায় যে লক্ষ্মী দাসী রূপে পা টিপছেন তো দেখে ভাল লাগেনি। তো লক্ষ্মীর চিত্র সরিয়ে শুধু নারায়ণের চিত্র রাখা হয়েছে । সেই আত্মা পুনরায় পূজারী থেকে পূজ্য হয় , ততস্বম্ । শুধু একজন তো হবেনা , তাইনা । সত্যযুগে বাচ্চা জন্ম নিলে সেও প্রিন্স প্রিন্সেস হবে তাইনা । এখন বাচ্চারা , তোমাদের পিতা তোমাদের শৃঙ্গার করাচ্ছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। জানো কি আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। পুনর্জন্ম সত্যযুগেও হবে। এখন স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা জানো কি সঠিক এমন অটল-অখন্ড , সুখ-শান্তির রাজস্ব ছিল। তোমরা কাউকেও এই কথা বোঝাতে পারো যে আমরা রাজযোগ প্র্যাক্টিকালে শিখছি। কেউ বলে অমুক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে আমরা খুব শান্তি পেয়েছি কিন্তু এইটি তো হল অল্পকালের ঝগিকের শান্তি । তাও ১০-২০ জনের জন্যে । এখানেতো সম্পূর্ণ দুনিয়ার কথা বলা হচ্ছে । সত্যিকারের শান্তি তো সত্যযুগেই থাকে। যারা সেয়ানা বাচ্চা তারা কল্প পূর্বের মতন নিজের পুরুষার্থ করছে। অনেক নতুন গোপিকাদের ঘরে বসে একবার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তাতেই তাদের

খুশীর পারদ উঁচুতে উঠে গেছে। গতকাল এক যুগল (couple) বাবার কাছে এসেছিল , বাবা বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে বেহদের বর্ষা নেবে না নাকি ? অর্ধকল্প নরকে দুঃখ ভোগ করেছ , এখন এক জন্ম বিষ ছাড়তে পারবেনা ? স্বর্গের মালিক হতে পবিত্র হবেনা । তারা বলল - ডিফিকাল্ট আছে । বাবা বললেন কাম চিতায় বসতে দৈহিক ব্রাহ্মণ তোমাদের বন্ধনে বেঁধেছে , এখন তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে স্বর্গের মহারাজা মহারানী হও। তখন বলল আপনাকে সাহায্য করতে হবে । বাবা বললেন - শিববাবাকে স্মরণ করলে নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে। তারা বলল নিশ্চয়ই স্মরণ করব। ঝট করে বাবার কাছে বন্ধন বেঁধে আংটিও পরে নিল। ইনি হলেন বাপদাদা তাইনা । বেহদের বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা পবিত্র না হলে স্বর্গেও যেতে পারবেনা । এই অস্তিম জন্ম পবিত্র না হলে তোমরা রাজস্ব হারাবে। এতটুকু সময়েও তোমরা পবিত্র হতে পারছো না ! বাবা তোমাদের জ্ঞান - যোগের দ্বারা শৃঙ্গার করছেন। তোমরা এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হও। *যদি বাবার কথা অবমাননা করবে তাহলে ধরে নেওয়া হবে এদের মতন মহামূর্থ দুনিয়ায় আর কেউ নেই। এক হল হদের মূর্থ , আরেক হল বেহদের মূর্থ* । এখানে এমন আত্মারা বসতে পারবেনা , যারা বায়ুমন্ডল অশুদ্ধ করে। *হংস মন্ডলীতে স্লেচ্ছ বসতে পারেনা*। বাবা কত শৃঙ্গার করে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত করেন আর মায়া পুনরায় কাঙাল করে ওয়ার্থ নট এ পেনী(কড়ি তুল্য) করে দেয়। যদিও কারো কাছে ৫০ কোটি আছে তবুও ওয়ার্থ নট এ পেনী হল কারণ এইসব তো ভস্ম হবে। সাথে তো সত্যিকারের জমা ধন-ই যাবে।

বাবা পরামর্শ দেন বাচ্চারা সেন্টার খোলো। বসে মানুষের শৃঙ্গার করো। কিন্তু ইউনিভার্সিটি কাম হসপিটাল যে খুলবে সে যেন ভাল হয় , যাতে সে বোঝাতে পারে বা অন্য কেউ খুলে দিলে সে বসে বোঝাবে। তো তাদের আশীর্বাদেও ভরপুর হয়ে যাবে। শক্তি তো পাওয়াই যায়। ২১ জন্মের জন্যে লাভ আছে। এমন কেউ রয়েছে কি যে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলেনা। পদে-পদে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত । বিঘ্ন তো আসবেই । বাঁধেলি (বন্ধনযুক্ত) গোপিকাদের উপরে কত অত্যাচার হয় , এইসবে নির্ভয় থাকতে হবে। বাবার মহিমা রয়েছে - নির্ভয় , নির-ব্যার(কোনো বৈরিতা নেই) আমাদের কারো সঙ্গে বিদ্বেষ নেই। বাবা শৃঙ্গার করেন তো ওনার সার্ভিস স্বীকার করা উচিত । বাবা আপনার শ্রীমত অনুযায়ী আমরা কেন চলবনা ! এই পথে তো আমাদেরই কল্যাণ রয়েছে । আমাদের পরে বাচ্চাদেরও কল্যাণ রয়েছে । প্রত্যেককে সত্যিকারের যাত্রার পথ বলে দেওয়া উচিত । ঝগড়াঝাঁটি হবে , অবলাদের সহ্য করতে হবে । না শুনলে বুঝতে হবে আমাদের কুলের নয়। পরিশ্রম করতে হয়। কোথা থেকে আমাদের কুলের কোনো আত্মা বেরিয়ে আসবে তারপর সে শুধু প্রজা হওয়ার যোগ্যতাই রাখুক । অন্যদেরও প্রজা হওয়ার যোগ্য করে তুললেও ভাল কথা। প্রজাও তো তৈরী করতে হবে। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করা , এই কাজটি বাবা ছাড়া কেউ করতে পারবেনা । তোমরা হলে উঁচুর থেকে উঁচু ব্রাহ্মণ । তারা হল নীচু থেকেও নীচু , তোমরা হলে হংস ওরা বক পাখি। তো ঝগড়াঝাঁটি নিশ্চয়ই হবে । অত্যাচার হবে। মায়া রাবণ সবাইকে ধ্বংস করেছে , বাবা এসে সবাইকে গড়ে তুলছেন। সলভেন্ট করেন। ভবিষ্যতে বাদশাহী তোমার হবে। লড়াইয়ের পরে ভারত সমৃদ্ধ হবে, তারা তো জানেই না যে এই মহাভারত লড়াইয়ের পরে ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। তো এখন বাচ্চাদের খুবই ভাল পুরুষার্থ করতে হবে। ভাষণও রিফাইন করা উচিত। *শঙ্খ-ধ্বনি করতে হবে। নাহলে বলবে এদের কাছে শঙ্খ নেই। যদিও পদ্ম ফুলের মতন রয়েছে , চক্রও রয়েছে কিন্তু শঙ্খ নেই। বাবা বলেন জ্ঞানী তুমি আত্মা হলে আমার প্রিয়। গোপিকারাও মুরলীতে মত্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণ তো মুরলী শোনায়নি। এই হল কৃষ্ণের

আত্মার অন্তিম জন্ম অর্থাৎ শেষ জন্ম। যে চক্র ঘুরে এসেছে , এবার নলেজ পেয়েছে*। তোমরা জানো এই হল পুরানো দুনিয়া , একেই ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছে। বিনাশের পূর্বে পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করছো। যদি ত্যাগ করবেনা তো নতুন দুনিয়ার সাথে যোগও লাগবেনা । রাবণপুরীতে ৬৩ জন্মের দুঃখ ভোগ করো। এখন এই দুনিয়াকে ত্যাগ করো। দেহ সহ যা কিছু আছে সেইসব কিছু ত্যাগ করে তুমি আত্মা একা হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। আত্মা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) জ্ঞানী তুমি আত্মা হয়ে শঙ্খ-ধ্বনি করতে হবে। প্রত্যেককে সত্যিকারের যাত্রা শেখাতে হবে। নিজের প্রজা তৈরী করতে হবে।

২) বুদ্ধি দ্বারা পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে, নতুন দুনিয়ার সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। নির্ভয় , নির-ব্যার অর্থাৎ বিদ্রোহ শূন্য হতে হবে।

বরদান --: প্রতিটি কর্মে বাবার সঙ্গ সঙ্গী রূপে অনুভবকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব।

ব্যখ্যা : সবচেয়ে সহজ এবং নিরন্তর স্মরণের সাধন হল -- সর্বদা বাবার সঙ্গ অনুভব হওয়া । সঙ্গের অনুভূতি স্মরণের পরিশ্রমকে কম করে দেয়। যখন সঙ্গে রয়েছে তখন স্মরণে থাকবেই। কিন্তু এমন নয় যে শুধু সঙ্গে বসে আছে বরং সঙ্গী রূপে রয়েছে অর্থাৎ সহযোগী রূপে। যে শুধু সঙ্গে থাকে সে ভুলেও যেতে পারে কিন্তু সঙ্গী হলে কখনও ভোলেনা। তো প্রতিটি কর্মে বাবা হলেন এমন সাথী যে মুশকিলকেও সহজ করে দেন। এমন সঙ্গীর সঙ্গ সর্বদা অনুভব হলে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্নোগান --: বিশেষ আত্মা হতে হলে বিশেষত্ব-ই দেখো আর বিশেষত্বের-ই বর্ণনা করো।

তপস্বী মূর্ত হও :-

তপস্বী বৃক্ষের তলে বসে তপস্যা করে। তোমরাও এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের তলায় শিকড়ে বসে আছো এবং তপস্যা করছো। বৃক্ষের তলায় বসলে সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ বুদ্ধিতে এসে যায়। তো নলেজফুল হয়ে সম্পূর্ণ বৃক্ষকে শক্তির জল দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধকল্প ধরে তোমাদের মধ্যে যে ৫ বিকারের অসুস্থতা ছিল তা এখন শেষের মুখে , এইজন্য অপার খুশিতে থাকা উচিত "

প্রশ্নঃ - তোমাদের বাচ্চাদের কি ধরনের শখ থাকা উচিত , কোন্ কথায় তোমাদের কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয় ?

উত্তরঃ - বাবার থেকে বিশ্ব মালিকানার উত্তরাধিকার পুরোপুরি প্রাপ্ত করার শখ থাকা উচিত । মানুষের অনেকরকম হবি থাকে । সেইসব তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে । তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান , বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে এইজন্য এই শরীরের সাথে যুক্ত সমস্ত রকম জিনিস তোমাদের ভুলে যেতে হবে । পেটের জন্য লাগবে দুটো রুটি আর বুদ্ধিকে জুড়ে নিতে হবে নতুন দুনিয়ার সাথে ।

গীতঃ- ঝড় তাদের কি করতে পারে যাদের সাথী ভগবান ...

ওম্ শান্তি । বিশেষ প্রিয় , অটল , মহাবীর সব বাচ্চারা বুঝতে পারছেন, মনে বিভিন্ন রকমের ঝড় আসবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় , অসুস্থতা প্রভৃতিও আসবে, কারণ এখন হল শেষ পর্যায়েরই চূড়ান্ত প্রস্তুতি (পিছারীকা পম্প) । মায়া তার প্রবল শক্তি নিয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । যাদের নিশ্চয়বুদ্ধি মজবুত তারা জানে শরীরের হিসেবনিকেশও মিটে যাবে । যখন তোমরা কোনও রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠো , তোমাদের খুব আনন্দ হয় যে , এই রোগ থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে । তোমরা জানো আর মাত্র কিছু দিনই বাকি আছে । পাঁচ বিকারের এই অসুখে তোমরা অর্ধকল্প ধরে ভুগছ যার জন্য মানুষ অজামিল নামক মহাপাতকের মতো পাপাত্মায় পরিণত হয়েছে । এই দুনিয়া আর মাত্র কিছু দিনের । এই অসুখ শেষ হওয়ার মুখে । দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানেনা । তারা আসুরিক বুদ্ধির । চরম দুর্দশায় তারা হায় হায় করতে থাকে । তোমরা এই ঘটনা দেখতে থাকবে । এইসমস্ত ব্যাপারে তোমাদের কোনও যোগ নেই । এইসব নতুন কোনও কথা নয় , এই সবকিছু হতে হবে । এতে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই । খুবই অল্প সময় অবশিষ্ট আছে । পেটের জন্য কেবল দুটো রুটিই যথেষ্ট । তোমাদের শখ এখন বাবার থেকে বরসা নেওয়ার । মানুষের বিভিন্ন রকমের শখ থাকে । এখানে তোমাদের সেরকম কোনও শখ রাখা উচিত নয় । শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু ভুলে যাও । এখন আমরা ভগবানের হয়েছি । বাবা, সাজনের সাথে আমাদের ফিরে যেতে হবে । এই সাজনও বড় বিচিত্র , তাঁর কোনও আকার নেই । তিনি নিরাকার হওয়াতে তাঁকে যথার্থরূপে কেউ স্মরণ করতে পারেনা । এই হলো নতুন পদ্ধতি । আত্মাকে পরমাত্মার স্মরণ করতে হবে । অর্ধকল্প ধরে তোমরা তাঁকে এইভাবে স্মরণ করনি । সত্যযুগে শুধু এইটুকুই বুঝতে যে আমরা আত্মা ; এছাড়া অন্য কোনও জ্ঞান ছিলনা । আমি আত্মা , এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করি । এখানে আত্মাকে পরমাত্মা বানিয়ে দিয়েছে ; তারা বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী । এখন যেমন এই পুরনো দুনিয়া তোমাদের জন্য নয় । বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার সাথে জুড়ে আছে । কেউ নতুন ঘর তৈরী করলে যেমন তার বুদ্ধি পুরনো ঘর থেকে সরে নতুন ঘরের সাথে জুড়ে যায় । এখন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অধিবেশন ইত্যাদি করে অথচ একজনেরও বুদ্ধিযোগ পরমপিতা পরমাত্মার সাথে জুড়ে নেই । তোমরা এখন বাবাকে খুঁজে পেয়েছ যিনি তোমাদের শেখাচ্ছেন । তিনি জ্ঞানেশ্বর এবং তিনিই যোগেশ্বর । ঈশ্বর যিনি নিজের সাথে

যোগ লাগানো শেখান , জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই জ্ঞান আছে । তিনিই একমাত্র জ্ঞান এবং যোগ শেখাতে পারেন । যাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে , তারা বুঝতে পারে এই দুনিয়াতে তারা অল্প সময়ের জন্য আছে । আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । নাটকে যেমন অ্যাক্টররা জানে তারা সেখানে অল্প সময়ের পার্ট প্লে করছে এবং তারপরে তারা ফিরে যাবে । তারা দ্রুতগত তাদের ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখে । তোমাদের ঘড়ি বেহদের । তোমরা জানো এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম । সুতরাং , তোমাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত - আমরা এই পুরনো শরীর ছেড়ে বিশ্বের প্রিন্স প্রিন্সেস হতে যাচ্ছি । আমাদের মাঝমা বাবাও প্রিন্স প্রিন্সেস হবেন । তোমাদের বাচ্চাদের দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে (দৌড়ে) বিজয় মালার প্রথম সারিতে আসতে হবে । যদি বাবাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তবে বাবা বলতে পারবেন , তোমার চলন এইরকম, যাতে বোঝা যায় তুমি নিশ্চয়ই বিজয়মালাতে খুব কাছে আসবে । তোমরা নিজেরাই নিজেদের বুঝতে পারবে , আমরা কতদূর পর্যন্ত পাশ করব । কেউ কেউ মনে করে যে তারা কখনও পাশ করবেনা । যদিও আমি বাবার বাচ্চা এবং আমি সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছি , বাবার কোলে বসে আছি তবুও যদি আমি কোনও কিছু ধারণ করতে না পারি , আমি উঁচু পদ লাভ করতে পারব না । যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সেবা করছে তারা এখানে যারা আছে তাদের থেকে ভালো পদ পেতে পারে । এইরকম দেখাও যায় তারা তীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । শুধু বাবার সাথে থাকলে কিছু বেশী লাভ হয় । মেঘ সাগরের কাছে আসে , নিজেদের পূর্ণ করে এবং তারপর গিয়ে সর্বত্র বর্ষণ করে । মুরলি চতুর্দিকে যায় । তোমরা মুরলি শোন আর তারপরে অন্যদের শোনাও । যারা ভালো সার্ভিস করে তারা উঁচু পদ লাভ করে । এতে অনেক মেহনত লাগে । যদি তোমরা এখানে মেহনত না করো তোমরা ভূপতিত হবে , সবকিছু নির্ভর করছে তোমার মেহনতের উপর । নিজের নাড়ি স্পন্দন নিজেই দেখা যায় । বুঝতে পারবে যে এই পুরুষার্থ দ্বারা আমি কি পদ পেতে পারব । যদি তোমরা এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদ না লাভ করতে পারো তবে কল্পে কল্পে এইরকম পদই পাবে । এই হলো বেহদের ড্রামা । এখন তোমরা বেহদের বুদ্ধি লাভ করেছ । বেহদের আদি -মধ্য -অন্তকে জানা খুবই আনন্দের । তবে মায়ার ঝড় এমনই যে তোমাদের দিয়ে কিছু না কিছু ভুল করিয়ে দেয়, ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া জয় করে নেয় । তোমরা আরও যত এগোবে তোমাদের বুদ্ধিও ততই বাড়বে , তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে । এখন দিল্লিতে ধর্মীয় কনফারেন্স হয় । কনফারেন্সে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন । কনফারেন্স শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে থেকেই সকলের সাথে সকলের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় । কনফারেন্সের যারা মাথা সর্বপ্রথম তাদের একটা ছোট কমিটি মিটিং হয় , তারপরে বড় কনফারেন্স হয় । পোপ ইত্যাদির জন্য সবরকম সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে । এনাদেরও কনফারেন্সের ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা -ভাবনা থাকে । সেইজন্য এইরকম কনফারেন্সে খুব বুদ্ধিমান , অভিজ্ঞ বাচ্চাদের যাওয়া প্রয়োজন এবং সেখানে আমন্ত্রিত বড় বড় ব্যক্তিদের বোঝানো উচিত । সর্বপ্রথমে ঠিক করে নিতে হবে বিষয়বস্তুর মূল কি - 'বাবা এসেছেন' । এর পূর্বে দেবী-দেবতা ধর্ম সম্পর্কে কেউ জানত না । এখন তোমরা খুশি যে , দেবীদেবতা ধর্মেরও মাথা আছেন । যাঁরা জ্ঞানে পরিপক্ব তাঁরা মনে করেন যে এখন সেই ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা যায় - "আমাদের বলুন , সব ধর্মের মধ্যে বড় ধর্ম কি ?" সেই ধর্মেরই হেড বানানো উচিত । তোমরা বি .কে .-রা সবার মাথা । তোমরা জগত্ মাতা । পদও মাতাদের । এটা দেখানোও হয় যে , কুমারীরা বাণ মেরেছে ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিকে । এই কুমারীদের সামনে প্রত্যেককে আসতেই হবে । সেইজন্য তোমাদের বোঝাতে হবে উঁচু থেকেও উঁচু কে । তখন তাঁরা বুঝবেন ভগবান যে সর্বব্যাপী সেই জ্ঞান মিথ্যা । এখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে । বাবার পরিচয় দেওয়া তোমাদের জন্য নতুন কিছু নয় । ভালো ভালো বাচ্চারাই এই নেশায় মেতে থাকে যে , এই

পার্ট আমরা অনেকবার প্লে করেছি। এই পুরনো দুনিয়ার এখন বিনাশ হবে। এই পুরনো শরীর ছেড়ে নতুন করে আবার তোমরা তোমাদের পার্ট প্লে করবে। তোমাদের বুদ্ধি এখন বিশাল এবং অসীম। তোমাদের পুরনো সেই বস্ত্র ত্যাগ করতেই হবে এবং তারপরে তোমাদের ৮৪ জন্মের জন্য নতুন বস্ত্র নিতে হবে। এইসব তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদা থাকা উচিত। প্রত্যেক পার্টধারীর নিজের নিজের পার্টের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা উচিত। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে নিজেদের পার্ট প্লে করেছ। সৃষ্টির এই খেলা এখন শেষ হয়ে এসেছে। এই বস্ত্রও এখন জরাজীর্ণ। দুনিয়াও তমঃপ্রধান। যখন আমাদের রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে, তখন বিনাশও শুরু হবে। আমরা গিয়ে পরবর্তী জন্মে বিশ্বের মালিক হয়ে যাব। এখানে যারা পড়ে তাদের এই জন্মেই লাভ হয়। এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে তোমরা গিয়ে দৈবী জন্ম নেবে এবং তারপরে ঋদ্রিয় জন্ম নেবে। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে ফোঁটায় ফোঁটায় সরু ধারায় বইতে থাকলে একমাত্র তখনই তোমাদের খুশির পারা উঁচুতে থাকবে। যারা ভালো পুরুষার্থী হবে এই জ্ঞান ক্রমাগত তাদের বুদ্ধিতে চলতে থাকবে। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমাদের কর্ম করতেই হবে। তারপরেই তোমরা স্মরণের চার্ট বাড়াতে পারবে। এর জন্য রাতের সময় খুব ভালো। সেই সময় কোনও ক্লান্তি থাকেনা। যদি তোমরা সর্বদা এই স্থিতিতে না থাকো, তখন তুফান আসলে, তারা তোমাদের অবসন্ন করে তুলবে। না চাইলেও তুফান এসে যায়, তোমায় ক্লান্ত বানায়। যেমনই হোক, তোমরা যদি ক্রমাগত বাবাকে স্মরণ করো এবং ক্রমাগত এই বিষয়ের নির্যাসটুকু মনের মধ্যে লালন করো, তোমাদের মাথা জ্ঞানে ভরপুর হবে। এটা বাবার অনুভব যে, ঝড় অনেক আসবে। তোমরা যত শক্তিশালী হবে মায়া ততই তোমাদের নীচে নামাবে। এই হলো আইন। বাবা বলেন মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী কেননা সে তার রাজস্ব হারাচ্ছে, সুতরাং সে নানারকম ঝড়ের সৃষ্টি করবে। তাকে ভয় পেয়োনা। যদি শরীরের কিছু হয় তবে সেটা কর্মভোগ। তোমরা এতে একদম দমে যেওনা। এই হলো অন্তিম শরীর। খুব অল্প সময় বাকি আছে। এইভাবে স্মরণের দ্বারা তোমরা খুশিতে থাকবে। ড্রামাতে তোমরাই সবচেয়ে বেশী উঁচু পদাধিকারী কারণ তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে রয়েছ। তোমাদের মধ্যেও যারা ভালো পুরুষার্থী তাদের মতো সৌভাগ্যশালী কেউ নেই। এই ঈশ্বরীয় সুখ অনেক উন্নতিসাধন করে। তোমরা বোঝাতে পারো যে, ভারত স্বর্গ ছিলো, অবিনাশী খণ্ড ছিলো এবং সেই সময়ে অন্য কোনও ধর্ম ছিলোনা। সব ধর্ম পরে পরে এসেছে। সূর্যবংশীয় রাজস্ব সমাপ্ত হলে তারপর চন্দ্রবংশীয় রাজস্ব হয়। সেইসব হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। এখন তোমরা জেনেছ। কেউ জানেনা সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ এবং সেখানে তখন দুই কলা কমে সেই সুখও কমে যায়। এই জ্ঞান যদি সত্যযুগেই তোমাদের মধ্যে থাকত তবে ভিতরে ভিতরে তোমরা আটকে যেতে। তোমাদের বিবেক বুদ্ধি দংশন হত যে তোমরা নীচের দিকে নেমে আসছ। তোমরা তোমাদের রাজস্ব আনন্দে কাটাতে পারতে না। রাজ্যপাট ভালো লাগত না। এখানেও কেউ কেউ বলে যে তারা স্বর্গের মালিক হবে কিন্তু সেই তাদেরই আবার নীচে নেমে আসতে হবে। কিন্তু তবুও সেখানে রাজধানী পাওয়ার খুশি থাকে। এখন বাবা তোমাদের ত্রিকালদর্শী তৈরী করছেন। এমনকি লক্ষ্মী নারায়ণ, যাঁরা স্বর্গের মালিক তাঁরাও ত্রিকালদর্শী নন। একমাত্র সঙ্গমেয়ুগে এসেই বাবা তোমাদের তৃতীয় নয়ন প্রদান করে ত্রিকালদর্শী বানান। দেবতাদের কেন অলঙ্কার দেওয়া হয়? কেননা তাঁরা সম্পূর্ণ স্থিতিতে থাকেন। ব্রাহ্মণেরা ক্রমাগত ওপরে ওঠে এবং নামে। কিভাবে তাঁদের অলংকার দেওয়া যায়? এটা ঠিক শোচনীয় নয়। এইসব ড্রামার আশ্চর্যজনক রহস্য। একমাত্র ব্রাহ্মণই স্বদর্শন - চক্রধারী। এই জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা দেবতা তৈরী হও। এই সময় তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। এইসব তোমাদের শিরোনাম। এই সমস্ত কথা বোঝার এবং পরে বোঝাতে হবে। সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দাও। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ। তাঁর

নামই গড ফাদার । তোমরা বলতে পারোনা যে গড ফাদার সর্বব্যাপী । তিনি পিতা । আমরা এমনও লিখি যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কি সম্বন্ধ ? তোমরা পরম পিতা যখন বলছ তবে তো উনি নিশ্চয়ই পিতা । বাবা কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন ! বাবার থেকে তো বিশ্বের মালিকানা নিতে হবে । নতুন দুনিয়ার রচয়িতা । লক্ষ্মী নারায়ণ নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেন সেখানে দেবতাদের তৃতীয় নয়নের দরকার হয়না । তৃতীয় নয়ন অবশ্যই ব্রহ্মা দ্বারা দেওয়া হয়েছে । ত্রিমূর্তির অর্থ খুব ভালো । উত্সাহজনক পথে তোমাদের বোঝাতে হবে । যাঁরা খুব ভালো মাস্টার তাঁদের বোঝানোর অভ্যাস থাকবে । দিন -দিন কাউকে এইসব বোঝানো আরও সহজ হয়ে যাবে । পরমপিতা পরমাত্মা তোমার কে ? তারা বলবে তিনি তাদের বাবা । বাবা এই দুনিয়ার রচয়িতা । সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো । তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের সম্পত্তি পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে নিয়েছিলেন । তাঁরা রাজসোগ শিখে রাজত্ব লাভ করেন । আমরা সবাই বী . কে .। কাউকে বোঝাও - আচ্ছা ! তোমরা তো বলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা । তবে তো তিনি তোমাদের পিতাই হলেন , তাই না ! তিনিও (শিব) বাবা । তোমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী । আমরা দাদার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি , তোমরা নিচ্ছ না । তোমরা এসো এবং এইসব বোঝো , পুরুষার্থ করলে তোমাদেরও প্রাপ্ত হবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বা , দুজন মুখ্য । তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণের পদের বরসা লাভ করো । বিভিন্ন উপায়ে তোমাদের বাচ্চাদের সবকিছু বোঝানো হয় । বড় বড় কনফারেন্সে যখন তোমরা যাবে তোমাদের নাম উচ্ছল হবে । আমাদের কথা জ্ঞানের আর অন্যদের সবার কথা ভক্তির । আমাদের জ্ঞানের অর্থটি আছে - যে কোনও কাউকে প্রশ্ন করার । কিন্তু যারা বোঝে তারাও এটা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেনা । তারা ক্রমাগত বিনা প্রয়োজনে অনেক বেশী ব্যাখ্যায় যেতে চায় । তারা যদি বুঝে যায় তবে তারা বেআরু হয়ে যাবে । লেখা আছে যে কুমারীরা ভীষ্ম পিতামহকে জয় করেছিল । এটা হতেই হবে । ড্রামার এই পার্ট নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বিজয়মালায় আসতে হলে মাশ্বা বাবার সমান সার্ভিস করতে হবে । মুরলি ধারণ করে তারপর অন্যদেরও শোনাতে হবে । রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবহার হতে হবে ।

২) নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা বেহদের এই ড্রামাকে জেনে অপার খুশিতে থাকতে হবে । তুফানে ভয় পেয়োনা । জ্ঞান মন্ত্রনে বুদ্ধিকে ভরপুর করে রাখো ।

বরদানঃ- দেহ-অভিমানের অংশমাত্রও ত্যাগ করে মহাবলবান ভব

সবচেয়ে বড় দুর্বলতা দেহ -অভিমান । দেহ -অভিমানের সূক্ষ্ম বংশ অনেক বড় । দেহ-অভিমানের বলি দেওয়া অর্থাৎ অংশ আর বংশ সমেত সমর্পিত হওয়া । এইরকম ত্যাগ করতে পারে যারা তারাই মহাবলবান হয় । যদি দেহ-অভিমানের কোনও অংশ থেকে যায় , অভিমানকে নিজের স্বমান বানিয়ে নাও তবে যদিও-বা , অল্প সময়ের জন্য বিজয় প্রাপ্তির আভাস হবে কিন্তু তাতে দীর্ঘ সময়ের পরাজয় লুকিয়ে থাকে ।

শ্লোগান:- ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু ভালো লেগে গেল - তাও জীবনবন্ধ স্থিতি ।

*তপস্বী মূর্ত হও

যেমন প্রথম -প্রথম প্রবল উত্সাহ থাকত যে আমি উপরে বসে সমস্ত বৃক্ষকে দেখছি , পরমধামের এইরকম উঁচু স্থিতিতে বসে নীচে পুরো গ্লোবকে সকাশ দেওয়ার সেবা করো । এইভাবে তপস্যা আর সেবা উভয়ই কন্সাইন্ড এবং একসাথে থাকবে* ।

" মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হওয়ার কারণে এই অল্প সময়ের জন্য দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো ।"

প্রশ্ন :- দৈবী রাজধানী স্থাপন করার জন্য প্রত্যেকের কোন্ শখ থাকা উচিত ?

*উত্তর :- সেবার শখ । জ্ঞান রঞ্জের দান তোমরা কিভাবে করবে সেই শখ রাখো । তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো পতিত মানুষকে পবিত্র করা তাই বাচ্চাদের রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য অনেক সেবা করতে হবে । যেখানেই মেলা ইত্যাদি হয় , লোক স্নান করতে যায় সেখানেই তোমাদের পর্চা(leaflets) ছাপিয়ে বিলি করতে হবে । ঢাক ,ঢোল পিটিয়েও প্রচার করতে হবে ।

গীত :- তোমাকে পেয়েই আমরা জগত পেয়ে গেছি

ওম্ শান্তি । নিরাকার শিববাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও । নিজেকে আত্মা ভাবো আর বাবাকে স্মরণ করো । আমরা সকলেই আত্মা , আমাদের শিববাবা এসে পড়ান । বাবা বোঝান যে - সংস্কার সব আত্মার মধ্যেই থাকে । যখন মায়া রাবণের রাজ্য শুরু হয় , অথবা ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন তোমরা দেহ - অভিমানী হয়ে যাও । তারপর আবার যখন ভক্তি মার্গের অন্ত সময় আসে তখন বাবা এসে বাচ্চাদের বলেন - এখন তোমরা দেহী - অভিমানী হও । তোমরা যে সব জপ , দান , পুণ্য কর্ম করেছে , তাতে কোনো লাভ হয় নি । তোমাদের মধ্যে ৫ বিকার প্রবেশ করাতে তোমরা তোমরা দেহ - অভিমানী হয়ে গেছো । রাবণই তোমাদের দেহ - অভিমানী বানায় । আসলে তোমরা একসময় দেহী - অভিমানী ছিলে তাই আবার নতুন করে তোমাদের অভ্যাস করানো হয় যে নিজেকে আত্মা মনে করো । তোমাদের এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে । সত্য যুগে এই ৫ বিকার থাকবে না । দেবী - দেবতা , যাদের পবিত্র মনে করা হয় , তারা আত্মা - অভিমানী হওয়ার কারণে ২১ জন্ম সর্বদা সুখে থাকে । তারপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন তোমরা আবার দেহ - অভিমানী হয়ে যাও । দেহী - অভিমানীকে সোল কন্সাস আর দেহ - অভিমানীকে বডি কনশাস বলা হয় । নিরাকারী দুনিয়াতে তো সোল কন্সাস আর বডি কনশাস কোনো প্রশ্নই থাকে না । ওই দুনিয়া হলো নীরব দুনিয়া । সেই সংস্কার এই সঙ্গম যুগেই হয় । তোমাদের দেহ - অভিমানী থেকে দেহী - অভিমানী বানানো হয় । সত্যযুগে দেহী - অভিমানী হওয়ার কারণে তোমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয় না কারণ তোমরা যে আত্মা এই জ্ঞান তোমাদের থাকে । এখানে তো সবাই নিজেকে দেহ ভাবে । বাবা এসে এখন বোঝান যে বাচ্চারা এখন দেহী - অভিমানী হও তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তখন তোমরা বিকর্মাজীত হতে পারবে । সত্যযুগে শরীরও থাকবে , তোমরা রাজ্যও করবে কিন্তু আত্মা - অভিমানী হবে । সবসময় সুখী থাকবে । সোল কন্সাস হলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে তাই বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । দুনিয়ার মানুষ গঙ্গা স্নান করে কিন্তু গঙ্গা কখনোই পতিত - পাবনী নয় । না কোনো যোগ - অগ্নি যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে । এমন এমন বিষয়ে বাচ্চারা সেবা করার সুযোগ পায় । যেমন সময় তেমন সেবা । কতো মানুষ গঙ্গা স্নান করতে যায় । কুস্ত্র মেলাতেও সব জায়গায় মানুষ স্নান করে । কেউ কেউ সাগরে যায় , কেউ আবার

নদীতেও স্নান করতে যায়। তাই এদের সকলকে বিলি করার জন্য কত পর্চা ছাপাতে হবে। সবাইকে বিলি করতে হবে। পয়েন্টও যেন এই থাকে যে - ভাই - বোনেরা, বিচার করো, পতিত - পাবন, জ্ঞান - সাগরের থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান নদীর দ্বারাই কি তোমরা পবিত্র হতে পারো নাকি এই সাগরের জল বা নদীর জলের দ্বারা? তোমরা যদি এই রহস্যের সমাধান করতে পারো তাহলেই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারবে। রাজ্য - ভাগ্যের বর্ষাও পেতে পারবে। এমন পর্চা যেন প্রতিটা সেন্টার ছাপায়। নদী তো সব জায়গায় আছে। নদী অনেক দূর থেকে বয়ে আসে। যেখানে সেখানে অনেক নদী আছে। তাহলে লোকে কেন বলে যে এই নদীতে স্নান করলে পবিত্র হবে। স্নান তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে করো। সত্যযুগে মানুষ স্নান করে। সেখানে সকলেই পবিত্র। এখানে তো শীতের সময়ও কতো কষ্ট করে মানুষ স্নান করতে যায়। তাই তাদের বোঝাতে হবে যে অন্ধের লাঠি হও। সকলকে জাগ্রত করতে হবে। পতিত - পাবন ভগবান এসেই সকলকে পবিত্র বানান। তাই সকল দুঃখী মানুষদেরও পথ বলতে হবে। এইসব ছোটো ছোটো পর্চা সমস্ত ভাষাতেই ছাপা চাই। লাখ - দুলাখ পরিমাণের ছাপতে হবে। যাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের নেশা চড়ে আছে, তাদের বুদ্ধিই কাজ করবে। এইসব ছবিও দু তিন লাখ প্রত্যেক ভাষাতেই হওয়া চাই। প্রতিটা জায়গায় গিয়ে এই সেবা কাজ করতে হবে। এই বিষয়ে একটা পয়েন্টই মুখ্য যে, এসে বোঝো কিভাবে এক সেকেন্ডে মুক্তি - জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। প্রধান সেন্টারের ঠিকানা দিয়ে দাও, তারপর পড়ুক বা না পড়ুক তাদের বিষয়। তোমাদের বাচ্চাদের ত্রিমূর্তির ছবির উপর বোঝানো উচিত যে ব্রহ্মার দ্বারা অবশ্যই এই স্থাপনার কাজ হয়। দিন প্রতিদিন মানুষ বুঝতে পারবে বিনাশ তো সামনেই। এই ঝগড়া ইত্যাদি বাড়তেই থাকবে। মানুষের জীবনে সম্পত্তি নিয়েও কতো ঝগড়া চলতে থাকে। মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়। বিনাশ তো সামনেই হবে। যারা খুব ভালো করে ভাগবত গীতা ইত্যাদি পড়বে তারা বুঝতে পারবে বরাবর এ তো আগেও ঘটেছিলো। তাই তোমাদের বাচ্চাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে জলে স্নান করলেই কি মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হতে পারে নাকি যোগ অগ্নির দ্বারা পবিত্র হয়। ভগবান উবাচঃ - আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যেখানে যেখানে তোমাদের সেন্টার আছে সেখানে বিশেষ বিশেষ সময়ে এই পর্চা বের করা চাই। মেলাও অনেক হয় যেখানে, যেখানে অনেক মানুষ আসে। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ মানুষই বুঝতে পারবে। এই পর্চা বিলি করার জন্যও অনেক লোক চাই যারা অন্তত এইকথা বোঝাতে পারবে। এমন জায়গায় গিয়েই তোমাদের দাঁড়াতে হবে। এ হলো জ্ঞান রত্ন। এই সেবা করার অনেক শখ রাখা চাই। আমরা আমাদের দৈবী বাদশাহী স্থাপন করছি। এ হলো মানুষ থেকে দেবতা বা পতিত থেকে পবিত্র বানাবার মিশন। এও তোমরা লিখতে পারো যে বাবা সকলকে বুঝিয়েছেন "মনমনাভব।" পতিত - পাবন বেহদের বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রার পয়েন্টও তোমাদের বাচ্চাদের বার বার বুঝিয়ে বলা হয়েছে। বাবাকে বার বার স্মরণ করো। স্মরণ সুখের অনুভূতি করো, শরীরের যাবতীয় কষ্ট দূর হয়ে তোমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। *বাবাই মন্ত্র দিয়েছেন যে আমাকে স্মরণ করো, এমন নয় যে বসে কেবল শিব - শিব জপ করো। শিবের ভক্তরা এইভাবে শিব - শিব মালা জপ করতে থাকে। বাস্তবে এ হলো রুদ্র মালা। শিব আর শালিগ্রাম। মালার ওপরে আছেন শিব। বাকি সব ছোটো ছোটো দানা অর্থাৎ আত্মারা। আত্মা খুবই ছোটো বিন্দু। কালো দানারও মালা হয়। তাই শিবের মালাও বানানো হয়*। আত্মাকে তার নিজের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাকি মুখে খালি শিব - শিব বললেই হবে না। শিব - শিব বলতে থাকলে বুদ্ধির যোগ আবার বাবার দিকে চলে যাবে। এর অর্থতো কেউই বোঝে না। শিব - শিব জপ করলে বিকর্ম তো বিনাশ হবেই না। যারা মালা জপ করে তাদের কাছে তো এই জ্ঞান নেই

যে , বিকর্ম তখনই বিনাশ হয় যখন সঙ্গম যুগে ডাইরেক্ট শিববাবা এসে এই মন্ত্র দেন যে "মামেকম" (আমাকে) স্মরণ করো । বাকি যতোই কেউ বসে শিব - শিব করুক , বিকর্ম বিনাশ হবে না । মানুষ কাশীতেও গিয়ে থাকে । তারা শিব - কাশী , শিব - কাশী বলতে থাকে । এও বলে যে কাশীতে শিবের প্রভাব আছে । শিবের মন্দির তো খুব সুন্দর বানানো হয়ে থাকে । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । তোমরা এই বলে বোঝাতে পারো যে বেহদের বাবা বলেন - আমার সাথে যোগ লাগালেই তোমরা পবিত্র হবে । বাচ্চাদেরও সেবা করার শখ থাকা চাই । বাবা বলেন যে আমাকেই পতিত মানুষদের পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা বাচ্চারাও এই পবিত্র বানাবার সেবা করো । *পর্চা নিয়ে গিয়ে সকলকে বোঝাও । সকলকে বলো , এই পর্চা খুব ভালো করে পড়ো । মৃত্যু তো এখন সকলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে । এ হলো দুখধাম । এখন জ্ঞান - জ্ঞান একবার করাতেই তোমরা এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পেতে পারো । তাহলে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন নদীতে স্নান করার কি দরকার । আমরা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারি সেই কারণেই আমরা ঢাক পেটাই । না হলে তো কেউই এই পর্চা ছাপাবে না । বাচ্চাদের এই সেবার অনেক শখ রাখা দরকার* । এই যা সব বানানো হয়েছে সবই সেবার জন্য । এমন অনেক আছে যাদের সেবার শখই থাকে না । তাদের খেয়ালেই আসে না যে কিভাবে এই সেবা করবো , এই সেবাকাজ করতে হলে খুব চমত্কার বুদ্ধি চাই , যাদের পায়ে দেহ - অভিমানের শিকল এখনও আছে , তারা দেহী - অভিমানী হতে পারবে না । বোঝা যায় এরা আর কি পদ পাবে ? তাদের প্রতি দয়া আসে । সব সেন্টারেই দেখা হয় - কে কে এই পুরুষার্থে তীর গতিতে আছে । *কেউ কেউ আকন্দের ফুল , কেউ কেউ আবার গোলাপ ফুল । তোমরা নিজেরা ভাবো , তোমরা অমুক ফুল* । তোমরা যদি বাবার সেবা না করো তাহলে বুঝতে হবে যে তোমরা গিয়ে আকন্দের ফুল হবে । বাবা তো খুব ভালোভাবে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । *তোমরা এখন হীরের মত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । কেউ কেউ সত্যিকারের হীরা আবার কেউ কেউ কালো এবং রুক্ষ । তোমাদের প্রত্যেকেই নিজেদের খেয়াল রাখতে হবে চিন্তা করবে - আমাদের হীরের মতো হতে হবে । নিজেকে জিজ্ঞাসা করো , আমরা কি হীরের তুল্য হয়েছি* ? আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ - অভিমানের শিকল কেটে দেহী - অভিমানী হতে হবে । সোল কনশাস থাকার সংস্কার ধারণ করতে হবে ।

২) সেবার অনেক শখ রাখতে হবে । বাবার মতোই পতিত মানুষকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে । সত্যিকারের হীরা হতে হবে ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ আর শুভ বৃত্তির দ্বারা বাণী আর কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে বিশ্ব পরিবর্তক হও ।

যেসব বাচ্চা নিজের দুর্বলতাকে দূর করে শুভ আর শ্রেষ্ঠ স্বভাব ধারণ করার ব্রত নেয় , তাদের নজরে এই সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ প্রতিপল্ল হয় । স্বভাবের সাথে দৃষ্টি আর কর্মেরও সম্পর্ক আছে । কোনো ভালো বা খারাপ বিষয় প্রথমে মানুষ স্বভাবে ধারণ করে তারপর তা বাণী বা কর্মে আসে । স্বভাব শ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থাৎ বাণী আর কর্ম ততক্ষণাত শ্রেষ্ঠ হওয়া । মানুষের এই স্বভাব থেকেই ভাইব্রেশন বা বায়ুমন্ডল তৈরী হয় । যারা শ্রেষ্ঠ স্বভাবের ব্রত ধারণ করে তারা ততক্ষণাত বিশ্ব পরিবর্তক হতে পারে ।

স্লোগান :- বিদেহী বা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস যদি করো তাহলে যে কোনো মানুষের মনের ভাব জানতে পারবে ।



তপস্বীমূর্ত হও



সময়ের নিকটবর্তীতাই প্রমাণ যে এখন সত্যিকারের তপস্বী হতে হবে । তোমাদের সত্যিকারের তপস্যা বা সাধনাই হলো বেহদের বৈরাগ্য । এখন এই বেহদের বৈরাগ্যের দ্বারাই চারিদিকে তপস্যার বায়ুমন্ডল বানাও । তোমাদের তপস্যা যেন মনের সেবার নিমিত্ত হয় ।

*"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সুখের দিন এবার এসে যাচ্ছে, তাই লোক লাজ, কলিযুগী কুলের মর্যাদা ছেড়ে এবার তোমরা উপার্জন করো, বাবার থেকে পুরো বর্ষা নাও।"

প্রশ্ন :- কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা অন্তিম সময়ে যথা মতি তথা গতি হবে ?

উত্তর :-- বাবা বলেন : বাচ্চারা, তোমরা আজ পর্যন্ত যা কিছু পড়েছ সেই সব ভুলে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো - চুপ থাকো । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো, বাবা বাচ্চাদের কোনো কষ্ট দেন না, কিন্তু দরজায় দরজায় ঘোরা থেকে বাঁচিয়ে থাকেন । গরীব বাচ্চা যারা বিবাহ ইত্যাদির জন্য ধার করে থাকে, বাবা সেখান থেকেও তাদের মুক্ত করেন । বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা তোমাদের পবিত্রতা ও সততার দ্বারাই লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে ।

গীত :-- ধৈর্য ধর রে হে মানব.....

ওম্ শান্তি । এই গান হলো ভক্তি মার্গের যার অর্থ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না । শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো । এবার সত্যি সত্যিই সুখের দিন আসছে যার জন্য আমরা এত পরিশ্রম করছি । যত পরিশ্রম করবো তত বেশি সুখ পাব। শ্রীমতে চলে নিজের ঝুলি ভরো । ভক্তিমার্গকে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মার রাত । তারা এটা জানেনা যে, পবিএ বাবা কবে আসবেন । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, কলিযুগের শেষ আর সত্য যুগের শুরুকেই সঙ্গমযুগ বলা হয়ে থাকে । এখন তোমরা ওদেরকে কুস্তকর্ণের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা । মানুষ একমাত্র পতিত পাবন ,জ্ঞানের সাগর বাবাকেই স্মরণ করে থাকে । ওই সাগরকে তো স্মরণ করো না যার থেকে এই জলের নদীর উৎপত্তি । সাগর আর নদীর নয় ,ওখানে তো নদীর সঙ্গম হয়, বিশেষত্ব যদি বলা, তা হল সাগরের সাথে নদীর মেলার। সাগর তো অবশ্যই প্রয়োজন তাই না! সত্যযুগের স্থাপনকারী সত্যিকারের পিতা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্যিকারের কাহিনী শুনিয়েছেন । স্মরণও তাঁকেই করা হয় যে হে পতিত পাবন এসো। তাহলে যখন পরমাত্মা আসেন তখনই বলা যেতে পারে যে আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মিলনই হল সঙ্গমযুগ। এটাই হল প্রকৃত মিলন । তুমি লিখতে পারো -- প্রত্যেক আত্মা আর পরমাত্মার এই একটাই --পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই মেলা লেগে থাকে । সেখানে পতিত সৃষ্টি বদলে পবিত্র অবশ্যই হয়ে যায় । ওটা হল পতিত দুনিয়া আর এটা হল পবিত্র দুনিয়া । এটাই হল সত্যিকারের মিলন, যেখানে পবিএ বাবা স্বয়ং এসে অপবিত্র আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে নিজের সাথে নিয়ে যান। পরমাত্মা আর আত্মাদের মিলন শুরু হয়- অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর জন্য । তাই এর কার্টুনও বানানো প্রয়োজন । বাবা এইসব আগে থেকেই বুঝিয়ে থাকেন । সাধারণত লোকে শিবরাত্রি উপলক্ষে ত্রিবেণীতে গিয়ে থাকে । এই সব বোঝানোরও নেশা থাকতে হবে । যে নিজে খুব ভালো করে বুঝতে পারবে, সে যুক্তি দিয়ে বোঝাবে। নাহলে শুধু বকেই যাবে । কুস্ত মেলার অর্থের কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সেটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে । এই হলো সঙ্গম যেখানে অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়াতে পরিবর্তিত করা হয়। তাহলে এটাই হল সত্যিকারের মেলা । তারা কুস্তকর্ণের মতো অজ্ঞানায় ঘুমিয়ে আছে । পরমাত্মার বিষয়ে বলে দেয় যে পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান । উনি হলেন পতিত পাবন। ওনাকে তো আসতেই হবে পবিত্র দুনিয়া বানানোর জন্য । তোমরা জানো যে, এটাই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যেখানে আরোহী কলা হয় । সত্য যুগের পর

আবার নীচে নামতে থাকে । যে সময় চলে গেছে সেটা বলা হবে -- সম্পূর্ণ হয়েছে । পুরানো হতে হতে একদমই পুরানো হয়ে যাবে । তোমাদের স্বস্তিকা চিহ্নও এইভাবে বানানো হয়েছে -- সতোপ্রধান, সতো, রজো তম..... তোমরা জানো আমরা এখন বাবার কাছ থেকে সদাকালের জন্য বর্সা পাওয়ার পুরুষার্থ করছি । বাবা পুরুষার্থও খুব সহজ করিয়ে থাকেন । কোনো সমস্যা বা দরজায় দরজায় ঘোরা থেকেও রক্ষা করেন । বিবাহ ইত্যাদিতে কত খরচা হয়ে থাকে । গরিবদের তো ধার করেও বিয়ে দিতে হয়। বাবা এই ধার ইত্যাদি থেকেও মুক্ত করেন । নরকে যাওয়া থেকেও রক্ষা করেন । খরচা ইত্যাদি থেকেও বাঁচান। সেই কারণে অনেক গরীব এখানে আসে । কত ভালো ভালো কন্যারাও আসতো, হঠাত কামনার ঝড় এল, তারা বিয়ে শাদি করে নিল। বিবাহ করে আবার আফসোস করে -- যে বড় ভুল হয়ে গেছে । সময় তো লাগবেই । তাই বাবা কতই না বাঁচাবার চেষ্টা করে থাকেন । ধনবানরা আসতে চায় না । তারা না নিজেরা বর্সা নেয় না স্ত্রী - পুত্র - কন্যাদেরকে সত্যিকারের কামাই করতে দেয়। গরিবদের মধ্যেও অনেক নোংরা রীতি-রেওয়াজ আছে । লোক - লাজ, কুল মর্যাদা তাদের ঘায়েল করে ফেলে । বাচ্চারা ঠিক ঠাক পড়াশুনা না করলে তারা নরকে প্রবেশ করে । বাবা সেই নরক থেকে মুক্ত করতে এসেছেন । কেউ কেউ তো মুক্ত হতেও চায় না । জানোয়ার তো নয় যে নাকের মধ্যে দড়ি বেঁধে তুলে বাঁচাবে । বাবা বুঝিয়েই চলেছেন । বাবা বাচ্চাদের স্রষ্টা হওয়ার কারণে বোঝাতে থাকেন যে, বাচ্চারা তোমরা সত্য পথে কামাই করো , আর তোমাদের বাচ্চাদেরও করাও । কতই না ঝগড়া-ঝাঁটি চলতে থাকে । স্ত্রী আসে তো স্বামী আসে না, স্বামী আসে তো আবার বাচ্চারা আসে না -- এইজন্য ঝামেলা চলতেই থাকে । সবকিছু ভালো ভাবে বোঝাতে হবে । মূল কথাই হল পবিত্রতা ।

বাচ্চারা বাবাকে লেখে, বাবা আমার রাগ এসে যায়। তাই বোঝাতে হবে যে, তুমি বাচ্চাদের ওপর কেন ক্রোধ করো? যদি বাচ্চারা দুষ্টুমি করে তো তাদেরকে কেবল মাত্র একটি ছোট ঘরে আটকে রাখো । হাত পা বেঁধে দাও অথবা খাবার দিও না । এটা রাগ নয়। কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয়েছে যে, - যশোদা কৃষ্ণের হাত বেঁধে তাকে কাঠের গুড়িতে বেঁধে রাখতেন । কিন্তু সেরকমটা ঘটতো না । সেখানে তো সব বাচ্চারা খুবই পুরুষোত্তম ও আনন্দে উচ্ছ্বাস থাকতো । এখানেও তো কোনো কোনো বাচ্চা খুবই ভালো । তারা সুন্দর ভাবে শৃঙ্খলা মেনে অন্যদের সাথে কথা বলে । এখানে তো অনেক বাচ্চা আছে । কেউ কেউ তো শ্রীমত অনুসরণ করে না, নিয়ম শৃঙ্খলার পথেই চলে । নিয়ম-শৃঙ্খলাও তো রয়েছে না ! মিলিটারিতে যারা কাজ করে, তারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা ওখানে তো ওদের খাবারই খেতে হয়, কি করব বাবা? বাবা বলেন -- চেষ্টা করো শুদ্ধ জিনিস খাওয়ার। পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে যদি খেতেই হয়, তবে দৃষ্টি দিয়ে খাও, আর কি করবে ! রুটি তো পাওয়া যায়। মধু, মাখন, আলু এগুলো খেতে পার। একবার যেটা অভ্যাস করবে সেটাই চলতে থাকবে। প্রতিটি বিষয় জিজ্ঞাসা করেই করা উচিত। বাবা সব কিছু সহজ করে দেন। সব চেয়ে ভাল হল পবিত্র থাকা। কোনো কোনো বাচ্চা তো এমন আছে যে নিজের বাড়িটাকেই ছারখার করে দেয়। বাবার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে বাড়ির বদনাম করে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রয়েছে যে আমাদের সুখের দিন এখন আসছে। তবে পুরুষার্থ করে আমরা উচ্চ পদ লাভ করি না কেন। পুরুষার্থের দ্বারা উচ্চ পদ লাভ করা সম্ভব। মাঙ্গা বাবা সিংহাসনে বসেছেন। জ্ঞান - জ্ঞানেরশ্বরী হন, পরে রাজ-রাজেশ্বরী। ঈশ্বর তোমাদেরকেও জ্ঞান প্রদান করেন। তাই তোমরাও এই জ্ঞানকে গ্রহণ করে তারপর অন্যদেরকেও নিজ সমান বানালে তোমরাও রাজ-রাজেশ্বরী হবে। মা - বাবাকে ফলো করা উচিত। এতে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই। সন্ন্যাসীদের অনেক ফলোয়ার তৈরি হয়,

কিন্তু ফলোয়াররা ফলো করে না। সন্ন্যাস ধর্ম যিনি গ্রহন করবেন বাড়িতে তার মন বসবেই না। তার দ্বারা সন্ন্যাসী হওয়ার পুরুষার্থ তখন অবশ্যই হবে। ভক্তি মার্গ শুরু হয় ড্রামা অনুসারেই। সত্যো, তমো, রজো - তে সবাইকে আসতেই হয়। সবার আগে শ্রীকৃষ্ণকে দেখ - - ঔনাকে ৮৪ জন্ম অবশ্যই নিতে হয়। তখন তিনি অস্তিম জন্মে থাকলে তবে তিনি শুরুতেই আসবেন। লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন নম্বর ওয়ান, তাঁদের আবার শেষে ৮৪ জন্ম অবশ্যই নিতে হয়। তাঁদের জগতের নাথ কে বানিয়েছেন ? কখন তাঁরা এই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন ? তোমরা বাচ্চারা জান যে তারা সঙ্গমেই এই উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। পুরো রাজধানী স্থাপন অবশ্যই হবে। ব্রাহ্মণরা ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, যারা এখন এই পার্ট প্লে করছেন। এ হল বোঝার বিষয়। কিন্তু কেউ এটা তো কেউ ওটা ধারণ করে.... এতেই হল পুরুষার্থ। বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা সামনে বসে বলেন -- আমি এসেছি, আমাকে স্মরণ করলে যোগের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মা বলে, হ্যাঁ বাবা আমি কানের দ্বারা শুনি। শরীর ছাড়া আপনি রাজযোগ কীভাবে শেখাবেন। শিব জয়ন্তীও রয়েছে। আমি আসি -- কিন্তু কেউ সেটা বুঝতে পারে না ।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে আমি কল্প - কল্প ব্রহ্মার তনেই আসি, যিনি ৮৪ জন্ম গ্রহন করেন। এর কোনো রকম হেরফের হয় না। ইনি রাজ - রাজেশ্বর ছিলেন, আবার এখন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হয়ে পুনরায় রাজ - রাজেশ্বর হন। এই ড্রামা পূর্ব থেকেই রচিত। গাওয়াও হয়ে থাকে -- ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকর। প্রজাপিতা তো ব্রহ্মাকেই বলা হবে। বিষ্ণু বা শংকরকে তো বলা হবে না। প্রজা অর্থাৎ মানুষ। বলা হয় যে মানবকে-ই দেবতা বানাই। নতুন কোনো রচনা করেন না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- বাচ্চারা স্বর্গে যাবে? নিজেকে উৎসর্গ করবে? *"আমি এসেছি - - এখন আমাকে স্মরণ কর"* যতটা সম্ভব দেহধারীদেরকে কম স্মরণ কর। হ্যাঁ, তোমরা হলে কর্মযোগী। সারাদিনে কাজকর্ম করো, কিন্তু তার সাথে সাথে এই স্মরণের যাত্রাতেও থাক, যাতে অস্তিম সময়েও আমারই স্মরণ হয়। নইলে যার প্রতি টান থাকবে সেখানেই জন্ম নিতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাবাকে স্মরণ করাতেই বেশি মেহনত লাগে। *বাবা বলেন রাত জাগো। তোমাদের শরীর খারাপ হবে না। যোগের ফলে তো আরো অনেক বেশি শক্তি পাবে। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রকে ঘোরাও। হে নিদ্রাকে পরাভবকারী আমার আদরের বাচ্চারা। যাঁর রথ তিনি নিয়েছেন, তিনি তাঁকেই বলেন*।

তোমরা জান রাজ - রাজেশ্বরও তিনিই হন যিনি নিদ্রাকে জয় করতে পারেন । দিনে তো তোমাদের সার্ভিস করতেই হবে, উপার্জন করতে হবে রাতে। ভক্তরা অনেক সকাল সকাল ওঠে। গুরুরা তাদের বলেন মালা জপ করতে হবে। যখন কাজকর্ম কর তখন তো জপ করতে পারা যায় না। কেউ কেউ পকেটে রেখে মালা জপ করে। তাই সকালে উঠে স্মরণ করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এভার হেল্দি হতে হলে এভার স্মরণ করতে হবে। তবেই অস্তিম কালে যথা মতি তথা গতি হয়ে যাবে। অনেক বড় পদ প্রাপ্ত হবে, এর মধ্যে এদিক ওদিক থেকে ধাক্কা খাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। চুপ করে কেবল স্মরণ করে যেতে হবে। বাদবাকি যা কিছু পড়েছে সেই সব ভুলে যেতে হবে। বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা জেনে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। *আত্মাই শরীরের দ্বারা কাজ করায়। আত্মাই করে এবং করায়। এই সব পয়েন্টস খুব ভাল ভাবে ধারণ করলে তবেই যোগ্য হতে পারবে। যে নিজে বুঝে নিয়ে অন্যদেরকে বোঝায় -- বাবা তাকে যোগ্য মনে করেন*। স্বর্গে উঁচু পদ পাওয়ার উপযুক্ত সে। যে বুঝতেই পারে না, তাকে

বাবা উঁচু পদ পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করবেন না। বাবা তো বলেন উপযুক্ত হও -- রাজা - রানী হওয়াও জন্য। তাদেরকেই সুপুত্র বলা হবে। এই কথাটাই বুঝতে হবে আর কিছু করতে হবে না। বাবা বাদবাকি আর সব কিছুর থেকে মুক্ত করে আনেন। (অন্তিম কালে যাতে স্ত্রীও স্মরণে না আসে) শুধু মাত্র এই একটা জিনিসই স্মরণ করতে হবে ।

যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা, তারা বাবার মুরলী থেকে ঝটপট কার্টুনও বানিয়ে ফেলবে। বিচার সাগর মন্থন করবে। বাচ্চাদেরকে সার্ভিস করতে হবে। বাবার আশীর্বাদ সার্ভিসেবল বাচ্চাদের প্রতিই থাকে। আশীর্বাদও নম্বর অনুসারেই হয়ে থাকে। *এই অসীমের (বেহদের) পিতা সকল বাচ্চাদের উদ্দেশ্যেই বলেন -- ফলো মাদার - ফাদার*। এখন ফেল হয়ে গেলে কল্লাপ্তর ফেল হতে থাকবে। আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) *বাবার আশীর্বাদ নিতে হলে সার্ভিসেবল হতে হবে। নিজ সমান বানানোর সেবা করতে হবে। এখন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হয়ে তারপর রাজ - রাজেশ্বরী হতে হবে*।

২) *এক বাবার স্মরণে থাকার মেহনত করতে হবে। কোনো দেহধারীর প্রতি যেন টান না থাকে। নিদ্রাজয়ী হয়ে রাতে উপার্জন করে জমা করতে হবে*।

বরদান : -- *নিজের নিশ্চিত স্থিতির দ্বারা শ্রেষ্ঠ টাচিং - এর আধারে কার্য সম্পাদনকারী সফলতা মূর্ত ভব*

যে কোনো কাজ করার সাথে সাথে এটাও যেন স্মৃতিতে থাকে যে "বড় বাবা বসে আছেন" তবে সদা নিশ্চিন্ত স্থিতি থাকবে। এই নিশ্চিন্ত স্থিতিতে থাকাও হও সবচেয়ে বড় বাদশাহী। আজকাল সবাই হল ফিরু - এর অর্থাৎ চিন্তার বাদশাহ। আর তোমরা হলে বেফিকর (চিন্তা মুক্ত) বাদশাহ। যারা সব সময় চিন্তা করতে থাকে তারা কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না। কেননা তারা চিন্তাতেই সময় আর শক্তি দুটোকেই নষ্ট করে ফেলে। যেটার জন্য চিন্তা করে সেই কাজটাকেই বিগড়ে দেয়। কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থাক বলে সময় মতো শ্রেষ্ঠ টাচিং হয়ে থাকে আর সেবাতেও সফলতা লাভ হয়।

স্লোগান : -- জ্ঞান স্বরূপ আত্মা সে-ই যার প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি সেকেন্ড সমর্থ হবে।

তপস্বী মূর্ত হও

দুঃখী আত্মাদের মনে যেমন বাজতে থাকে যে বিনাশ যাতে হয়ে যায়, তেমনই তোমরা বিশ্বকল্যাণকারী আত্মাদের মনেও এই সংকল্পই যাতে উৎপন্ন হয় যে এখন তাড়াতাড়ি যেন সকলের কল্যাণ হয় তাহলেই সমাপ্তি হবে। তার জন্য তপস্বী স্বরূপে স্থিত হয়ে নিজের শুভ - বৃত্তি দ্বারা কল্যাণকারী কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে দাও।

১৮ জানুয়ারী দায়িত্বের মুকুট ধারণ দিবস

আজ জগতের প্রকাশ-স্রোত(জগতের নূর = আলো) নিজের প্রকাশ পুঞ্জদের (নূর-এ রত্ন) সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। হারানিধি বাচ্চারা হল বাবার প্রকাশ পুঞ্জ। শরীরে যেমন -- চোখে আলো না থাকলে জগতও নেই(জগৎ অন্ধকার), তেমনই বিশ্বে তোমরা রহানী আলোরা না থাকলে বিশ্বে আলো নেই, বিশ্ব অন্ধকার। তো তোমরা সবাই হলে বাপদাদার নয়নের আলো অর্থাৎ বিশ্বের জ্যোতি স্বরূপ। আজকের বিশেষ স্মৃতি দিবসে বাপদাদার কাছে সবার স্নেহের গান অমৃতবেলা থেকে স্বদেশে শোনা যাচ্ছিল। প্রতিটি বাচ্চার গান একে অপরের চেয়ে বেশী মধুর শোনা যাচ্ছিল। মিষ্টি মিষ্টি রুহ-রিহানও অনেক শুনেছি। বাচ্চাদের প্রেমের মুক্তো-মালা বাপদাদার গলায় এসে পড়ল। এমন মুক্তো-মালা বাপদাদার গলায় সম্পূর্ণ কল্পে বর্তমানেই এসে পড়ে। তারপর আর কখনও এমন অমূল্য স্নেহের মুক্তো-মালা গাঁথা হয়না, গলায় পরানো হয়না। এই এক-একটি মুক্তোর ভিতরে কি সমায়িত ছিল, প্রতিটি মুক্তোর ভিতরে ছিল - " আমার বাবা ", " বাহ বাবা "। বলা তো কতগুলি মালা হবে? আর এই মালা দ্বারা-ই বাপদাদা কি সুন্দর অলৌকিক রূপে সুসজ্জিত, শৃঙ্গারিত রয়েছেন হবে। যেমন স্থূলরূপে স্নেহের প্রমাণ স্বরূপে মালা দিয়ে সাজানো হয়। তো এখানে স্থূলরূপে সাজানো হয়েছে কিন্তু স্বদেশে অর্থাৎ সুক্ষ্মবতনে অমৃতবেলা থেকেই বাপদাদাকে সাজানো আরম্ভ হয়। একের পর এক মালা দিয়ে বাপদাদার শৃঙ্গার সুন্দরতম হয়েছে। তোমরা সবাই ঐ চিত্র দেখছ তো?

আজকের এই বিশেষ দিনটি হল সব বাচ্চাদের মুকুট ধারণের দিন। আজকের দিনে আদি দেব ব্রহ্মাবাবা নিজে সাকারী দায়িত্ব অর্থাৎ সাকারী রূপের সেবার মুকুট, নয়নের দৃষ্টি দ্বারা হাতে হাতে মিলিয়ে, মুরব্বী বাচ্চাদের অর্পণ করেছেন। তো আজকের এই দিন হল ব্রহ্মাবাবার সাকার রূপের দায়িত্বের মুকুট বাচ্চাদের দান করার মুকুট-ধারণ দিবস। (দাদিকে) আজকের দিনটি স্মরণে আছে তো? আজকের এই দিনটি হল ব্রহ্মাবাবার " বাবা সমান ভব " বাচ্চাদেরকে এই বরদান দেওয়ার দিন।

ব্রহ্মাবাবার অন্তিম সংকল্পের শব্দ বা নয়নের ভাষা শুনেছ কি? কি ছিল? নয়নের ইশারার শব্দ এই ছিল " বাচ্চারা, সর্বদা বাবার সহযোগের বিধি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করবে। " এই ছিল অন্তিম শব্দ, বরদানী শব্দ প্রত্যক্ষফল স্বরূপে দেখছেন। ব্রহ্মাবাবার অন্তিম বরদানের সাকার স্বরূপ হলে তোমরা সবাই। তোমরা হলে বরদানের বীজ দ্বারা উৎপন্ন ভ্যারাইটি ফল। আজ শিববাবা ব্রহ্মাকে বরদানের বীজ দ্বারা সৃজিত সুন্দর বিশাল বৃক্ষ দেখাচ্ছিলেন। সাইন্সের সাধন দ্বারা অনেক প্রচেষ্টা চলছে যে একটি বৃক্ষে ভ্যারাইটি ফলের উৎপত্তি হোক কিন্তু ব্রহ্মাবাবার বরদানের বৃক্ষ, সহজ যোগের পালনায় পালিত বৃক্ষ হল কত বিচিত্র এবং হৃদয় মোহিত বৃক্ষ স্বরূপ। একটি বৃক্ষে ভ্যারাইটি ফল রয়েছে। আলাদা আলাদা বৃক্ষ নয়। বৃক্ষ হল একটাই কিন্তু ফল রয়েছে অনেক প্রকারের। এমন বৃক্ষ দেখছ কি? প্রত্যেকে নিজেকে এই বৃক্ষে দেখছ কি? তো আজ বতনে এমন বিচিত্র বৃক্ষ ইমার্জ হয়েছিল। এমন বৃক্ষ সত্যযুগে হবেনা। হ্যাঁ, সাইন্সজন যে চেষ্টা করছে তার ফল তোমরা একটু আধটু পেয়েই যাবে। একটি ফলে দু-চারটি ফলের রসের অনুভব হবে। পরিশ্রম করবে তারা, ফল থাকবে তোমরা। এখন থেকেই থাচ্ছে নাকি?

তো শুনলে আজকের দিনটি হল কি ? আজকের দিন যেমন আদিকালে ব্রহ্মাবাবা স্থূল ধন উইল করেছেন বাচ্চাদের , এমনই নিজের অলৌকিক প্রপাটি বাচ্চাদের উইল করলেন। তো আজকের এই দিন হল বাচ্চাদের উইল করার দিবস। এই অলৌকিক প্রপাটির উইলের আধারে কাজে এগিয়ে যাওয়ার উইল পাওয়ার প্রত্যক্ষফল দেখাচ্ছে । বাচ্চাদের নিমিত্ত করে উইল-পাওয়ারের উইল করেছেন। আজকের দিন বিশেষ বাবার সমান বরদানী স্বরূপ ধারণ করার দিবস। আজকের দিন হল - স্নেহ এবং শক্তি কন্বাইন্ড স্বরূপের বরদানী দিন। প্র্যাক্টিকাল অনুভব করেছ কিনা - দুইয়েরই ? অতি স্নেহ এবং অতি শক্তি । (দাদিকে) অনুভব স্মরণে আছে তো ? মুকুট-ধারণ হয়েছে কিনা ? আচ্ছা - আজকের দিনের গুরুত্ব জানলে তো । আচ্ছা ।

এমনই সর্বদা বাবার বরদানে বৃদ্ধিরত , সর্বদা একমাত্র বাবা আর কেউ নয় , এই স্মৃতি স্বরূপে , সর্বদা ব্রহ্মাবাবা সমান ফরিস্তা ভব - এই বরদানে বরদানী , এমন সমান এবং কাছের বাচ্চাদেরকে বাপদাদার সমর্থ দিবসে স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

দাদি-দিদিদের *সঙ্গে* :-

সাকার বাবার বরদানের বিশেষ অধিকারী আত্মা তো তোমরা ? সাকার বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কি বরদান দিয়েছেন ? যেমন ব্রহ্মাকে আদিকালে বরদান প্রাপ্ত হয়েছিল ততত্বম্ । তেমনই ব্রহ্মাবাবাও বাচ্চাদেরকে বিশেষ ততত্বম্ - এর বরদান দিয়েছেন। তো বিশেষ ততত্বম্ - এর বরদানের অধিকারে অধিকারী হয়েছ । এই বরদানটিই সদা স্মৃতিতে রেখো অর্থাৎ সমর্থ আত্মা হও। এই বরদানের স্মৃতিতে যেমন ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্মে শিববাবা প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছেন তেমনই তোমাদের প্রতিটি কর্মে ব্রহ্মাবাবা প্রত্যক্ষ হবেন। ব্রহ্মাবাবাকে প্রত্যক্ষ করবে এমন আদি রত্ন খুবই কম নিমিত্ত আত্মারা রয়েছে । তোমরা হলে বিশেষ আত্মা যাদের চেহারার আধারে ব্রহ্মার মূর্তি অনুভূতি করবে এবং করেও থাকে। ব্রহ্মাকুমারী নয়। ব্রহ্মা বাবার সমান , ব্রহ্মা বাবার অনুভূতি হবে। এমন সেবার নিমিত্ত বরদানী বিশেষ আত্মা হলে তোমরা। সবাই কি বলে ? বাবাকে দেখেছি , বাবাকে পেয়েছি । তো অনুভব করায় যারা , প্রত্যক্ষ করায় যারা , আসলে তারা কারা ? তোমরা মুকুটধারী বিশেষ আত্মারা এখন পুনরায় শীঘ্রাতিশীঘ্র ব্রহ্মাবাবা এবং ব্রহ্মা বৎসগণ শক্তিরূপে , শক্তিতে শিব সমায়িত রয়েছেন , শিবশক্তি এবং সাথে ব্রহ্মাবাবা , এমন সাক্ষাতকার চারিদিকে আরম্ভ হয়ে যাবে। ব্রহ্মাকুমারীদের পরিবর্তে ব্রহ্মাবাবা দেখা দেবেন। সাধারণ স্বরূপের বদলে শিবশক্তি স্বরূপ দেখা দেবে। যেমন আদিকালে সাকার লীলা দেখেছ। তেমনই অন্তকালেও দেখা দেবে। শুধু এখন অ্যাডিশন শিবশক্তি স্বরূপের সাক্ষাতকার হবে। তবুও সাকার পিতা তো ব্রহ্মা হলেন তাইনা । তো সাকারে উপস্থিত বাচ্চারা বাবাকে দেখবে এবং অনুভব করবে। এই খবরও শুনবে। ব্রহ্মাবাবার সহযোগের , শুধু দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তীব্রগতিতে সহযোগী হয়েছেন কারণ ড্রামা অনুসারে বৃদ্ধি হওয়ার অনাদি নুঁধ অর্থাৎ অনাদি ভবিতব্য ছিল।

এমনিতেও বিশাল স্থান যদি আলোকিত করতে হয় তবে কি করা হয় ? আলোর ব্যবস্থা উঁচুতে করতে হয় কিনা ! সূর্যও বিশ্বকে তখনই আলোকিত করে যখন উঁচুতে থাকে। তাহলে সাকার সৃষ্টিকে সকাশ দিতে হলে ব্রহ্মাবাবাকেও উঁচু স্থানের নিবাসী হতে হয়েছে। এখন তো সেকেন্ডে যেখানে প্রয়োজন নিজের কাজ করতে পারেন এবং করাতে পারেন। মুখের কথায় , পত্র ইত্যাদি লিখে

কিভাবে এত কাজ করতেন তাই তীর বিধি দ্বারা বাচ্চাদের সহযোগী হয়ে কাজ করছেন। সবচেয়ে তীরগতির সেবার সাধন হল - সংকল্প শক্তি । তো ব্রহ্মাবাবা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের বিধি দ্বারা বৃদ্ধির সেবায় সদা-ই সহযোগী আছেন। ফলে বৃদ্ধির গতি তীর হয়েছে তাইনা ! বিধি হল তীর ফলে বৃদ্ধিও হয়েছে তীর । বাগানের সৌন্দর্য দেখে আনন্দ অনুভব হয় কিনা ? আচ্ছা ।

সাকার *বাবার* *লৌকিক* *পরিবার* - *(*নারায়ণ* *দাদা* *এবং* *ওনার* *যুগল* *)*

সব কাজ ঠিকমতো চলছে তো ? এখন জাম্প কখন দেবে ? এত বৃদ্ধি দেখে সহজ বিধি অনুভব হয়না কি ? কি ভাবছো ? সংকল্পেরই তো কথা কিনা ? আর কিছু আছে কি ? সংকল্প করবে আর পূর্ণ হবে। এই (বিদেশী) এত দূর দূর থেকে পৌঁছে গেছে , কিসের আধারে ? সংকল্প করতেই হবে , করাই হয় , তাই পৌঁছেও গেলে তাইনা । তো দূর থেকে দূর সংকল্পের আধারে অধিকারী হয়েছ কিনা । তোমরা তো হলে শৈশবের অধিকারী কিনা। শৈশবের কথা স্মরণে আছে ? তো কি রূপে পরিণত হচ্ছে ? দেখবে নাকি বাবার সমান উড়ন্ত কলায় গিয়ে বাবার সমান ফরিস্তা রূপে পরিণত হবে ? দেখছ তো তোমরা। কত সময় আরও দেখবে ? কত সময় আরও ভাববে ? আরও কত সময় নেবে ভাবার জন্যে ? বাপদাদা সেই স্নেহের ডানার সাহায্যে বাচ্চাদের ওড়াতে চাইছেন। তো স্নেহের ডানায় বসবার জন্যে কি করবে ? ডবল লাইট তো হতেই হবে তাইনা ! সবকিছু করতে করতে ডবল লাইট তো হতে পারো তাইনা ! শুধু কল্পনার খেলা মাত্র । এক সেকেন্ডের খেলা। তো সেকেন্ডের খেলা খেলতে পারো ? বাবা কি করেছেন ? সেকেন্ডের খেলা খেলেছেন তাইনা ? যখন দুজনেই একে অপরের সহযোগী হবে তখন করতে পারবে । একটি চাকা ঘুরবেনা। দুটি চাকার প্রয়োজন আছে। তবু বাপদাদার ঘরে তো আসো কিনা। বাপদাদা তো সর্বদা বাচ্চাদের উপর থেকে দেখেন। উঁচু বাবা বাচ্চাদেরও উঁচুতে দেখতে চান । এইটাই তো কায়দা কিনা ! এখন বাচ্চারা কোথায় সীট নেয় সেটা বাচ্চারা তোমাদের হাতে। ভেবে নাও বরং ভালো করে কিন্তু এইটা হল সেকেন্ডের কথা। সওয়া করতে তো হবে সেকেন্ডের মধ্যে । আচ্ছা ।

আবু *কনফারেন্সের* *জন্মে* *কোনো* *বিশেষ* *প্ল্যান*

আবু সম্মেলনে স্নেহী করে আনবে শুধুমাত্র ভি.আই.পিদের নয়। তোমরা স্নেহী করে আনবে - এখানে সম্বন্ধ জুড়ে যাবে। (স্নেহী করার সাধন কি ?) যত বাবার মহিমা করবে সত্যতার সঙ্গে ততই ওরা মোহিত হতে থাকবে। তোমরা বাবা-বাবা বলতে থাকবে , মহানতা শোনাতে থাকবে আর তারা স্নেহী হতে থাকবে। যেখানে মহানতার অনুভূতি হয় সেখানে আপনা-আপনি মাথা নত হয়। যেমন ভক্তরা জড়-চিত্রে মহানতার ভাবনা রাখে তাই মাথা নত হয়। কোথায় সে হল জড় , কোথায় এই হল চৈতন্য , তবুও মাথা নত হয়। এখানেও দেখো কেউ প্রাইম মিনিষ্টার অথবা প্রেসিডেন্ট আছে তো তাদেরও মহানতার সামনে অটোমেটিক মাথা নত হয়। তো তোমরাও বাবার মহানতা শোনাতে থাকো , তাদের মাথা নত হতেই থাকবে। তোমরা তো হুশিয়ার হয়েছ তাইনা ! সাইন্সের নলেজও আছে আর সাইলেন্সেরও , দেশেরও আছে তো বিদেশেরও নলেজ আছে। তো অনুভব হল একটি শক্তি , সবচেয়ে বড় শক্তি হল অনুভব । অনুভব শেয়ার করলে সবাই খুশী হয় কিনা । অনুভবী স্বয়ং শক্তিশালী হয়ে যায়। এইটিও একটি বড় অস্ত্র বিশেষ । এমনিতেও বক্তা তো অনেক আছে কিন্তু অনুভব করার শক্তি কারো কাছে নেই। এখানে বিশেষত্বই হল অনুভবের ।

বক্তার চেয়ে অনুভবীর গুরুত্ব বেশী । ধীরে ধীরে সাইন্স বিশেষজ্ঞ , শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ সকল গণ্যমান্য জনেরা বুঝবে যে আমাদের জ্ঞান ওপর ওপর, ফাউন্ডেশন নেই । আর এদের অনুভব হল ফাউন্ডেশনের । যদিও চন্দ্রমার মাটিতে পৌঁছে গেছে কিন্তু নিজের অনুভূতি নেই। চন্দ্রমার যাত্রা করে কি হয়েছে? এই কথা অনুভব হবে কিন্তু শেষে কি করবে কারণ উত্তরাধিকারী তো হওয়ার নেই। তাই শেষের সময়ে সাইন্স অর্থাৎ শস্ত্রধারী এবং শাস্ত্রধারী দুজনেই বুঝবে আমরা কেমন এবং এরা কেমন ! আচ্ছা -

সবাই খুশী তো তাইনা ! কোনো মুশকিল নেই তো ! সহজযোগী হয়েছে ? সহজ সেবাধারী হয়েছে ?

(বিদেশের বোনেরা , দিদি - দাদিদের বিদেশে এসে সেবা করার নিমন্ত্রণ দিচ্ছে) বর্তমান সময়ে যখন '৮৩-র শুরুতে এখানে সবাইকে আনতে হবে , আর সবাইকে এখানে আসতেই হবে তো এখানকার সেবার উপরে বিশেষ অ্যাটেনশান দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আর ওখান থেকেও যদি এমন কোনো নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয় ইউ.এন.ও (U. N. O) ইত্যাদি থেকে তবে নিশ্চয়ই যেতে হবে। বাকি যে নিজের কনফারেন্স ইত্যাদি করো তারজন্যে এত প্রয়োজন নেই কেননা তাদেরই এখানে আনতে হবে তাই সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে এখন এতটা দরকার নেই। বাকি এখন বিদেশ তো এমন হয়েছে , এখনই এখানে , পরক্ষণেই ওখানে । এমন কোনো কাজ থাকলে পৌঁছে যাবে।

ইউ.এন.ও তে যে সম্পর্ক বাড়ছে , এইটিও একরকম সেবা। আরও যত হয় তাদের হোমলী সম্পর্কে নিয়ে এসো। যেমন এই স্যালি (Sally Swing ইউ.এন.ও থেকে) এসেছে শুধুমাত্র স্নেহের সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়ে তাইনা । প্রেমের পালনা প্রাপ্ত হয়েছে কারণ বড় অফিসার যেখানে যায় সেখানে ঐ পোস্টে অফিসিয়াল থাকে , প্রেমের পালনা তারা পায়না । এখানে তো সম্বন্ধের রস প্রাপ্ত হয়। এইটিই হল এখানকার বিশেষত্ব । যে সম্পর্কে আসবে তাদের যেন পরিবারের অনুভূতি হয়। যেন অনুভব করে যে এরা অনেকের কাছেই হারানিধি আত্মা । সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এইটাই হল সেবা। যত যত কাছে আসবে অনুভব করবে যে এদের কাছেই সর্ব প্রাপ্তি আছে।

স্টীভ-নারায়ণ *(গায়ানা-র* *উপরাষ্ট্রপতি)* *তাদের* *পরিবারকে* *স্মরণ-স্নেহ*
দিচ্ছেন

ওনাকে হৃদয়ের গভীর থেকে অনেক স্নেহপূর্ণ স্মরণ দিও। তন-মন-ধন তিনটি বিধি দ্বারাই পূর্ণ সহযোগী , নিশ্চয়বুদ্ধি , নম্বরওয়ান বাচ্চা তারা। ওখানের বাজেটের জন্যে আসেননি কিন্তু পান্ডব সরকারের বাজেটের প্রোগ্রামে বুদ্ধির বিমানের দ্বারা এখানে পৌঁছে গেছেন। খুবই নম্রচিত্ত ঐ বাচ্চা । পুরো পরিবারটাই ড্রামা অনুসারে সার্ভিসেবল । সাহসও ভাল রয়েছে । পরিবারটাই স্নেহে পরিপূর্ণ । অঙ্কশ্রদ্ধা নয়, নলেজের আধারে স্নেহী । এনাদেরই সম্পর্কে আমেরিকায় পৌঁছানো গেছে। ইনি বেহদের সেবার নিমিত্ত স্বরূপ বিশেষ আত্মাদের সেবায় নিমিত্ত রয়েছেন । ইহাকেই বলা হয় এক আত্মার নলেজের প্রভাবে অনেকে প্রভাবিত। মাইকটি হল বিশাল । এনাকে দেখে ওখানকার সরকারও ভাল রকম প্রভাবিত। নলেজের , যোগের ভাল প্রভাব রয়েছে । ভাল সেবাধারী ।

বরদান : হদের ইচ্ছাগুলির ত্যাগ করে ভাল হওয়ার বিধি দ্বারা সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব।

ব্যাখ্যা : যারা হদের (দেহ ও দুনিয়ার) ইচ্ছা রাখে , তাদের ইচ্ছা কখনও শেষ হয়না । যারা ভাল হয় তাদের সব ইচ্ছা স্বতঃতই পূর্ণ হয়। দাতার সন্তানদের কিছু চাইবার দরকার নেই। চাইলে কিছুই প্রাপ্তি হয়না । চাওয়া অর্থাৎ ইচ্ছা । বেহদের সেবার সংকল্প হদের ইচ্ছা বিহীন হলে অবশ্যই পূর্ণ হবে তাই হদের ইচ্ছার পরিবর্তে ভাল হওয়ার বিধি আয়ত্ত করে নাও তাহলেই সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

শ্লোগান : স্মরণ এবং নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা মায়াজিত হওয়াই বিজয়ী স্বরূপ হওয়া ।

তপস্বী মূর্ত হও :

সূর্যের কিরণ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তেমনই তপস্বী মূর্ত হয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজে স্থিত হয়ে সর্বশক্তি এবং বিশেষত্ব রূপী আলোক কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এমন অনুভব করো। " আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, আমি হলাম বিদ্ব-বিনাশক আত্মা " , এই স্বমানের স্মৃতির সীটে স্থিত হয়ে যাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এক ঈশ্বরের প্রতিই সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে। এই ইন্দ্রের দরবারে সুপুত্রদেরকেই আনতে হবে। কোনো কুপুত্রকে নয়"

প্রশ্নঃ -- *২১ জন্মের বড়র থেকেও বড় লটারি নেওয়ার জন্য কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে?*

উত্তরঃ -- *এক পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ কর এবং শ্রীমতে চলার পুরুষার্থ কর। কারো নাম বা রূপে বুদ্ধি আটকে থাকলে সেখান থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। রাতে যখন সময় পাবে, তখন ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ কর। দৈবী গুণ ধারণ কর, তবেই ২১ জন্মের লটারি পেয়ে যাবে।*

গীত -- *না তিনি আমাদের থেকে আলাদা হবেন, না তিনি দূরে যাবেন.... *

ওম্ শান্তি। দুঃখ তো এখানেই। বাবা আসেন দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। কেননা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, কৃষ্ণ এখানে আসতে পারেন না। তাঁর পুরীতে (কৃষ্ণপুরীতে) দুঃখ বলে কিছু থাকে না। দুঃখ তো কেবল কংসপুরীতেই। কৃষ্ণপুরী হল শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের পুরী। আমরা এখন দৈবী গুণ ধারণকারী হয়েছি। এখন যদি আসুরী গুণ রাখতে থাকি, তবে দৈবী সম্প্রদায়ে ভালো পদ মিলবে না। এখন পদ না মিললে কল্প কল্পান্তরেও মিলবে না -- অনেক বড় লোকসান হয়ে যাবে। সেই সব লাভ - লোকসান তো মাত্র এক জন্মের হয়। আর এ তো হল জন্ম জন্মান্তরের বিষয়। ভালো কর্ম, মন্দ কর্মও তো হয় তাই না। সত্যযুগে কেবল সুকর্মই হয়। কুকর্ম করানোর হোতা রাবণ ওখানে থাকে না। এখানে যে যেমন কর্ম করে, ২১ জন্মের জন্য তার ফল পেতে থাকবে। হয় চলতে হবে শ্রীমতে, নয় আসুরী মতে। খারাপ কাজ করা মানেই হল আসুরী মতে চলা। সাথে সাথেই বুঝতে পারা যায়। বাবার সাথে সম্পূর্ণ প্রীতি রাখতে হবে যে। *ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি নয় যখন তখন তবে অসুরের প্রতিই প্রীতি*। এখানে তোমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা পেয়েছ। *তোমরা তো বলে থাক যে - ঈশ্বর বাবা। প্রতিষ্ঠা করে থাক -- আমরা একমাত্র তোমার প্রতিই ভালোবাসা রাখব। এরপর যদি কারো প্রতি ভালোবাসা রাখ, তাহলে তো তা অসুরের সাথেই যেন রাখা হল। তখন নিজেও অসুর হয়ে গেলে*। গল্পও আছে না -- ইন্দ্রের দরবার ছিল, ওখানে কোনো পরী বিকারীকে সাথে করে নিয়ে আসে। সে সুপুত্র ছিল না। কুপুত্র বিকারী ছিল, তাই উভয়কেই নীচে ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে এমন লোকেদের নিয়ে আসে, যারা পবিত্র থাকতে পারে না। তো যে সব বি. কে. - রা তাদের নিয়ে আসে, তারা নিজেরাই অভিশপ্ত হয়ে যায়, আর সেই ব্যক্তি তো ছিলই অভিশাপ গ্রস্ত। *এ হল ঈশ্বরের জ্ঞান ইন্দ্রসভা। জ্ঞানের বর্ষণ কারী হলেন একমাত্র বাবা। তাই যাকেই আনা হবে খুবই বুঝে শুনে আনতে হবে। নইলে যিনি নিয়ে আসবেন, তিনিও অভিশাপ গ্রস্ত হবেন*। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা, তোমরা সুপ্রীম রুহ-র কাছে তাদের নিয়ে আসছে, তো খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এমনভাবে তো অনেকেই আসেন দেখা করার জন্য, কারও কারও সাথে দেখাও করতে হয়। *কিন্তু এমন দিনও আসবে, যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন, পবিত্র না হলে সামনে আসতে পারবে না*। এখন যদি সেটা করা হয়, তাহলে অবশ্য অসুবিধা আছে। তোমাদের লক্ষ্য হল অনেক উচ্চ, যত আশ্রম বা সতসঙ্গ রয়েছে, কোথাও সেখানে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। তারা জানেও না যে এর ফলে আমাদের কি লাভ হবে। এখানে তো বড় বড় অক্ষরে এইম অবজেক্ট লেখা

হয়। মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে। শিখরাও গায় -- মনুষ্য থেকে দেবতা করতে ভগবানের কতই বা সময় লাগে.... দেবতা থাকে সত্যযুগে। তো মনুষ্য থেকে দেবতা নিশ্চয়ই ভগবানই বানান। ভগবান কি বানান ? ভগবান আর ভগবতী। কিন্তু আমরা বলি দেবী - দেবতা, কেননা ভগবান হলেন একজনই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরও হলেন সৃষ্টিবতনবাসী। লক্ষ্মী - নারায়ণও হলেন দৈবীগুণ সম্পন্ন মানব। দৈবী গুণধারীদের আবার আসুরী গুণে অবশ্যই আসতে হয়। এখন ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। বাবা বলেন "আমি পতিত দুনিয়াতে আর পতিত শরীরেই আসি" । ইনিই(ব্রহ্মাবাবা) পুরো ৮৪ জন্মই নেন তাঁর ডাইনেস্টি (রাজবংশ) সহ। তিনি পতিতকে পবিত্র বানান, কৃষ্ণ পতিতকে কীভাবে পবিত্র বানাবেন ! কৃষ্ণ সেই নাম ও রূপে একবারই আসবেন। তাঁর সেই চিত্র (Identical image) আবার ৫ হাজার বছর পরে পাওয়া যাবে। এছাড়া তো তাঁর নানান ভিন্ন ভিন্ন জন্ম হবে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ -- যাঁরা এখন জগদম্বা এবং জগৎপিতা, তাঁরা জানতে পারেন যে আমরা পরের জন্মে এই হব। এখন যে ফিচার্স (অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য) রয়েছে তা বদলে যাবে। তোমরা এখন বতনে গিয়ে তা দেখে আসতে পার যে সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের কী ফিচার্স হবে। এখন তোমরা তার সাক্ষাৎকার করতে পার। *এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে অন্যদের এই সাক্ষাৎকার হবে না। এই একজনকেই তোমাদের অ্যাক্যুরেট দেখতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই ফটো তো এখানে বের করা সম্ভব নয়। এই সব ফটো এখানকারই বানানো। তোমরা জানো যে ভবিষ্যতে তাঁরা এই রকম হবেন। গুরু নানকের অ্যাক্যুরেট চিত্র আবার ৫ হাজার বছর পরে হবে। এসব কথা কেবলমাত্র তোমরাই জান। এই রকম বাবার সাথে যোগ খুব ভালো হওয়া চাই এবং তা যেন অব্যভিচারী যোগ হয়। কারো নাম বা রূপের প্রতি প্রীতি জন্মালেই তা কিন্তু ব্যভিচারী হয়ে গেল। শিববাবার ভক্তি শুরু হলে প্রথমে তাকে অব্যভিচারী ভক্তি বলা হয়। শুধু শিবেরই পূজা করত। এখন আবার এক শিবেরই স্মরণ চাই। বাবা বলেন যে, এমন যেন না হয় যে অন্তিম সময়ে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ব্যভিচারী হয়ে গেল। কোথাও নাম বা রূপে ফেঁসে গিয়ে যদি থাক, তবে বুদ্ধিকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসো। মায়া এমনই যে কখন কোথা থেকে কোথা থেকে যে ধাক্কা লাগবে ! কখনো মিত্র বা সম্বন্ধীর কথা মনে পড়ে যাবে। চট করে যোগ লেগে যাবে, তা তো হতে পারে না । বাবা বলেন যে, এখনও কেউ কমপ্লিট হয়নি। এ হল অনেক বড়র থেকেও বড় লটারি, এতে অনেক বেশী পুরুষার্থের প্রয়োজন। মায়া বড়ই প্রবল, ঝট করে ভুলিয়ে দেয়। এটাও সৃষ্টি নাটকে আগে থেকেই লেখা রয়েছে। *সেই জন্য স্মরণ করবার পুরুষার্থ রাতে কর। দিনের বেলায় তো সময়ের অভাব, তাই রাতে পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ কর*। শ্রীমতে চললে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। যিনি শ্রেষ্ঠাচারী কৃষ্ণ, তাঁকেই গীতার ভগবান বলে দিয়েছে। আর যিনি শ্রেষ্ঠ বানান -- তাঁর নামটাই লুপ্ত হয়ে গেছে। এটা হল সঙ্গম যুগ, একে সুন্দর কল্যাণকারী যুগ বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগকে বা কলিযুগকে অস্পীশিয়াস বলা যাবে না। অস্পীশিয়াস তাকেই বলা যায়, যা কল্যাণকারী। সত্যযুগ তো হলই কল্যাণকারী, তার আগে অকল্যাণকারী যুগ ছিল। তো *সমস্ত মহিমা সঙ্গমযুগেরই হবে, কারণ এই সময়েই শিববাবার অবতরণ হয়। বাবা বলেন, "আমি কল্পের সঙ্গমে আসি" । কল্প পুরো হয়, তারপর নতুন শুরু হয়। পুরানো কল্পে হল কলিযুগ আর নতুন কল্পে হল সত্যযুগ। এটা হল কল্পের সঙ্গম যুগ। কিন্তু এটাকেই তারা যুগে যুগে বলে দিয়েছে*। আচ্ছা, *সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গম, ত্রেতাযুগে আর দ্বাপরের সঙ্গম, দ্বাপর আর কলিযুগের সঙ্গম..... আবার কলিযুগের সঙ্গম হলে তবে তো চারটি সঙ্গম হয়ে যাবে ! তবে তো চার জন অবতার লাগবে ! তাহলে ২৪ অবতার বলে কেন ? এই সকল কথা ধারণ করার মতো *।

বাবা খুবই সহজ ভাবে লিখিয়েছেন যে : পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ ? পরমপিতা যখন বলা হয়, তাহলে তো অবশ্যই পিতা দু'জন হবেন ! প্রদর্শনীতে এসব কথা সুন্দর ভাবে বোঝানো হয়, কিন্তু কেউই বোঝে না। একজনেরও নিশ্চয় হয় না। যদিও আসবে, মুরলী শুনবে, কিন্তু তিনিই যে আমাদের বাবা -- তাঁর থেকেই যে উত্তরাধিকার নিতে হবে, শ্রীমতে চলতে হবে -- এ সব কথা তাদের বুদ্ধিতে বসে না। হাজার হাজার মানুষ আসবে, কিন্তু একজনেরও এটা নিশ্চয় নেই যে তিনিই পিতা -- তাঁর মতেই চলতে হবে। প্রথমে তো মাতা - পিতার মুখই আগে তোমাদের দেখা উচিত। কিন্তু কারোই নিশ্চয় নেই। মায়া বড়ই প্রবল। এই প্রবল মায়ার থেকে মুক্ত হওয়াতেই তো যত মেহনত। বাবা বলেন -- "সদ্ব্রূর যারা নিন্দা করে তারা টিকতে পারে না"। চাল চলন ভালো না হলে টিকতেই পারবে না। এখানে তো এইম অবজেক্ট একেবারে ক্রিয়ার (স্পষ্ট) । আধা কল্প ভক্তিমার্গ চলে। সেটা হল অবরোহণ কলা। গাওয়াও হয়ে থাকে যে, গুরুর নাম নিলে উত্তরণ কলা হয়। কিন্তু কোন্ গুরু ? সদ্ব্রূর। তোমরা সদ্ব্রূরকে জান। তিনি হলেন -- শিববাবা, সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক, সদ্ব্রূর। শিববাবাকে স্মরণ করলে উত্তরণ কলা হয়ে যায়। ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে যায়। তোমরা পুরো চক্রতেই আস, অন্যরা আসে না। সতো, রজো, তমো তো হয়েই। শৈশবকে সতোপ্রধান বলা হয়, তারপর একটু বড় হলে সতো, যৌবন হল রজো আর বৃদ্ধাবস্থাকে তমো বলা হয়। প্রত্যেকের সুখ ও দুঃখের পার্ট সৃষ্টি নাটকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই নাটক বড়ই বিচিত্র, যাকে কেউই জানে না। রয়্যাল পরিবারের চাল চলন খুব মার্জিত হয়। এখানে তো শ্রীমতে চলতে হবে। সকলে তো একরস চলতে পারে না। বাবা বোঝান যে -- দাস - দাসী হলে, তারপর থার্ড ক্লাস রাজা - রানী হওয়া -- তার চেয়ে তো প্রজার মধ্যে সাহকার হওয়া ভাল, দান পুণ্য করে সাহকার হওয়া। অন্তত দাস - দাসী নাম হবে না, প্রজাকূলে সাহকার হবে। এখানে থেকে যদি শ্রীমতে না চলে, তবে দাস - দাসী হয়। এখানে থেকে যদি কোনো কুকর্ম করে, তবে দাসীরও দাসী হয়। কোনো কোনো দাসী বেশ ভালো হয়, কিন্তু কারো কারো তো একেবারেই সম্মানটুকুও থাকে না। তাই পুরুষার্থ খুব ভাল হওয়া উচিত। সেই জন্যেই বাবা লেখেন বাম্বাদের সার্টিফিকেট পাঠাও। কেউ কেউ নিজেকে খুব চালাক মনে করে বসে, তারপরে কে আর রিপোর্ট পাঠাবে যে সতর্ক হবে ? বাবার কাজ হল বোঝানো -- এই হল সম্পূর্ণ এইম আর এই হল অবজেক্টিভ, যত ইচ্ছা পুরুষার্থ করো, বিজয় মালায় গেঁথে দেখাও। ৮ এরও মালা আছে, ১০৮ এরও আছে, ১৬ হাজার ১০৮ এরও মালা আছে। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ডে (পাপ শূন্য জগৎ) রাজা - রানী খুব অল্প থাকে। পরে ধীরে ধীরে অনেক বাড়তে থাকে। এখানে ভারতে সব চেয়ে বেশী হবে। কত নগর, কত রাজা - রানী, তারপর তাদের প্রিন্স - প্রিন্সেস -- সংখ্যায় অনেক হয়ে যায়। লিস্ট অনেক লম্বা হয়ে যায়। মহারাজা, রাজা, তারপর তাদের কত কত আত্মীয় কুটুম। ডাইরেক্টরিতে প্রধান নামগুলোই থাকে। সেখানে তো একটি পুত্র আর একটি কন্যা সন্তান থাকে। হিসাব বড়ই জটিল। তবুও বাবা বলেন বেহদের (অসীমের) বাবাকে স্মরণ কর, যার দ্বারা তোমরা উত্তরাধিকার লাভ করবে। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। এটা হল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। মানুষ ঈশ্বরকে না জানার কারণে নিজেকেই ঈশ্বর ভেবে বসে। তারা তো জন্ম মৃত্যুর আবর্তনে আসে। অকালে মৃত্যুও হয়, আবার নিজেদেরকে ঈশ্বরও বলতে থাকে। তোমরা জান যে দেবতাদের কখনো অকালে মৃত্যু হয় না। সময় পূর্ণ হলে সাক্ষাৎকার হয় যে এবার পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নিতে হবে। এই সব বিষয় গুলি খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। কেবলমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, আর কোনো নাম বা রূপের চক্রে ধাক্কা খাওয়ার দরকার নেই। নইলে পতন হবে। বাবাকে তো তাদেরকে নানান ভাবে ওঠাতে হয়। এঁনার (ব্রহ্মাবাবা) মধ্যে তো শিববাবার পধরামণি হয় (শিববাবা অবতরণ করেন), তাই এঁনার

সাথে কোনো প্রতিযোগিতা কোনো না। মায়া অনেক তুফান আনবে, কিন্তু হনুমানের মতন পাঙ্কা হতে হবে, যাতে মায়া রাবণ নাড়াতে না পারে। আদি দেবকে মহাবীর হনুমানও বলা হয়। তারা এমন নাম রেখে দিয়েছে। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কেউ মহারথীও রয়েছে। বিষয়টা আসলে প্র্যাক্টিকলি এখানকারই। যার জ্ঞানের মালিশ(massage) হবে না, তাকে অবসন্ন দেখায়। জ্ঞানের মালিশের ফলে লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখে -- কত প্রফুল্লিত দেখায়।

আচ্ছা -- মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : --

১) নিজের এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে উঁচু পদ লাভ করবার পুরুষার্থ করতে হবে। চাল-চলন খুব রয়্যাল রাখতে হবে। আর শ্রীমতে চলতে হবে।

২) কোনো দেহধারীরই নাম ও রূপকে স্মরণ করবে না। এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান : -- *"ন্যাচারাল অ্যাটেনশানকে" নিজের স্বভাব (Nature) বানাতে সমর্থ স্মৃতি স্বরূপ ভব*

সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা কখনো টিলেঢালা অবস্থায় থাকে না, তারা সর্বদা অ্যাটেনশানে অ্যালাইন থাকে। তোমরাও হলে পান্ডব সেনা, যাদের মধ্যে সামান্যতমও টিলেঢালা ভাব থাকবে না। অ্যাটেনশান এক স্বাভাবিক বিধি হয়ে যাবে। কেউ কেউ অ্যাটেনশানেরও টেনশন করে। কিন্তু টেনশনের জীবন সর্বদা চলতে পারে না। সেইজন্য ন্যাচারাল অ্যাটেনশানকে নিজের নেচার বানাও। অ্যাটেনশান রাখলে স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাবে আর বিস্মৃতির অভ্যাস চলে যাবে।

স্নোগান : -- *নিজেই নিজের শিক্ষক হও, তবে সব দুর্বলতা স্বাভাবিকভাবেই সমাপ্ত হয়ে যাবে*।

তপস্বী মূর্ত হও

এখন জ্বালা স্বরূপ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নাও এবং সংগঠিত ভাবে মন বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা পাওয়ারফুল তপস্যার ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়িয়ে দাও। মনের মধ্যে এই ধূন সদা যেন বাজতে থাকে যে এখন ঘরে ফিরতে হবে। ফিরতে হবে মানে হল সকল সম্বন্ধ থেকে, প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে উপরাম (উর্ধ্বে) অর্থাৎ সাক্ষী হয়ে যাও*।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মাকে নীরোগ বানানোর জন্য রুহানী স্টাডি করো আর অন্যদেরও করাও, রুহানী হাসপাতাল খোলো"

প্রশ্নঃ - কোন আশা পোষণ করলে স্বতঃই সব আশা পূরণ হয়ে যায় ?

উত্তরঃ - শুধু বাবাকে স্মরণ করে সর্বদা নীরোগ থাকার আশা রাখো । জ্ঞান -যোগের আশা পূরণ হলে বাকি সব আশা স্বতঃ পূরণ হয়ে যাবে । বাচ্চাদের কোনও অভ্যাস রাখা উচিত নয়, অলরাউন্ডার অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে । যদিও প্রত্যেকের মধ্যে খামতি রয়েছে তবুও সার্ভিস করা উচিত ।

গীতঃ- ধৈর্য ধরো হে মন ! তোমাদের খুশির দিন আসছে

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । এই সময় সব আত্মাদের ধৈর্যের শক্তি দেওয়া হয়ে থাকে । আত্মাতেই মন-বুদ্ধি আছে । আত্মাই দুঃখী হয়, তখন বাবাকে ডাকে - হে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা এসো । কখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে পতিত-পাবন বলা যায়না । যখন ওঁদের বলা যায়না তখন লক্ষ্মী- নারায়ণ, রাম-সীতা, এনাদেরও বলা যায়না । পতিত-পাবন তো একজনই । বিষ্ণুর ছবিই তো পবিত্র । তিনি হলেন বিষ্ণুপুরীর মালিক । বিষ্ণুপুরী স্থাপন করেন শিববাবা । উনি এখন বিষ্ণুপুরী স্থাপন করছেন । ওখানে দেবী-দেবতাই থাকেন । বিষ্ণু রাজত্ব বলা হোক বা লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজত্ব, ব্যাপার একই । এইসব পয়েন্টস ধারণ করার । বাবা হন রুহানী, এবং রুহানী স্টাডি আর রুহানী সার্জারিও আছে এইজন্য বোর্ডে নামও এইরকম লেখা উচিত "ব্রহ্মাকুমারী রুহানী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়" । *রুহানী শব্দ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে* । রুহানী হাসপাতালও বলা যেতে পারে, কেননা বাবাকে অবিনাশী সার্জন বলা হয়, পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগরও বলা হয় । *তিনি তোমাদের ধৈর্য দিচ্ছেন এবং বলছেন বাচ্চারা আমি এসেছি । আমি রুহদের পড়াই* । আমাকে সুপ্রীম রুহ বলে । আত্মারা সব রোগগ্রস্ত , তোমাদের মধ্যে খাদ মিশেছে । সত্যযুগে আত্মারা পবিত্র অথচ এখানে আত্মারা অপবিত্র; ওখানে পুণ্য আত্মা , এখানে পাপ আত্মা । সবকিছু আত্মার উপরে নির্ভর করছে । আত্মাকে শিক্ষা দেন পরমাত্মা । তাঁকেই স্মরণ করা হয় । সবকিছু তাঁর থেকেই চাওয়া হয় । কোনও দুঃখী কাঙাল হলে বলবে - দয়া করো, কিছু পয়সা দাও আমাকে ধনী বানাও । একবার যদি তার হাতে পয়সা আসে তবে সে বলবে ঈশ্বর সরাসরি দিয়েছেন অথবা বলবে, অন্যের মাধ্যমে দিয়েছেন । একজন কার্পেন্টার (ছুতোর) তার শেঠের থেকে পয়সা পায় । বাচ্চারা তাদের বাবার থেকে পায় , কিন্তু ঈশ্বরেরই নাম উচ্ছল হয় । যেমনই হোক , মানুষ ঈশ্বরকে জানেনা , সেইজন্য এইসব যুক্তি তৈরী করে । *এটা জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগত্ মাতা জগদম্বার সাথে কি সম্বন্ধ ? রাজ-রাজেশ্বরী লক্ষ্মী- নারায়ণের সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তাঁরা তো স্বর্গের মালিক । যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেছেন নিশ্চয়ই তিনি তাঁদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন* । তাঁরা বিষ্ণুপুরীর মালিক । মুখ্য চিত্র শিববাবা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের । তারা বিষ্ণুর সর্ব অলঙ্কার ভূষিত চিত্র দেখিয়েছে । বিষ্ণুর দ্বারা পালন এবং শংকরের দ্বারা বিনাশ করান । তাঁর ভূমিকা এত বড় নয় । শিববাবা স্তুতির অধিকারী এবং বিষ্ণুও তেমনই হন । শংকরের পার্ট আলাদা । তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে ত্রিমূর্তি । রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ মুখ্য

চিত্র । তার পরের চিত্র রাবণের । সেই ছবি ৪ ফুট - ৬ফুট লম্বা বানানো উচিত । বছর - বছর রাবণের কুশ-পুতলি জ্বালানো হয়, এর সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? একে জ্বালানো যখন হয় নিশ্চয়ই বড় কোনও শত্রু হবে । প্রদর্শনীতে তার বড় চিত্র হওয়া উচিত । এর রাজত্ব দ্বাপর থেকে শুরু হয়, যখন দেবী-দেবতারা বাম মার্গে পতিত হয় । এইসব চিত্র ছাড়া বাকি যে চিত্রগুলো আছে সেগুলোও আলাদা প্রদর্শনীতে দেখানো উচিত কারণ সেগুলো সব কলিযুগের চিত্র । গণেশ, হনুমান, কুমীর -মাছ প্রভৃতির ছবিও রাখা উচিত । এইরকম নানারকম ছবি পাওয়া যায় । একদিকে তোমাদের চিত্র আরেক দিকে কলিযুগীয় চিত্র । এই সমস্ত ছবি ব্যবহার করে তোমরা বোঝাতে পারো । মুখ্য চিত্র শিববাবার এবং লক্ষ্যবস্তুর । লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আলাদা এবং সঙ্গমযুগের চিত্র আলাদা ; কলিযুগের চিত্র আলাদা । চিত্র প্রদর্শনীর জন্য একটা বড় ঘরের প্রয়োজন । দিল্লিতে তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসবে । হতে পারে কেউ ভালো আর কেউ মন্দ । তোমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে এবং তোমাদের দরকার এদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া । *যদি এই প্রদর্শনী চীফ জাস্টিসের দ্বারা উদ্ঘাটন করানো হয় ; তিনি একজন বিখ্যাত, প্রথম সারির মানুষ । প্রেসিডেন্ট এবং চীফ জাস্টিস সম্মেলনের । তাঁরা একজন আরেকজনের কাছে শপথ নেন । নিশ্চয়ই তাঁদের এই বিষয়ে কিছু নলেজ আছে, যে কারণে তাঁরা উদ্ঘাটন করতে আসেন । উদ্ঘাটন নির্মিত কিছু বস্তুরই হয় ; ধ্বংসাত্মক কিছুই উদ্ঘাটন তো করবেন না* । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা, তোমাদের এখন সুখের দিন আসছে । বোর্ডে হসপিটাল শব্দ অবশ্যই লেখা উচিত । আর কে স্থাপনা করেছেন ? অবিনাশী সার্জন, পতিত-পাবন বাবা । পবিত্র দুনিয়ায় পবিত্র মানুষের কখনও কোনরকম অসুস্থতা থাকেনা । পতিত দুনিয়ায় অনেকরকম রোগ । সেবার ক্ষেত্রে তোমাদের এই ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত, কি কি চিত্র ব্যবহার করা উচিত, কিভাবে বোঝানো উচিত । যদি কোনও অজ্ঞানী মানুষ বোঝায়, তবে তারা কিছু বুঝতে পারবে না । তারা বলবে, এখানে কিছুই নেই ; অথবা বানিয়ে বলছে, এইজন্য প্রদর্শনীতে কখনও কম বুদ্ধির কাউকে দিয়ে ব্যাখ্যা করানো ঠিক নয় । অন্যদের বোঝানোর জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন হতেই হবে । বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসে । যদি কম বুদ্ধির কেউ প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তিকে বোঝায় তবে প্রদর্শনীর মূল বিষয় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং প্রদর্শনীর বদনাম হয় । বাবা তোমাদের বলতে পারেন , কোন কোন টিচার কেমন হবে । সব টিচার একরকম হুঁশিয়ার হয়না । তারা দেহ -অভিমानीও হয় । বাবা বলেন , হে আত্মারা, তোমাদের সুখের দিন আসছে । স্বর্গের নাম তো সবাই মনে করে কিন্তু স্বর্গের পদও নশ্বরভিত্তিক । নরকের পদও নশ্বরভিত্তিক । যারা বিজয় মালাতে গাঁথা হবে তারাই রাজ-রাজেশ্বরী হয় । আমরা জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সাথে জ্ঞানের দেবী, জগদম্বার কী সম্বন্ধ ? ভগবান জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরীকে জ্ঞান প্রদান করেন এবং তারপর তিনি রাজ-রাজেশ্বরী হন । জগদম্বা জগত্ মাতার অনেক সন্তান এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মারও অনেক সন্তান । এইসব খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার । মানুষ বুঝতে পারেনা প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বা কে ! প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী হবে । যারা বিচক্ষণ তারা ততক্ষণাত্ জিজ্ঞেস করবে যে, আমাদের এই কথা বোধগম্য হলোনা প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বার নিজেদের মধ্যে কী যোগ আছে ! বাচ্চারা সকলেই মুখবংশাবলীই হবে । তারা যখন এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে তোমরা বুঝতে পারবে যারা এখানে এসেছে তাদের বুদ্ধি কিরকম । বাবা সব রহস্য বুঝিয়ে দেন । ত্রিমূর্তি, ঝাড়, গোলা এই চিত্রের মধ্যে মূল লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু- লক্ষ্মী-নারায়ণ এছাড়াও যিনি উত্তরাধিকার দিচ্ছেন তিনি উপরে । সেই একেশ্বর যিনি সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি জ্ঞানসম্পন্ন । প্রশ্নাবলীও খুব ভালো । রাবণের সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ ? বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত এদের কেউই বোঝায়নি রাবণ শত্রু হলো কিভাবে । আমরাও আগে বুঝতে পারতামনা । বাবা বলেন , এমনকি এই যে ব্রহ্মা আমি যাকে অ্যাডপ্ট করেছি সেও জানত না । এখন তোমরা জেনেছ ,

অন্যদের বোঝানোর জন্য তোমাদের অনেক উত্সাহ থাকা উচিত । এই প্রদর্শনী একদম নতুন । এমনকি এটা যদি মানুষ কপি করে তবুও বোঝাতে পারবেনা । এটা আশ্চর্য । প্রবল উত্সাহ থাকা উচিত । *সার্ভিসে নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করতে হবে । অনেকে তোমাদের চিত্র চাইবে সুতরাং অনেক চিত্রও রাখতে হবে । সার্ভিসের জন্য বিশালবুদ্ধি প্রয়োজন । খরচ হবে । টাকা খরচও করতে হবে । তুমি খরচ করতে থাকলে আরও বেশী আসতে থাকবে । দান দিলে ধন কখনও কম হয়না । বাচ্চা ক্রমাগত তৈরী হতে থাকবে । পয়সা সার্ভিসে লাগতে হবে । রাজধানী সত্যযুগে হবে । তোমরা এখানে মহল ইত্যাদি বানাতে যেয়োনা । গভার্নমেন্টের কত খরচা হয় । এখানে তোমাদের খরচ চিত্র বানানোর* । দিন-দিন অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট বেরোচ্ছে । অবস্থা অনুযায়ী যথেষ্ট যুক্তি সহকারে বোঝানো হয় রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল । অর্ধেক সময় রাবণের রাজ্য, অর্ধেক সময় রামের রাজ্য । এই রাবণের কাছ থেকে বাবাই এসে মুক্ত করেন; আর কেউ মুক্ত করতে পারেনা । এর জন্য সর্বশক্তিমানকেই প্রয়োজন । উনিই মায়ার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারেন । তারপর সত্যযুগে শত্রু রাবণের কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । ধীরে ধীরে তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে । মাতা এবং কুমারীরা যারা সংসার নিয়মের বন্ধনে আটকে আছে তারাও মুক্ত হয়ে যাবে । তারা বুঝবে যে এইরকম কিছু হওয়া ভালো হলো । নিশ্চিতরূপে নানারকম অভিযোগ উঠবেই । কৃষ্ণকেও অভিযুক্ত করা হয় । স্থাপনার সময়ও স্ত্রীলোকদের হরণ করে নিয়ে আসার অনেক অভিযোগ থাকে এবং স্ত্রীলোকদেরও অনেক অপমান হয় । তারা স্বর্গেরও বদনাম করে , বলে কৃষ্ণকে সাপে কেটেছে, তারপর এই এই হয়েছে। এইগুলো সব বাজে কথা । প্রদর্শনীতে অনেকে আসে । তারপর তাদের বলা হয় আরও জানতে চাইলে সেন্টারে এসে বোঝো । এসে নিজদের জীবন মূল্যবান বানাও । মৃত্যুকে জয় করো । ওখানে অকালমৃত্যু হয়না । একটা গল্প আছে, কিভাবে যমদূত একজনকে নিতে এসেছিলো এবং কিভাবে সে বলেছিলো যে, সে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না । এটা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হবে । এর জন্য উদার এবং বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন ; তোমাদের দেহী-অভিমানীও হতে হবে । আমি আত্মা । পুরানো সম্বন্ধ এবং পুরানো শরীরের প্রতি মোহ থাকা ঠিক নয় । এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়ে আসছে, আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি । স্বর্গে গিয়ে আমাদের নতুন সম্বন্ধে জুড়ে যেতে হবে । এই স্তান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে । আমাদের সম্বন্ধ বাবা আর নতুন দুনিয়ার সাথে । এই কথা অনবরত স্মরণ করতে হবে । ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য । এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হবে । তোমরা তোমাদের মনকে কেন এর সাথে জুড়ে রাখবে ! তোমাদের শরীর সমেত সবকিছু বিনাশ হতেই হবে । দেহী-অভিমানী হওয়া ভালো । আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । নিজের সাথে কথা বলো , তবেই কাউকে বোঝাতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আমাদের সুখের দিন আসছে । পাশ হওয়ার জন্য তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, উঁচু পদ লাভ করবে । সার্টিফিকেট একমাত্র তোমাদের টিচারই দিতে পারেন । তিনি জানেন তোমার মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে । সেবাকাজে কতটা আগ্রহী । যে স্থাপনার কাজ করে সে ধ্বংসাত্মক কাজ তো করেনা । সেবাপরায়ণ বাচ্চারাই বাবার হৃদয় আসনে বসে । যদিও এখনও সকলে পরিপূর্ণ হয়নি । সবার মধ্যে খামতি রয়েছে । যত এগিয়ে যেতে থাকবে তোমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে । তোমাদের উত্সাহ থাকতে হবে মানুষের জীবন কিভাবে বানানো যায় । কাঁটাকে ফুল বানাতে হবে । বাবাও কাঁটার মতো মানুষকে ফুল বানান । তিনি তাদের দেবতা বানান । স্তান এবং যোগও প্রয়োজন । বাচ্চাদের সংখ্যা যখন বাড়বে, কেউ তোমাদের বিরোধ করবে না; তখন তারা সব বুঝতে পারবে । এখানে কোনও দেবী-দেবতা নেই । সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে । *সবদিকে বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন, কেউ সঠিকভাবে সার্ভিস করছে কী করছেনা । এমন তো কেউ নেই যে শুধু আরাম করতেই ভালবাসে । এমনও তো

কেউ নেই যার সবসময় কিছু না কিছু চাই। একে বলা হয় লোভ। ভালো খাবার চাই, ভালো কাপড় চাই। অনেকরকম আশা থাকে। বাস্তবে, যজ্ঞ থেকে যা পাওয়া যায় তাই ভালো। সন্ন্যাসীদের যা দেওয়া হয় তার থেকে বেশী তারা কখনও চায়না। তারা বিশ্বাস করে এই ধরনের অভ্যাস ভালো নয়। শিববাবার যজ্ঞ থেকে তোমরা যা লাভ করছ সব ভালো। তবুও কিছু আশা থেকে যায়। আগে জ্ঞান-যোগের আশা পূরণ করো। সেই আশা তোমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে পোষণ করছ। এখন বাবাকে স্মরণের দ্বারা আমরা এভার হেলদি হয়ে যাব, এই আশাই রাখতে হবে। সুতরাং, তোমরা অবশ্যই লিখবে এই হলো রুহানী হাসপিটাল। যখন তোমরা এটা করবে মানুষ বুঝতে পারবে এই হলো হাসপিটাল এবং কলেজ। বাবা বাড়ীও বানিয়েছেন হাসপিটাল এবং কলেজের মতো। কলেজের কোনও শৃঙ্গার হয়না সাধারণ হয়। আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) যারা আরাম পছন্দ করে তাদের মতো হয়োনা। সার্ভিসের অনেক অনেক শখ রাখতে হবে। তোমাদের টাকা শুধুমাত্র সার্ভিসেই খরচ করতে হবে। মানুষের কন্টকময় জীবনকে ফুল বানাতে হবে।

২) সর্বদা গঠন মূলক কাজ করবে, ধ্বংসের নয়। নিজের সাথে নিজের কথা বলতে হবে। আমরা কোথায় যাচ্ছি! কি তৈরী হচ্ছে!

বরদানঃ- *মায়া এবং প্রকৃতির দোলাচলে সর্বদা নিরাপদে থেকে দিলারামের হৃদয়াসনে আসীন হও*

সবসময় নিরাপদ থাকার স্থান, দিলারাম বাবার হৃদয় আসন। সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ভগবানের হৃদয় সিংহাসনে বসতে পেরেছি। যারা পরমাত্ম হৃদয়ে থেকে আত্মহার্য হয়েছেন অথবা হৃদয়াসনে বসে আছে তারা সদা নিরাপদে থাকে। মায়া বা প্রকৃতির তুফান তাদের নাড়াতে পারবে না। যারা অচল তাদের স্মৃতিমন্দির এই অচলঘর, এই ঘর কোনও অবস্থাতেই নাড়ানো যায়না। সুতরাং, এটা সবসময় স্মরণে রেখো তোমরা অনেকবার অচল হয়েছ আর এখনও অচল।

শ্লোগানঃ:- *জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ হওয়ার অর্থই তোমার শিক্ষাকে অভ্যাসে পরিণত করা*।

তপস্বী মূর্ত হও

*তপস্বী স্বরূপের আসনে বসে নিজের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, রূহানী মর্যাদায় স্থিত হয়ে সেই পরিস্থিতিতে সমাপ্ত
করো যা এখন মানুষকে হযরান করছে । নিজ মর্যাদায় চরম দুর্দশাগ্রস্ত আত্মাদের শান্তি এবং
নিশ্চলতার বরদান দাও । লাইট হাউস আর মাইট হাউসের স্থিতি বুঝে, সেই স্থিতিতে স্থিত হও* ।

"মিষ্টি বাচ্চারা-- চিরসুস্থ(Ever healthy) হতে গেলে চির স্মরণে থাকো, এই স্মরণের যাত্রাতেই সত্যিকারের কামাই আছে, এতেই সত্যোপস্থান হবে"

প্রশ্ন:- *সব থেকে বড় পুণ্য কি ? সঙ্গমেতে পুণ্যাত্মা কাকে বলবে* ?

উত্তর:- *অবিনাশী জ্ঞানরত্নের দান করা -- এটাই হল সব থেকে বড় পুণ্য । সঙ্গমে পুণ্যাত্মা তিনি, যিনি জ্ঞানরত্নকে ধারণ করেন । এখন তোমরা ঐ বিনাশী ধনের দ্বারা ভিত্তি হও, আর অবিনাশী জ্ঞান ধনে ভরপুর হয়ে ২১ জন্মের জন্য ধনবান হয়ে যাও ।

গীত:- *কে এসেছেন আজ এই প্রভাতে....*

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল । যখন পরমাত্মা বাবা এসে আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন জীব-আত্মারা নিজের জীব ভাবকে অর্থাৎ এই দেহকে ভুলে যায় । তাদের নিশ্চয় হয়ে যায় যে আমরা আত্মারা হলাম শিববাবার সন্তান ।

আমাদের আত্মাদের পিতা এই মুখ(ব্রহ্মা) দ্বারা বলছেন । আমরা আত্মারা এই কান দ্বারা শুনছি । এরকম নিজের অভ্যাস করার পরিশ্রম করতে হবে । *বাবা বলেন "মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো, শেষে এই বশীকরণ মন্ত্রই কাজে আসবে"।* এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা তোমরা সত্যিকারের অগাধ উপার্জন করো, যত স্মরণ করবে তত সত্যোপস্থান হতে থাকবে আর খুশীও বাড়তে থাকবে, কারণ এটা হল আত্মা আর পরমআত্মার শুদ্ধ ভালোবাসা । তোমাদের ঈশ্বরীয় আঙা প্রাপ্ত হয়েছে - - মিষ্টি বাচ্চারা, অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে খুব ভালবাসার সাথে স্মরণ করো । বাবা আপনি কত মিষ্টি, আপনি আমাদের রাজারও রাজা, স্বর্গের মালিক বানান, আমরা আপনার শ্রীমতে অবশ্যই চলবো । বাবা আপনি তো কামাল করেছেন, ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহি দিচ্ছেন । আমরা তো আপনার প্রতি সমর্পিত হই । তো সমর্পিত হতেও হবে, খালি কথার কথা নয় । যতটা সময় স্মরণে থাকবে, তার প্রভাব সারাদিন থাকবে । বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে আর ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করতে হবে । ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করা অর্থাৎ ঈশ্বর বাবার সমান হওয়া। ঈশ্বরীয় অধিকার অর্থাৎ উঁচুপদকে পেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহকে ভুলে যেতে হবে, এতে নষ্টমোহ হতে হবে ।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ডিগ্রি দেখতে পারো, সারাদিনে আমরা কতটা স্মরণ করে থাকি ! ভোজনের সময়ও দেখো আমরা হর্ষিত মুখ হয়ে বাবার স্মরণে ভোজন করেছি ? মাশুককে স্মরণ করলে আকর্ষণ বাড়বে, খুব খুশী থাকবে আর অনেক জমা হতে থাকবে । স্মরণে থাকতে- থাকতে এই পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করবে । কাঁটা থেকে ফুল হয়ে যাবে । যত স্মরণের অভ্যাস হবে ততই তো তবে অন্তিম কালে যথা মতি তথা গতি হবে । শেষে শরীর ত্যাগ হলে তখনও বাবার স্মরণ যেন থাকে । বশীকরণ মন্ত্র স্মরণ হলে তখন প্রাণ দেহ থেকে যেন বের হয় । স্মরণে থাকলে যা কিছু আবর্জনা আছে তা ভস্ম হয়ে আত্মা পবিত্র হতে থাকবে । এখন বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে যে আমাদের কে পড়ান ! এই চৈতন্য বাচ্চাতে চৈতন্য হীরা বসে আছে, উনিই সৎ- চিত- আনন্দ স্বরূপ । সত্য বাবা তোমাদেরকে সত্য- সত্য শ্রীমৎ দেন । বাবার হয়েছ

তবে পদের পদে ওনার শ্রীমতে চলতে হবে । স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে । চির স্বাস্থ্যবান হতে গেলে চিরস্মরণেতে থাকতে হবে, তবেই অস্তিম কালে যথা মতি তথা গতি হবে । এতে ধাক্কা খাবার কথা নেই । চূপ থাকতে হবে আর পড়তে হবে, এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণের দ্বারাই তোমরা সারা বিশ্বকে শান্তির দান দিতে পারো । প্রত্যেক বাচ্চাদেরকে নিজের প্রজাও বানাতে হবে, অধিকারীও বানাতে হবে । মুরলী কারো মিস করা উচিত নয় । বাবা খুব ভালোবেসে বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা নিজের প্রতি দয়াশীল হও, কোনো নির্দেশের অবজ্ঞা করো না । দেহী-অভিমানী হও । বাবার নজর সদা সেই বাচ্চার প্রতি থাকে যে সুগন্ধযুক্ত ফুল তৈরি হয় । যে আল্লা-অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণ করে আর যেখানে সেবা দেখে সেখানে ছুটে যায় । এরকম সেবাধারী , আঞ্জাকারী বাচ্চাই বাবার অতি প্রিয় হয় । বাবার হৃদয়ে কত ফাস্টক্লাস আশা থাকে যে বাচ্চারা যেন সদা খুশীতে থাকে আর উপযুক্ত হয়ে স্বর্গের মালিক হয় ।

তোমরা বাচ্চারা জানো এই পুরানো দুনিয়া নরকে কোনো সুখ নেই । এখানে কাউকে হৃদয় দাও তবে নিজেরই লোকসান করা হবে । কোনো বস্তুতে আসক্তি থাকা উচিত নয় । বোঝা উচিত যে এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর তো শেষ হওয়ারই আছে । দেহী-অভিমানী বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহ থেকে উপরাম থাকে । তাদের বুদ্ধিতে থাকে আমরা এখানে অল্প সময়ের অতিথি, এটা তো(এই শরীর) হল পুরানো জুতো । যতই একে সাবান, পাউডার আদি লাগাও তবুও শরীর তো পুরানো, একে ছেড়ে আমাদের নতুন নিতে হবে । এখানে তোমরা বাচ্চারা অবিনাশী জ্ঞানরঞ্জের দ্বারা ঝোলা ভরছ, আবার অন্যদেরকেও জ্ঞানরঞ্জের দান দিতে হবে । এটা হল সব থেকে বড় পুণ্য । জ্ঞানরঞ্জ ধারণ করে পুণ্য আত্মা হতে হবে তারপর অন্যদেরকেও দান করতে হবে । ঐ বিনাশী ধনের দ্বারা তো তোমরা এখন ভিখারি হও আর অবিনাশী জ্ঞানধনের দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের দ্বারা ধনবান হও । এই সময় তোমরা অনেক বড় অদল-বদল(Exchange) করো । পুরানো তন-মন-ধন সব বাবাকে দাও । বাবা আবার জ্ঞানরঞ্জের দ্বারা তোমাদের মালামাল করে দেন, যার দ্বারা ভবিষ্যতে তন-মন ধন সব নতুন প্রাপ্ত হয়ে যায় । এখন তোমরা হলে ফকির আর ভবিষ্যতে আবার তোমরা ধনবান হও । ফকির থেকে ধনবান হওয়ার জন্য দুটো কথাই আছে -- মন্মনাভব, মধ্যাজী ভব -- ব্যাস । বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা স্বর্গের ধনী হয়ে যাবে । তোমরা বেহদ বাবার কোলে এসেছ -- ফকির থেকে ধনবান হওয়ার জন্য ।

তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের কাছে সেন্টারে মানুষ আসে জীবনদান লাভ করতে । কাউকে জীবনদান দেওয়া অনেক বড় পুণ্যের কাজ । এখানে এসে সুন্দর ভাগ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে , তাই তাদের জন্য সর্বদা দরজা খোলা থাকা প্রয়োজন । এরকম ব্যবস্থা করা দরকার যেখানে অনেক মানুষ এসে নিজের সৌভাগ্য বানাতে পারে । জীবন হীরে তুল্য বানাবে । অনেক স্নেহের সাথে এক-একজনকে সামলাতে হবে, কোথাও বেচারাদের পা হরকে না যায় (বিপথে না চলে যায়) । যত বেশি সেন্টার হবে তত বেশি এসে জীবনদান পাবে । *সার্ভিসেবল বাচ্চারা অনেককে জীবনদান দিয়ে থাকে । ওঁদেরকে বাবাও স্মরণ করে থাকে । দেখি তো এ কি প্রকারের ফুল ! এর মধ্যে কি-কি গুণ আছে ! বাবা সব বাচ্চাদের অবস্থাকে জানেন, ক্রম অনুসার তো আছে তাই না । ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের ভ্যারাইটিস ফুল আছে । *যে সুগন্ধযুক্ত ফুল -- সে আকৃষ্ট করে । যে যেরকম সে সেরকম

সার্চলাইট নেওয়ার চেষ্টা করে । সুগন্ধযুক্ত, গুণবান বাচ্চাদের দেখে স্নেহে চোখে জল এসে যায় ।

তাদের কিছু অসুবিধা হলে বাবা সার্চলাইট দেন* ।

বাচ্চারা তোমাদের বাবার সাথে অনেক স্নেহ থাকা দরকার । বাবা যা বলেন বাচ্চাদের তা তৎক্ষণাৎ করে দেখিয়ে দিলে বুঝবে বাবার প্রতি তাদের স্নেহ আছে । বাধ্য (আজ্ঞাকারী), বিশ্বস্ত (বফাদার) প্রতিটি নির্দেশ পালনকারী (ফরমানবরদার) । বাবা কত স্নেহের সাথে বোঝান । বাবা হলেন বেহদের ব্যবসায়ী , সওদা অনেক উচ্চ আছে কিন্তু এতে সাহসও চাই । কোনো বাচ্চা এক মুঠো চাল নিয়ে আসে কিন্তু এটা ভাবা উচিত নয় যে আমরা বাবাকে দিই । পরিবর্তে তো শতগুন নেয় । বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বলা উচিত বাবা আপনি আমাদের দু মুঠো চালের পরিবর্তে ভবিষ্যতে আমাদের মালামাল করে দেন, কী বলে যে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ! কিন্তু এতে অনেক বিশাল বুদ্ধি চাই । আচ্ছা-

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) সার্ভিসেবল , আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

অব্যক্ত মহাবাক্য -- *(পার্সোনাল)*

এখন বাবা সব বাচ্চাদেরকে সম্পন্ন রূপে দেখতে চাইছেন, কিন্তু সম্পন্ন হওয়ার ওয়ান্ডারফুল বিষয় গুলিকে দেখবেন, কারণ সম্পন্ন হওয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগের(Practical) পেপার (পরীক্ষা) হয় । কোনো প্রকারের নতুন দৃশ্য বা আশ্চর্যজনক দৃশ্য সামনে এলে, দৃশ্য সাক্ষীদ্রষ্টা বানাতে, কিন্তু নাড়াতে পারবে না । যে কোনো প্রকারের দৃশ্যই সামনে আসুক না কেন প্রথমেই সাক্ষী দ্রষ্টার স্থিতির আসনে বসে দেখলে বা নির্ণয় করলে আনন্দ অনুভব হবে, ভয় আসবে না । যখন হয়েই আছে, বিজয় নিশ্চিত আছে, তবে ঘাবড়ে যাওয়া বা ভয়ভীত হওয়া এ তো হতেই পারে না । যেন অনেকবার দেখা চিত্র আবার দেখছি। এই কারণে

কি হয়েছে ? কেন হয়েছে ? এরকমও হয়, এ তো নতুন জিনিস ! -- এই সব সঙ্কল্প বা কথা মনে আসবে না । আরও রহস্যযুক্ত, যোগযুক্ত হয়ে লাইট হাউস হয়ে, বায়ুমণ্ডলকে ডবল লাইট বানাতে । ঘাবড়াতে না । এরকম অনুভব হয়ে থাকে তাই না । একে বলা হয় পাহাড় সমান পরীক্ষা : সরষের দানার মত অনুভব হয়। দুর্বলের কাছে পাহাড় মনে হবে আর মাস্টার সর্বশক্তিমানের কাছে সর্বের দানা অনুভব হবে । *এর উপরই নম্বর হয় । ব্যবহারিক পরীক্ষাতে পাশ করার জন্যই নম্বর হয়ে থাকে । সদাই পরিষ্কার উপর নম্বর হয়* । যদি পরীক্ষা নেই তবে নম্বরও নেই। এইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী পরীক্ষাকে খেলা ভাবে । খেলাতে কখনও ঘাবড়ে যায় না । খেলা তো হল মনোরঞ্জন । আচ্ছা ।

তোমাদের সকলের বিনাশের তারিখ জানা আছে ? কবে বিনাশ হবে ? তাড়াতাড়ি বিনাশ চাও নাকি হ্যাঁ বা না এর উল্লেখ আছে ? বিনাশের বদলে স্থাপনার কাজকে সম্পন্ন বানানোর জন্য সব ব্রাহ্মণ একই

দৃঢ় সঙ্কল্পে স্থিত হয়ে গেলে তো পরিবর্তন হয়েই পড়ে আছে । যে কোনো একটি সম্পন্ন হবার বিশেষ বিষয়কে লক্ষ্য রেখে তারিখ নির্দিষ্ট করে -- হতেই হবে, তবেই সম্পন্ন হয়ে যাবে । এখনও সংগঠিত রূপে পরিবর্তনের দৃঢ় সংকল্প করছ না । কেউ করছে, কেউ করছে না। এইজন্য বায়ুমণ্ডল শক্তিশালী হয় না । অল্পসংখ্যক হওয়ার কারণে যা করছে তা বায়ুমণ্ডলে প্রসিদ্ধ রূপে দেখতে পাওয়া

যায় না। এইজন্য এখন এরকম কার্যক্রম বানাও, যাতে এরকম বিশেষ গ্রুপের কর্তব্য বিশেষ হয় -- দুটসঙ্কল্পের দ্বারা করে দেখাবে । যেরকম শুরুতে পুরুষার্থের উৎসাহকে বাড়াবার জন্য গ্রুপ বানাতে আর পুরুষার্থের প্রতিযোগিতা করতে, একে অন্যকে সহায়তা করে উৎসাহ বাড়াতে, এখন সেরকম তীব্র পুরুষার্থীর গ্রুপ বানাও, যারা এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যে, *যা বলব সেটাই করে দেখাব* । যেরকম শুরুতে বাবার কাছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছ মরে যাব, শেষ হয়ে যাব, সহ্য করবো, মার খাব, ঘর ছেড়ে দেব, কিন্তু পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা সদা কায়ম রাখব -- এরকম বাঘিনীর সংগঠন স্থাপনার কাজে নিমিত্ত হয়ে দেখিয়েছে, কিছু ভাবে নি, কোনো কিছু দেখে নি, করে দেখিয়েছে -- এরকমই এখন গ্রুপ চাই । যা লক্ষ্য রেখেছি তাকে পূরণ করার জন্য সহ্য করবো, ত্যাগ করবো, ভালোমন্দ শুনতে হলেও শুনব, পরীক্ষায় পাশ করব, কিন্তু লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করেই ছাড়বো । এরকম গ্রুপ উদাহরণ হয়ে দেখালে তবেই তাদের অনেকে অনুসরণ করবে । যে আদিতে সে অন্তেও । এরকম ময়দানে যারা নামবে, নিন্দা-স্তুতি, মান- অপমান সব কিছুকে পার করতে পারবে -- এরকম গ্রুপ চাই । যে কোনো কথাই হোক তা শোনা বা সহ্য করা, যে কোন প্রকারে এটা তো করতেই হবে। যতই ভাল করুক না কেন , ভাল কিছু করতে হলে অনেক বেশী কথাও শুনতে হয়, সহ্য করতে হয় -- এরকম সহ্য শক্তিশালী গ্রুপ চাই । যেরকম শুরুতে পবিত্রতার ব্রতের গ্রুপ ময়দানে এসেছিল তো স্থাপনা হল, এখন এই গ্রুপ ময়দানে এলে তবেই সমাপ্তি হবে । এরকম গ্রুপ নজরে আসছে ? যেরকম ওরা সংসদ(Parliament) বানায় -- এটা তবে সম্পন্ন হওয়ার সংসদ হোক -- নতুন দুনিয়া, নতুন জীবন বনানোর বিধান বানানোর বিধানসভা হোক । এখন দেখবো কেমন গ্রুপ বানাও । বিদেশিরাও এরকমই গ্রুপ বানাও । সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে দেখাবে । যেখানে যাবে দেখতেই যেন এরকম অনুভব হয় যে ইনি তো অবতার -- অবতরিত হয়েছেন । যখন এক অবতার দুনিয়াতে ক্রান্তি আনতে পারে তবে এতসব অবতার যখন নামবে তখন কত বড় ক্রান্তি হয়ে যাবে । বিশ্বে ক্রান্তি নিয়ে আসার অবতার -- এরকম ভেবে কাজ করবে । আচ্ছা ।

বরদানঃ -- *নিজের আকর্ষণীয় স্থিতি দ্বারা সকলকে আকৃষ্ট করে এমন রুহানী সেবাধারী হও ।

রুহানী সেবাধারী কখনও এটা ভাবতে পারে না যে সেবার বৃদ্ধি হচ্ছে না বা শোনার লোক নেই। শোনার জন্য অনেকে আছে, কেবল তোমাদের নিজের স্থিতি রুহানী আকর্ষণীয় বানাও । যদি চুম্বক নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে তাহলে তোমাদের রুহানী শক্তি কি আল্লাদের আকর্ষণ করতে পারে না ! তো রুহানী আকর্ষণের চুম্বক হও যাতে আল্লাহ সতঃই আকৃষ্ট হয়ে তোমাদের সামনে এসে যায়, এটাই হল রুহানী সেবাধারী বাচ্চারা, তোমাদের সেবা ।

স্নোগানঃ -- *সমাধান স্বরূপ হতে গেলে সবাইকে স্নেহ আর সম্মান দিতে থাকো* ।

তপস্বী মূর্ত হও

*বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে স্মরণের যাত্রাকে শক্তিশালী বানাও । নিজের শুভ বৃত্তি বা কল্যাণের বৃত্তি আর শক্তিশালী বায়ুমণ্ডলের দ্বারা অনেক দুঃখী আত্মা, দিকভ্রান্ত আত্মা, প্রার্থনা করে এমন আত্মাদের আনন্দ, শান্তি, আর শক্তির অনুভূতি করাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন সত্যকথার বার্তালাপ করতে হবে, তোমরা বিচার করতে পারো যে রাইট (right) কোনটা, আর ভুল (wrong) কোনটা ।"

প্রশ্ন :- *অন্তর্যামী বাবা দুনিয়ার সমস্ত বাচ্চাদের ভেতরের কোন্ কথা জানেন* ?

উত্তর :- *বাবা জানেন যে এই সময় সমস্ত বাচ্চাদের ভেতরে পাঁচ ভূত প্রবেশ করে আছে, রাবণ সর্বব্যাপী । বাচ্চারা তোমরা তো পাঁচ ভূতের দান করেছেো । কিন্তু কেউ কখনো কখনো ফেরত নিয়ে নেয় । মায়ার বক্সিং খুব কঠিন । বারবার হারলে পরে দুর্বল হয়ে যায়, এই জন্য বাবা বলছেন -- বাচ্চারা দান করে আবার ফেরত নিয়ে না । মায়ার কাছ হারা চলবে না । অমৃত বেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করা হলে ভূত পালিয়ে যাবে* ।

গান :- *নির্বলের লড়াই বলবানের সাথে.....*

ওম্ শান্তি । দেখো তো কেমন গান বানানো হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারে না কেউ । যেমন গীতা , ভাগবত ইত্যাদি রচনা করা আছে, কিন্তু বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমরা এখন এই সবার অর্থ বুঝতে পারো । তুফান আর প্রদীপের গল্প কেমন করে হয়েছে । মানুষ তো এমনিই শুনে থাকে । তোমরা তো পুরো অর্থ জানো । ব্যাপারটা এখানকার । ছোট প্রদীপের তো কোন কথাই নেই, বড় বড় প্রদীপ মায়ার তুফানে এমন হয় যে সব নিভে যায় । কখনো স্ত্রিয়মাণ হয়ে যায়, যখন যোগ কম হয় তখন । যোগকে ঘৃত বলা হয় । যত যোগ করবে ততই জ্যোতি জাগৃত থাকবে । এই সব কথা তো এখানকার । আত্মাদের জ্যোতি জাগৃত করতে "শমা"কে (অগ্নিশিখা) আসতেই হবে, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয় । "পরবানা" (বহুপতঙ্গ) তো মানুষকে বলা হবে। তোমরা তো বলো যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন । আমরা তো চোখের সামনে দেখি । ওঁনার শারীরিক কোনো নাম নেই । শিব তো নিরাকার আর নলেজফুল। শিব জ্ঞান দিচ্ছেন এই জন্য তোমরা বলবে যে আমরা ওঁনার উপস্থিতি অনুভব করি,, কেননা ওঁনার থেকে আমরা জ্ঞান গ্রহণ করি । জ্ঞান শোনান শিব । লোকেরা তো বলে যে পরমাত্মা তো সর্বত্র বিরাজমান । কিন্তু জিজ্ঞেস করবে কোথায় আছেন? বলবে যে উনি সর্বব্যাপী । এই কথার কোনো অর্থ দাঁড়ায় না । তিনি এসে রাজযোগ শেখান । তোমরা তো জানো যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । নিশ্চয়ই চোখেই তা দেখতে পাওয়া যাবে তাই না! আত্মাও তো রয়েছে না! তোমরা বলবে যে আমরাও তো আত্মা । নিশ্চয়ই তা তারার মতন (Star) । দেখাও যায় । স্বয়ং আত্মা বলে -- আমি তারার (star) মতন । খুবই সূক্ষ্ম । আত্মা ভ্রুকুটির মধ্যে বিরাজমান, এটাও আমরা জানি । কেউ কেউ বলে আমরা কি করে তা মানবো ! আত্মা ভ্রুকুটির মধ্যে নয়, ভাবো যে চোখের মধ্যে আছে, কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়ই । আত্মাই বলে এইটা আমার শরীর । *ভ্রুকুটি হলো শুদ্ধ স্থান, তাই জন্য আত্মার নিবাস স্থান ভ্রুকুটিতে বলা হয় । তিলকও এই স্থানে লাগানো হয়* । আত্মা বলে -- আমি এক শরীর ছেড়ে অন্য এক শরীরে প্রবেশ করি । এতে কোনো সংশয় প্রকাশের জায়গা নেই । আত্মা স্মরণ করে পরমপিতা পরমাত্মাকে । এখন বাবা তা স্মরণ করাচ্ছেন । তোমাদের পাঁচ পুরো হয়ে গেছে । তোমরা পতিত হয়ে গেছ । তোমাদের সব জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে । এটাও ড্রামার পাঁচ, কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না । আত্মা বলে আমাদের মধ্যে ৮৪

জন্মের পাট আছে । ড্রামা অনুযায়ী ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হবে। পতিত হতেই হবে । তোমাদের এখন বোঝানো হয়েছে তাই জানতে পারছ । তোমরা বলো, বাবা এই পুরো ড্রামাতে আমার পাট তো আছেই । আপনি বুঝিয়েছেন যে এ হল অনাদি ড্রামা । আমরা তো ড্রামারই অধীন। এখন তো তোমরা ঈশ্বরের বশে রয়েছ, তাই ড্রামার সব জানো । তারপর আবার রাবণের অধীনে চলে গেলে সব কিছু বেতাল হয়ে যায় । বাবা বলছেন আমি তোমাদের কত জ্ঞান দিচ্ছি । সবাই বলে যে এতো একদম নতুন নলেজ । সত্য আর মিথ্যা প্রমাণ করে দেওয়া হয় । ভারতেই সত্যখন্ড আর মিথ্যা খন্ড হয়ে থাকে । সত্যখন্ডে সত্যই থাকবে । মিথ্যা খন্ডে মিথ্যা বার্তালাপ হবে । এবার যতক্ষণ না তোমরা সত্য বার্তালাপের বিবরণ পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেমন করে সত্য মিথ্যার বিচার করবে ! বাবা বলেন -- এবার তোমরা বিচার করো, আমি তোমাদের ঠিক বোঝাচ্ছি না ওরা ঠিক বোঝাচ্ছে ।

তোমরা বলো যে আমি আত্মা --- আমার আত্মাকে কেন যন্ত্রণা দাও ? আত্মাই তো যন্ত্রণা পায় । আত্মা আলাদা হয়ে গেলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না । শরীরের সাথেই তো আত্মা দুঃখ সুখ ভোগ করে । তাহলে আত্মাকে নির্লিপ্ত কি করে বলা যায় ! পরমাত্মার জন্য বলা হয় উনি নাম রূপ থেকে আলাদা বা উর্ধ্ব । কিন্তু যখন পরমাত্মা বলে তখনও তো এটা একটা নামই হল, তাই না । কেউ কেউ বলে যে উনি বৃন্দবৃন্দের মতন, কেউ আবার বলে যে তিনি জ্যোতি স্বরূপ । কেউ কিছু বুঝতে পারে না । এই ড্রামা বারংবার রিপিট হতে থাকে । প্রত্যেককে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে যেতে হবে । একটা ড্রামা, একজন রচয়িতা । এই সব কথা কেউ জানে না । ওরা তো ভাবে যে আকাশে যে সমস্ত নক্ষত্র আছে, ওখানেও দুনিয়া আছে । ওখানে গিয়ে আমরা অবতরণ করব। প্লট (জমির) কিনে নেবে । এখন ওটা সত্যি নাকি বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেটা সত্যি? বাবা হলেন নলেজ ফুল, মানুষ হল সৃষ্টির বীজরূপ । এই কল্প বৃক্ষের কোনো বীজ নিশ্চয়ই থাকবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে বৃক্ষও তো হয় একটাই । এই বৃক্ষের এখন জরাজীর্ণ অবস্থা । ঝাড় এখন পুরানো হয়ে গেছে । তারপর নতুন কলম (চারাগাছ) লাগানো হয় কেননা যে মূখ্য দেবী দেবতার ধর্ম আছে তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে । সম্পূর্ণ বিস্তার তো একটাই বীজের । বাবা তো ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন বসে বসে । আর তারপর মায়া বিড়াল সব জ্যোতি নিভিয়ে দেয় । তুফান এলে পরে কত বড় বড় গাছ পড়ে যায় । বাচ্চারা লেখে বাবা মায়ার তুফান খুব আসছে। এটাকে বিঘ্নও বলা যায় । বাবা বলেন সবসময় রাবণের আসুরী সম্প্রদায় বিঘ্ন উৎপন্ন করে, তারপর বাবাকে ডাকতে থাকো, ডাকতে ডাকতে আবার তার মধ্যে মায়ার তুফান আবার বিকারে ফেলে দেয় । পুরানো যারা তারাও পড়ে যায় । *বাবা বলেন মায়ার তুফান তো আসবেই , কিন্তু তোমরা অচল, স্থির থাকবে । কখনো কারোর ওপর রাগ করবে না* । তোমরা বলো বাবা ক্রোধ ভূত আমাদের পরাজিত করেছে । বাবা বলেন এটা তো বক্সিং । বারবার পড়তে থাকলে কমজোর হয়ে যাবে । তোমরা তো বিকারের দান করেছে । দান করে ফেরত নিও না.... কোনো প্রকার দান করে সেটা আবার ফেরত নেওয়া যায় না । গল্প আছে না ---রাজা হরিশচন্দ্র দান করেছিলেন..... এইসব উদাহরণও বসে বসে বানিয়েছে । হ্যাঁ তো বাবা বলেন ইনশিওর(insure) করতে হলে করে নিতে পারো । না করলে তোমরা কিছু পাবে না । বাস্তবে দান করা জিনিস আবার ফেরত নেওয়া যায় না । ভাবো যে কেউ দান করেছে, বাড়ি বানানোর জন্য । বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে ফেরত কি করে হবে । কন্যা দান করে, পয়সা কড়ি খরচ করে বিয়ে দিলে, সেটা আবার ফেরত কেমন করে দেবে । দান করা জিনিস ফেরত আসে না ।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত । সব সাধু - সন্ত ইত্যাদি সবাই বলেন পরমাত্মা সর্বব্যাপী । নাম রূপের থেকে আলাদা বা উর্ধে । এবার তো নাম রূপের থেকে আলাদা কিছু হয় না । আকাশের তো নাম আছে, তাই না । পরমাত্মার নাম সবাই জপ করে । শিবলিপ্তের প্রতিমা হয় । তাহলে নাম রূপের থেকে আলাদা কি করে হয় ? কিন্তু এই ব্যাপারে ধারণা দৃঢ় বিশ্বাস কেউ কেউ জোর করে ধরে রাখে, এই জন্য বাবা বোঝান যে -- প্রথমে, কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তার কি সম্পর্ক ? উনি (পরমপিতা পরমাত্মা) তো পিতা, তাই না । বাচ্চারা তোমরা যে কোনো জায়গায় সার্ভিস করতে পারো । শিব মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করো - - তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কি সম্পর্ক? সামনে শিব মন্দির রয়েছে । ইনি আপনার কে হন? পিতা। তাহলে পিতা কখনো নাম রূপের থেকে আলাদা বা সর্বব্যাপী হতে পারেন কি ? কত ভালো ভালো কথা বোঝার আছে । *পিতা যদি বলো তাহলে নিশ্চয়ই ওনার নাম রূপও আছে । বন্দনা করো, স্মরণ করো, তাহলে নিশ্চয়ই ওঁনার থেকে কিছু প্রাপ্তি হওয়ার কথা* । এই সমস্ত কথা তোমাদের মধ্যেও অনেকেই বোঝেনা । যদিও এখানে উনি সম্মুখে উপস্থিত আছেন, তাদের তবুও এরাও এতো নিশ্চিত হতে পারে না । আজ আছে , কাল থাকবে না । তোমরা শুনতে পাবে ওমুকে চলে গেছে । দেখতে দেখতে কতজন পালিয়ে যায় । তুফানের সময় পড়ে যায় । বাস্তবে তোমাদের পুরো জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকে। যেমন বাবা হলেন বীজ -- ওঁনার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ডামার জ্ঞান আছে । যা শেখানো হয়ে গেছে তা তোমাদের কাছে আছে, যার দ্বারা তোমরা কাউকে বোঝাতে পারবে । নম্বর অনুসারেই হবে । কারো বুদ্ধি সতো গুণী , কেউ রজো গুণী তমো গুণী..... বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বলে দেবেন। এই কথা ব্রহ্মাও বলেন যে আমি বলতে পারব যে তোমাদের বুদ্ধি সতোপ্রধান না রজোপ্রধান না তমোপ্রধান.। এই সমস্তই সার্ভিসের ওপর নির্ভর করে । কারো জ্ঞানের ভালো ধারণা হলে বলা হয় যে সতোপ্রধান বুদ্ধি। প্রত্যেকে নিজেই বুঝতে পারে যে আমি কি করছি । জিজ্ঞেস করে বাবা আমাদের কিছু ভুল আছে কি? *বাবা তো বলবেন যে নম্বর ওয়ান ভুল হল সার্ভিস না করা* ।যেই কারণে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায় । সার্ভিস তো দেখতে পাওয়া যায় । কত বোঝানো হয় যে মন্দির ইত্যাদিতে গিয়ে বোঝাও । যদিও গল্প হাঁকায় যে — আমরা অনেক সার্ভিস করি । কিন্তু বাবা জানেন যে এরা সার্ভিস করতে পারবে না । খুবই সহজ কাজ । ঝাড় (কল্পবৃক্ষ) , ডামার জ্ঞান খুব সহজ । কেবল জিজ্ঞেস করা হয় যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? বাবা যখন আছেন বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই পেতে হবে । নিশ্চয়ই তোমরা ওনার সন্তান, ওনার থেকে বর্সা প্রাপ্ত করেছো, যা এখন আবার হারিয়ে ফেলেছো । আমরাও হারিয়ে যাওয়া বর্সা আবার ফিরে পেয়েছি । দৃঢ় নিশ্চয় হলে ততক্ষণে বর্সা পাওয়ার চেষ্টায় লেগে পড়বে । কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে সে এই সব মেনে নেবে না । তারা চেষ্টা করতে পারে না । এটা জানে যে বাবা হলেন অন্তর্যামী, আর আমি হলাম বহির্মুখী । এমনও না যে সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভেতরে কি আছে, উনি বসে বসে বলে দেবেন । হ্যাঁ, এটা জানেন যে সবার ভেতর পাঁচ ভুতের (বিকারের) প্রবেশ হয়েছে, এই জন্য বলা হয় রাবণ সর্বব্যাপী । তোমরা তো এখনো ভুতের (বিকারের) দান কর নি, পুরানো দুনিয়ার দেহ সহ সব সম্পর্ক বুদ্ধিযোগ দ্বারা বার করে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে , যা খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ । এই পরিশ্রম রাত্রিবেলা ভালো করে করতে পার । এখন প্র্যাকটিস করলে পরে তখন তো স্মরণ করতে পারবে, আর অমৃতবেলা খুব ভালো হবে । সকালে উঠতে হবে । সকাল সকাল উঠে ভক্তি মার্গে মালা জপ করা হয় । কেউ কেউ রাম রাম জপ করে, কেউ কেউ আরো কিছু জপ

করে । অনেক রকমের মন্ত্র আছে । কাশীর পবিত্র হলে বলবে শিব শিব বলো..... সন্ন্যাসী ইত্যাদি এঁরা সবাই হলেন ভক্ত । সাধু সাধনা করেন, ঘরদুয়ার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায় । এটাও তো সাধনা, তাই না । হঠাৎ মার্গও ড্রামাতে আছে । এটা তো জানা উচিত যে স্বর্গের আদি সনাতনী দেবী দেবতার ধর্ম কোথায় চলে গেছে! দেবতাদের পূজা করা হয়, কিন্তু এটা জানে না যে আমাদের ধর্ম কোনটা। আমরা লক্ষী নারায়ণের পূজা করতাম, আর বলতাম ধর্ম হল হিন্দু । এখন তো আমরা লিখি যে আমাদের ব্রাহ্মণ অথবা দেবী দেবতার ধর্ম, তাসত্ত্বেও ওরা লিখে দেয় ওরা হিন্দু ধর্মের কেননা ভারতবাসীর সবাই হিন্দু। মুসলমানদের জন্য আলাদা লেখা হবে। বাকি সবাই হিন্দুদের সারিতে এসে যায় । এই হল এক অদ্ভুত রহস্য ।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বেহদের(অসীমের) জ্ঞান আছে । এই সৃষ্টি চক্রকে ড্রামা বলা হয় । ড্রামা(Film) রিপটি হয়, নাটক(Play) নয় । ওই নাটকে কোনো অভিনেতা না থাকলে পরে তার বদলে অন্য অভিনেতাকে দিয়ে নাটক করানো হয় । কেউ অসুস্থ হলে রিপ্লেস করে দেওয়া হয় । সেটা হল চৈতন্য নাটক (Live) । কিন্তু এটাকে নাটকও বলা যাবে না, এটাকে ড্রামা (ফিল্ম) বলা হবে । এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না । মানুষ বলে আমরা মুক্তি লাভ করব । কিন্তু ড্রামাতে এই পরিবর্তন হতে পারবে না । এটা কেউ জানে না যে এটা হল ড্রামা, এখান থেকে কেউ বেরোতে পারে না । এটা হল অনেক বোঝার বিষয় । অনেক পুরানো, অনেক বার পার্ট (নানান ভূমিকায় অভিনয়) করা হয়েছে । চক্র ঘুরেছে । এই সব কথা কেউ বোঝবার চেষ্টাও করে না । বুঝতেও পারে যে সবসময় একজন ঈশ্বর আছেন আর এই পৃথিবীর হিস্ট্রি জিওগ্রাফী রিপটি হতে থাকে । কিন্তু জানার জন্য যে চেষ্টা করবে তার অবসরটুকুও নেই । পুরানো বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই এই সব থাকে না । তুফান আসতেই থাকে । সামনে আরো বেশি আসতে থাকবে । অনেকে আসবে, বুঝতে চেষ্টা করবে । মৃত্যু যখন নিকটে আসবে তখন তাড়াতাড়ি বুঝবে । তোমরা বলবে বিনাশ কাল এই আসলো বোধহয় । এর আগেই বর্সা (উত্তরাধিকার) নিতে হবে । তখন তোমরা বলবে : কত দেরি করে ফেলেছ । *এখন দিন রাত যোগে থাকো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । অনেক বিকর্ম আছে । সময় লাগবে* । এঁনারও (ব্রহ্মাবাবা) অনেক সময় লেগেছে । এখনও পর্যন্ত অনেক পয়েন্ট বোঝার জন্য রয়ে গেছে। আমরা তো চ্যাঁড়া পিটিয়ে বলছি যে মৃত্যু আগত প্রায় । যেমন বাঘের একটা গল্প আছে না যে বাঘ এসেছে... বাঘ এসেছে.. । ওরা ভাবছে যে, মিথ্যা গল্প বলছে। এক দিন বিনাশ তো এসেই যাবে । তখন তো দৌড়বে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে (Too late) । এসব হল বেহদের কথা, কিন্তু এসব থেকে নিয়ে কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে । বিকর্ম বিনাশের জন্য অনেক যোগ অগ্নি প্রয়োজন । হ্যাঁ, এমন হবে যে নতুন নতুন এমন অনেকে আসবে যারা পুরানোদের থেকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে । মার্জিন রয়েছে । বাবা বলেন -- ঘরে থেকে রাত জাগো । যত পারো দৌড়ে এগিয়ে যাও । তার জন্য রাতে ঘুমের বিসর্জন দাও । খুব তীব্র গতিতে এগিয়ে যাবে । এটা নলেজ কত যে বলকারক ! জীবন তরীই পার হয়ে যায় । সব কামনা পূর্ণ হয়ে যায় । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিনাশের আগেই বাবার থেকে পুরোপুরি বর্সা (উত্তরাধিকার) নিতে হবে । দিবা রাত্রি যোগে থেকে বিকর্ম বিনাশ করে নশ্বর প্রথম দিকে নিতে হবে ।

২) দেহ সহ পুরানো দুনিয়ার সব সম্পর্ক ভুলে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । যে জিনিস দান করা হয়েছে তা যেন আর ফেরত না নেওয়া হয় ।

***বরদান* :-** *ডবল নেশার স্থিতির দ্বারা সর্বদা নির্বিঘ্ন হওয়ার এবং নির্বিঘ্ন বানাতে সমর্থ বিশ্ব পরিবর্তক ভব*

"প্রভুবৎসল আবার বালকবৎসল "----- যখন ইচ্ছা প্রভুত্বের স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও আর যখন ইচ্ছা বালকবৎসল অবস্থায় স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও, এই ডবল নেশা সর্বদা নির্বিঘ্ন করে দেওয়ার মতন । এই রকম আত্মাদের উপাধি হল বিঘ্ন- বিনাশক । কিন্তু কেবল নিজের জন্য বিঘ্ন বিনাশক নয়, পুরো বিশ্বের জন্য বিঘ্ন বিনাশক, বিশ্ব পরিবর্তক হয়ে যাও। যে স্বয়ং শক্তিশালী হয় তার সামনে বিঘ্ন স্বতঃ কমজোর হয়ে যায় ।

***স্নোগান* :-** *নিজের ডবল লাইট স্বরূপে স্থির থাকো তাহলে সমস্ত ভার সমাপ্ত হয়ে যাবে* ।

তপস্বী মূর্ত হও

এখন সংগঠিত রূপে জ্বালা স্বরূপ স্মরণের অভ্যাস করো । এক একটা চৈতন্য লাইট হাউস হয়ে বসে থাকো । সেবাধারী হও, স্নেহ পরায়ণ হও, এক বল এক ভরসায় থাকো, এই সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এখন মাষ্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ, এটা স্টেজে উপস্থিত করো । তপস্বী মূর্ত হও ।
